পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 236 Friday, 26 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৩৬ সংখ্যা ❋ ১০ শ্রাবণ ১৪৩১, শুক্রবার, ২৬ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মমতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় ১১ কোটি দিতে হবে

দাবি করলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় এবার নয়া মোড়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই মামলায় ১১ কোটি টাকা দেওয়ার আবেদন করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চার জনের বিরুদ্ধে এই মানহানির মামলা করা হয়েছে। সেখানে কোর্ট ফি বাবদ সব মিলিয়ে ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী আগেই দাবি করেছিলেন যে মানহানি করা হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ হাজির করা হয়নি। সেক্ষেত্রে কেন অন্তর্বর্তী নির্দেশ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত এই মামলার আইনি প্রক্রিয়ার রেশ কতদূর যায় সেটাই এখন দেখার। মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তরফে জানানো হয়েছে, জনগণের স্বার্থে ওই মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যপালের উদ্দেশে তাঁর করা কোনও মন্তব্যই মানহানিকর নয়। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে মানহানি হয়েছে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি। সিঙ্গল বেঞ্চ এই বিষয়টি খতিয়ে না দেখেই অন্তর্বতী নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে হাইকোর্টের তরফে বলা হয়েছিল, রাজ্যপালের মানহানি হয় এমন কোনও মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। এনিয়ে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এর আগে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, রাজ্যপাল একজন সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ। তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা যায় না। সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মের সুযোগ নিয়ে এটা করা যায় না। হাইকোর্টের তরফে বলা হয়েছে, রাজ্যপাল একটা প্রাথমিক মামলা করেছিলেন। যদি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া না হয়, অপর পক্ষকে যদি এই ধরনের অবমাননাকর বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হয় তবে তিনি (রাজ্যপাল) অপূরণীয় ক্ষতি ও আঘাতের মুখোমুখি হবেন। কার্যত মুখ্যমন্ত্রী সহ চারজনকে রাজ্যপাল সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলেছিল হাইকোর্ট। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক কথা বলতে পারবেন না। এটা মূলত অন্তর্বর্তী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ। আপাতত বলা হয়েছে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রিয়াদ হোসেন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক মন্তব্য করতে পারবেন না। তবে মূল মামলার বিচার এখনও শুরু হয়নি। প্রসঙ্গত বরানগর ও ভগবানগোলা উপনির্বাচনে জয়ী দুই তৃণমূল প্রার্থীর শপথকে ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজভবনে যা চলছে মেয়েরা শপথ নিতে যেতে ভয় পাচ্ছে। রাজ্যপাল কেন বিধানসভায় এসে শপথ নেওয়াবেন না? কেন স্পিকার-ডেপুটি স্পিকারকে দায়িত্ব দেবেন না? এরপরই এনিয়ে মামলা করেন রাজ্যপাল।

'উপযুক্ত কারণ ছাড়া গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির অর্থ ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ পুলিশের পাশাপাশি নিম্ন আদালতের নির্দেশ নিয়েও এবার বড় প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামের একটি মামলায় নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করে আদালতের পর্যবেক্ষণ, এ ব্যাপারে রায়দানের আগে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। আদালত জানিয়েছে, উপযুক্ত কারণ ছাড়া জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা মানে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। এই সব ক্ষেত্রে গ্রেফতার বা কারাদণ্ডের অর্থ এক জন ব্যক্তির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারে হাত দেওয়া। একই সঙ্গে বিচারপতি এও জানিয়ে দেন, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে

জামিনযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হলে কিংবা তাঁকে সমন পাঠানোর পরও তিনি হাজির না হলে, সে ক্ষেত্রে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যেতে পারে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলাটি ২০১৫ সালের ২৬ নভেম্বরের। আদালতে আবেদনকারী জানিয়েছেন, ওই মামলায় পুলিশের প্রথম এফআইআর বা অতিরিক্ত এফআইআরে তাঁর নাম ছিল না। কিন্তু আচমকা তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি! আগামী ৭ দিন দক্ষিণ-বঙ্গের জেলায় জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ সপ্তাহের প্রথম থেকেই রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরিতে তিন দিন কেটে গেছে। এরই মধ্যে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে বলে অনুমান করছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানীরা। এই ঘূর্ণাবর্তটি দক্ষিণ দিকে হেলে রয়েছে। তাই এর জেরে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ৭ দিন দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিক বা তার চেয়ে বেশি বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার পর্যন্ত ওয়াইড স্প্রেইড রেইনের পূর্বাভাস মিলেছে। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামীকাল শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলাতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দু'দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। শনিবার থেকে সোমবার বৃষ্টি বাড়বে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শনিবার দার্জিলিং এবং কালিম্পং এই দুই জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে।

মুখ্যমন্ত্রীর নয়াদিল্লি সফর বাতিল, নীতি আয়োগের বৈঠক পড়ল এখন বড় প্রশ্নের মুখে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ আজ, বৃহস্পতিবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদিল্লিতে গেলেন না। তাই পিছিয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর নয়াদিল্লি সফর। লোকসভা নির্বাচনের পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম নয়াদিল্লি সফর। সেখানে গিয়ে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিশেষ কারণে এই সফর বাতিল করলেন মুখ্যমন্ত্রী বলে সূত্রের খবর। তবে আগামীকাল শুক্রবার নয়াদিল্লি যেতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত পথে হাঁটলেন কিনা তা নিয়ে সন্দিহান সবপক্ষই। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে যা পেয়েছে সেটা শুধু অন্ধ্রপ্রদেশ আর বিহার। অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি কিছুই পায়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৭ জুলাই নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। যার পৌরোহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তাতে অংশ নেওয়ার কথা। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গিয়ে দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করার কর্মসূচি নেন। সেটা ছিল

সিদ্ধান্ত হয়নি। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ বাংলার দাবি আদায়ে তাঁর নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। এদিকে ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করছেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর কংগ্রেস যেসব রাজ্যে ক্ষমতায় আছে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীরা যোগ দেবেন না নীতি আয়োগের বৈঠকে। এই বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। সেখানে আজ নয়াদিল্লি গেলেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি বয়কট করছেন কিনা নীতি আয়োগের বৈঠক তা নিয়ে বিস্তর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কারণ অন্যান্য রাজ্য যেমন বঞ্চিত হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেটে তেমনই বাংলাও বঞ্চিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়া জোটে থেকে তিনিও একই শুক্রবার। নয়াদিল্লিতে একটি 'মিট দ্য প্রেস' করার কথাও ছিল তাঁর। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নয়াদিল্লি সফর পিছিয়ে দিলেন। এখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও যদি নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করেন তাহলে এই বৈঠকের আর কোনও মূল্যই থাকে না। কারণ বিরোধী আর কেউ সেভাবে থাকছে না। আগেও একাধিকবার নীতি আয়োগের বৈঠক এড়িয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের বহু টাকা বকেয়া রয়েছে। একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে অভিযোগ। আর আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়েছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। তাই বিরোধী কয়েকটি দল থাকুক চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কারণ তা না হলে এটা বিজেপির বৈঠকে পরিণত হবে।

জগনমোহন নাকি আধুনিক যুগের 'পাবলো এসকোবার'! চন্দ্রবাবু নাইডু তোলপাড় ফেললেন বিধানসভায়

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃ চন্দ্রবাবু নাইডুর দলের বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ তুলেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ওয়াইএসআরসিপির প্রধান জগনমোহন রেড্ডি। এই ইস্যুতে দিল্লির যন্তরমন্তরের সামনে ধর্নাতেও বসেন তিনি। জগনের ধর্না মঞ্চে ইন্ডিয়া জোটের সদস্যদেরও দেখা যায়। এরপরই জগনকে নিয়ে বড় মন্তব্য করে বসলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বললেন, জগনমোহন আধুনিক যুগের 'পাবলো এসকোবার'। জগনমোহন দাবি করেছেন, চন্দ্রবাবু নাইডুর নির্দেশেই তাঁর দলের কর্মীরা ওয়াইএসআর কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের আক্রমণ করেছে। রাজ্যে হিংসার ঘটনার পিছনে প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে চন্দ্রবাবুর। কিন্তু এইসব অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে জগনমোহনকে পাল্টা খোঁচা দিয়েছেন তিনি। তাঁকে কলম্বিয়ান ড্রাগ মাফিয়া পাবলো এসকোবারের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। রাজ্য বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চন্দ্রবাবু বলেন, ''কলম্বিয়ার পাবলো এসকোবার ড্রাগ মাফিয়া ছিল। নিজের ব্যবসা বাড়াতে রাজনীতিতে এসেছিল। এক সময়ে বিশ্বের সবথেকে ধনী ড্রাগ ব্যবসায়ী হয়ে গেছিল সে। কিন্তু আমি কেন এই কথা বলছি? তার কারণ, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও খানিকটা এমনই হতে চেয়েছিলেন। টাটা, আম্বানি, রিলায়েন্সের থেকে বেশি টাকার মালিক হতে চেয়েছিলেন।'' চন্দ্রবাবুর খোঁচা, কেউ দরকারে অপরাধ করে, কেউ লোভে আর কেউ স্বার্থে। যারা নিজের স্বার্থে অপরাধ করে তারাই এমন ধরনের ঘটনা ঘটায়। তেলেগু দেশম পার্টির স্পষ্ট দাবি, শেষ পাঁচ বছরে জগনমোহন সরকারের আমলে অন্ধ্রপ্রদেশ দেশের 'ড্রাগ ক্যাপিটাল' হয়ে গেছে। খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এমনকী খুনের চেষ্টার মামলাও বাদ যায়নি। তাই তাঁর কাছ থেকে হিংসা বিরোধী মন্তব্য শোনার প্রয়োজন পড়ে না।

হিন্দুদের অস্তিত্বই থাকবে না!

বাংলা-বিহারের ৫ জেলাকে নিয়ে সংসদে বড় দাবি নিশিকান্ত দুবের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাইঃ সুকান্ত মজুমদারের পর এবার নিশিকান্ত দুবে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলাকে উত্তর-পূর্ব পর্ষদের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এবার সংসদে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলিম প্রসঙ্গ টেনে বড় দাবি জানালেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এদিন সংসদে নিশিকান্তর দাবি, বাংলাদেশের অনুপ্রবেশের কারণে বাংলা ও বিহারের জনসংখ্যার বিন্যাস বদলে যাচ্ছে। তাই বাংলা ও বিহারের পাঁচটি জেলাকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা হোক। একই সঙ্গে এনআরসি লাগু করারও দাবি জানিয়েছেন এই বিজেপি সাংসদ। নিশিকান্তর কথায়, তা না হলে হিন্দুদের অস্তিত্বই থাকবে না। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ নিশিকান্ত এদিন সংসদে বলেন, ''পশ্চিমবাংলার মালদহ ও মুর্শিদাবাদ এবং বিহারের কিষাণগঞ্জ, আরারিয়া, কাটিহার এই তিন জেলায় হু হু করে ঢুকছে বাংলাদেশিরা।'' এমনকী বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ সুনিশ্চিত করতে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ মালদহ ও মুর্শিদাবাদের গ্রামের গ্রাম খালি করে দিচ্ছে বলেও সংসদে অভিযোগ করেন তিনি। এরপরই বাংলা ও বিহারের এই পাঁচ জেলাকে নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির দাবি জানান তিনি। এ ব্যাপারে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেন, ''লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে বিজেপি দিশেহারা হয়ে গিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদের তাস খেলতে চাইছে। এই জিনিস আমরা বরদাস্ত করব না।'' কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সিপিএমের আইনজীবী নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও। তিনি বলেন, ''ভোটের সময়ও বিজেপি উগ্র হিন্দুত্বের জিগির তুলেছিল। এখনও সেই চেষ্টা জারি রেখেছে। আসলে দেশের মানুষের প্রধান সমস্যাগুলি সমাধান না করে নজর ঘোরাতে এসব বলা হচ্ছে।'' যদিও নিশিকান্ত দুবের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ''উনি ঠিক কথায় বলেছেন। তাই তো বাংলা সীমান্তের ৭২টি জায়গায় বিএসএফকে কাঁটাতার লাগাতে অনুমতি দেয়নি মমতার সরকার।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছিলেন, ''আমার অসমে ৪০ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা। যেভাবে অনুপ্রবেশ বাড়ছে তাতে আগামীদিনে হিন্দুদের থাকাটাই দুরূহ হয়ে উঠবে।'' হিমন্ত এও বলেছিলেন, ''এটা আমার রাজনৈতিক ইস্যু নয়, মরণ বাঁচনের লড়াই।'' সংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ীকে সংসদের আইডি ও লগইন পাসওয়ার্ড দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন এই নিশিকান্তই।

ফের যাদবপুরের মেন হস্টেলে নির্যাতন! হাসপাতালে ভর্তি করা হল অসুস্থ পড়ুয়াকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ ফের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে এক ছাত্রের উপর নির্যাতনের অভিযোগ। অসুস্থ অবস্থায় স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ওই ছাত্রকে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের ডাক্তাররা। হস্টেলের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিতালী দেব জানান, বুধবার রাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে তাঁরা খবর পান। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখেন একটি ছাত্রকে ঘিরে ধরেছেন অন্য ছাত্ররা। প্রচণ্ড চিৎকার চ্যাঁচামেচি চলছে। ওই ছাত্রটিকে দেখেই তাঁরা বুঝতে পারেন, তখনই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার, না হলে বিপদের সম্ভাবনা। তিনি বলেন, ''আমরা তখনই অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। ওর প্যানিক অ্যাটাক হয়েছিল। এখন সুস্থ রয়েছে। ওর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনেছে অন্য ছাত্ররা।'' সূত্রের খবর, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাস্টার্সের ওই ছাত্রটির বাড়ি পুরুলিয়ায়। তাঁর বিরুদ্ধে হস্টেলের অন্য এক ছাত্র ল্যাপটপ চুরির অভিযোগ আনে। এরপরেই হেনস্থা করা হয় ওই ছাত্রকে। পরে অবশ্য খোয়া যাওয়া ল্যাপটপটি উদ্ধারও হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পুরো বিষয়টিই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে ওই ছাত্রকে মারধর করা হয়েছে, এমন কিছু এখনও নজরে আসেনি। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালেই যাদবপুরে চলে আসেন ওই ছাত্রের পরিবারের লোকজন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গত বছরের আগস্ট মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলের তিনতলার বারান্দা থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল প্রথম বর্ষের বাংলার ছাত্রের। হস্টেলে আসার মাত্র তিনদিনের মধ্যে এমন মর্মান্তিক পরিনতি হয়েছিল ওই ছাত্রের। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও বাবা-মাকে ফোন করে বলেছিলেন তিনি চাপে আছেন। তাঁরা যেন এসে তাঁকে বাঁচান। তারপরেই যে এমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে তা ভাবতেও পারেননি কেউই। তিনতলা হস্টেলের নীচ থেকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল ওই তরুণকে। কীভাবে তিনি বারান্দা থেকে পড়ে গেলেন, কেনই বা বিবস্ত্র ছিলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও মৃত্যুর আগে কতটা ভয়ঙ্কর ও লজ্জাজনক পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছিল সেটা অনুমান করা কঠিন হয়নি। সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁরা এখনও জেলেই রয়েছেন। এক বছরের মাথায় আবারও সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলেই ছাত্রের উপর নির্যাতনের অভিযোগ উঠল।

হাইকোর্টের ৯ বিচারপতিকে স্থায়ী করা গেল না, মতামত দেননি রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ কলকাতা হাইকোর্টের কলেজিয়ামের সম্মতি রয়েছে। কিন্তু মতামত জানাননি রাজ্যপাল ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তার জেরে হাইকোর্টের ৯জন অস্থায়ী বিচারপতিকে স্থায়ী হিসাবে নিয়োগ করল না সুপ্রিম কোর্ট। কলেজিয়ামের সম্মতি থাকলেও সেটা করা গেল না শেষ পর্যন্ত। হাইকোর্টের কলেজিয়াম চেয়েছিল তাঁদের স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে মান্যতা দেওয়া হোক। সেই মতো গত ২৯শে এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের কাছে সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে মতামত জানাননি রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী। এবার জেনে নেওয়া যাক কোন বিচারপতিদের জন্য এই সুপারিশ করা হয়েছিল? বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী, বিচারপতি পার্থসারথী সেন, বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, বিচারপতি উদয় কুমার, বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্ত, বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্য, বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায় ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদিকে স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। আপাতত তাঁরা এক বছরের জন্য অস্থায়ী হিসাবেই কাজ করবেন। মূল সমস্যাটা হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এনিয়ে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে মতামত জানাতে হয়। কিন্তু সেই মতামত জানানো হয়নি। তার জেরেই আপাতত অস্থায়ী বিচারপতিদের স্থায়ী বিচারপতিতে উন্নীত করা গেল না। তবে হাইকোর্টের কলেজিয়ামের এক্ষেত্রে সম্মতি ছিল।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে খুনের মামলা প্রত্যাহার করবেন না, জানিয়ে দিলেন পূর্বস্থলীর তৃণমূল বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ স্পিকারের মধ্যস্থতাতেও মিটল না বিধানসভার অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া ঝামেলা! বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বুধবারই হেয়ারস্ট্রিট থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি জানালেন, ''স্পিকারের নির্দেশ মাথা পেতে নিচ্ছি।'' কিন্তু শুভেন্দুর বিরুদ্ধে দায়ের করা খুনের অভিযোগ প্রত্যাহার করার প্রশ্নই ওঠে না। তৃণমূল বিধায়কের ব্যাখ্যা, ''আমি ট্রেনে বাসে যাতায়াত করি। উনি বুধবার বিধানসভায় আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন। সেটা যে উনি করবেন না, সেই গ্যারান্টি কোথায়?'' ঘটনার সূত্রপাত, বুধবার অধিবেশন চলাকালীন বিধানসভার লবিতে বিরোধী দলনেতার দিকে তেড়ে যান শাসকদলের পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। শুভেন্দুর উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''কে আমার মেয়ের চাকরি করিয়েছে?'' বিরোধী দলনেতার উদ্দেশে তৃণমূলের বিধায়ক তপন এও বলেন, ''আমার নাকি কলকাতায় দুটো ফ্লাট! তার চাবি দাও আমাকে!'' শুভেন্দু-তপনের মধ্যে বেশ কয়েকমিনিট কথা কাটাকাটিও হয়। বিজেপি বিধায়কদের অভিযোগ, অকথ্য ভাষায় বিরোধী দলনেতাকে গালিগালাজও করেন তপন চট্টোপাধ্যায়। যদিও গালাগালির অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''লোকসভা ভোটের প্রচারে আমার মেয়ের চাকরি ও কলকাতায় দুটো ফ্লাট রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন শুভেন্দু। উনি আমাকে এবং আমার মেয়েকে অপমান করেছিলেন। তাই আজ লবিতে গিয়ে ওর কাছে কৈফিয়ত চেয়েছি।'' দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে স্পিকারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ওই ঘটনাকে 'অনভিপ্রেত' আখ্যা দিয়ে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, ''এমন ঘটনা না ঘটলেই ভাল হতো।'' বিধায়কদের সকলকে সংযত আচরণের পরামর্শও দেন বিমানবাবু। মনে করা হয়েছিল, স্পিকারের মধ্যস্থতায় এ যাত্রায় সমস্যা মিটে গেল। তবে এদিন নিজের পুরনো অবস্থান স্পষ্ট করে তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''খুনের মামলা প্রত্যাহারের প্রশ্নই ওঠে না। আর শুভেন্দু বা যারা আমার বা আমার মেয়ের সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলবে, তাদের বিরুদ্ধে আগামীদিনেও আমি এভাবেই তেড়ে যাব!'' এ ব্যাপারে বিরোধী দলনেতার কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।

এবার কংগ্রেস হাইকমান্ডের মুখোমুখি হতে হবে প্রদেশ নেতৃত্বকে, পরিবর্তন হবে কি সভাপতি পদে?

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৫ জুলাইঃ লোকসভা নির্বাচন মিটে গিয়েছে দু'মাস হয়েছে। কিন্তু ভাঙা সংগঠন এবং দুর্বল নেতৃত্ব নিয়ে এখনও বসে রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। এই খবর যাওয়ার পর নয়াদিল্লিতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে ডেকে পাঠাল কংগ্রেস হাইকমান্ড। আর তা জানার পর থেকেই স্নায়ুর লড়াই শুরু হয়েছে বিধান ভবনে। আগামী ২৮ জুলাই রাহুল গান্ধি এবং সোনিয়া গান্ধির উপস্থিতিতে বৈঠক হবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে। সেখানেই ঠিক হয়ে যাবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন বলে সূত্রের খবর। বাংলা থেকে প্রায় ২০ জন কংগ্রেস প্রতিনিধি যোগ দেবেন হাইকমান্ডের বৈঠকে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় স্তরে ৯৯টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। তবে সেখানে বাংলার অবদান ১টি আসন। আর এই ফলাফলের দায় নিতে হবে অধীররঞ্জন চৌধুরীকেই। কারণ তিনিই বামেদের সঙ্গে জোটের পক্ষে ছিলেন। আর নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। একমাত্র মালদা উত্তর কেন্দ্র ছাড়া আর কোথাও জিততে পারেনি কংগ্রেস। এমনকী অধীর চৌধুরী নিজেই বহরমপুরে হেরে গিয়েছেন। সুতরাং সবেধন নীলমণি ঈশা খান চৌধুরী। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে হেরেছেন পাঁচবারের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাই তাঁর উপর কোপ পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই অধীর চৌধুরী একটি রিপোর্ট তৈরি করে সোনিয়া গান্ধিকে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। যেখানে পরাজয়ের কারণ লেখা আছে।

কিন্তু তার জন্য কি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীরের হাতে থেকে যাবে? উঠছে প্রশ্ন। লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। যে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি নিজেকে 'অস্থায়ী সভাপতি' বলেছিলেন অধীর। তখন থেকেই নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বহরমপুরের রবীন হুড অধীর তখন বলেছিলেন, ''আমি এখন কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি। কারণ মল্লিকার্জুন খাড়গে যেদিন থেকে সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছেন, সেদিন থেকে দেশের আর কোনও রাজ্যে সভাপতি হয়নি। সকলেই অস্থায়ী সভাপতি।'' কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব চেয়েছিলেন তৃণমূলের সঙ্গে জোট করতে। সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অধীর চৌধুরী। আর হাত মিলিয়ে ছিলেন সিপিএম তথা বামেদের সঙ্গে। ফল কংগ্রেস এক, বামেরা শূন্য। সেখানে এখন ইন্ডিয়া জোটে তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস। সুতরাং অধীরের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই। আর তা তুলছে দলের অন্দরে থাকা নেতারাই। অধীরকে সরে যেতে হলে বাংলায় কংগ্রেস-তৃণমূল জোট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে অধীরের রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষের দিকে পৌঁছে যাবে। আর যদি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এখনও থেকে যান তাহলে বাংলায় কংগ্রেসের নেতারা কেউ তাঁর কথা শুনবেন না। তাই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে বদল হবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। আগামী ২৮ জুলাই সব প্রকাশ্যে আসবে।

কার্গিল বিজয় দিবসের প্রাক্কালে জওয়ানদের জন্য হাতে আঁকা শুভেচ্ছাপত্র শিশুদের

শ্রীনগর, ২৫ জুলাই ঃশুক্রবার কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তি। সেই উপলক্ষ্যে কার্গিল জুড়ে সাজো-সাজো রব। তারই মাঝে ভারতীয় সেনাদের মুখে হাসি ফোটাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কচিকাঁচারা। ভারতীয় সেনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ২০০০ হাতে আঁকা কার্ড পাঠাল শিশুরা।বৃহস্পতিবার জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কার্ডগুলি গিয়ে পৌঁছেছে কার্গিলে। দেশের জওয়ানদের শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানিয়ে হাতে আঁকা কার্ডে নানা কিছু লিখে পাঠিয়েছে তারা। খুদেদের এই উদ্যোগে খুশি ভারতীয় সেনারাও।

অসম-বঙ্গ সীমান্তে ৪০২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার তিন

গোসাঁইগাঁও (অসম), ২৫ জুলাই ঃ অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে ৪০২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গাঁজা পাচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার গোসাইগাঁওয়ের এসডিপিও হীরেনকুমার ডেকা জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার শেষরাতে শিমুলটাপু থানা থেকে পুলিশের দল নিয়ে অসম-পশ্চিমবঙ্গ আন্ত ঃরাজ্ সীমান্ত শ্রীরামপুরে ৩১সি নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়েছিলেন তিনি। এক সময় গুয়াহাটি থেকে বিহারগামী এইচআর ৪৬ এফ ৪২০৩ নম্বরের একটি লরির গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালানো হয়।তালাশিতে লরির ক্যাবিনে বিভিন্ন খোপ থেকে ৪০২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছেন তাঁরা। গাঁজা পাচারের অভিযোগে লরির চালক এবং দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিতে হতাশাজনক বাজেট প্রতিক্রিয়া লালুপ্রসাদ যাদবের

পাটনা, ২৫ জুলাই ঃ গত মঙ্গলবার তৃতীয় এনডিএ-র সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা সাত বার বাজেট পেশ করেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি

দেশাই অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ছ'বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন। মঙ্গলবার মোরারজির রেকর্ড ভাঙেন নির্মলা।২০২৪-২৫ কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে দেশ জুড়ে মিলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া। বৃহস্পতিবারও তা অব্যাহত। কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব বৃহস্পতিবার বলেন, এটা হতাশাজনক। বিহারের বিশেষ মর্যাদা না পাওয়া প্রসঙ্গে লালুপ্রসাদ এদিন বলেন, তিনি (মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার) আত্মসমর্পণ করেছেন (কেন্দ্রের কাছে)।এদিকে বিহারের জন্য বেশি বরাদ্দ হওয়ায় বাজেটে বৈষম্যের অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলো। তাঁদের অভিযোগ, জোটের যে দুই শরিকের হাত ধরে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেছে এনডিএ, সেই টিডিপি এবং জেডিইউ সরকারের কথা ভেবে তৈরি হয়েছে এবারের বাজেট। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারে একাধিক প্রকল্পের জন্যে বিপুল অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে বঞ্চিত বিরোধীরা, অভিযোগ এমনটাই।

লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাক-বাসের সংঘর্ষ, মৃত দুই

লখনউ, ২৫ জুলাই ঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনা লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে। ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবোঝাই বাসের সংঘর্ষ। মৃত্যু হয়েছে বাস চালক এবং এক যাত্রীর। আহত একাধিক যাত্রী। ঘটনাটি ঘটে বুধবার মধ্যরাতে।জানা গেছে, প্রায় ১৫০ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি বাহরাইচ থেকে দিল্লির দিকে যাচ্ছিল। পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযানের ঘোষণাঃ৬৩,০০০ গ্রামের ৫ কোটি আদিবাসী মানুষকে এর আওতায় আনার লক্ষ্য

নতুন দিল্লি, ২৫ জুলাই(পিআইবি)ঃ কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫-এ আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের জন্য সার্বিক আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকা, যা গত বছরের সংশোধিত অনুমানের থেকে ৭৩.৬ শতাংশ বেশি।ন্সপ্রধানমন্ত্রী জন জাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান চালু করার ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন। এর আওতায় আদিবাসী প্রধান এলাকা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলির ৬৩,০০০ গ্রামের ৫ কোটি আদিবাসীকে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী জুয়েল ওরাঁও এই প্রকল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সুসমন্বিত আর্থসামাজিক বিকাশ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সরকার যে দেশজুড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ, এ তারই নিদর্শন। আদিবাসী উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধিকেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক আদিবাসী সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারি নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সমন্বায়ক মন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারি মন্ত্রক, রাজ্য সরকারগুলি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি আদিবাসী উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ নিলে সেগুলির সমর্থন ও সহায়তায়ও এগিয়ে আসে এই মন্ত্রক। এই কাজ যাতে সহজে করা যায় সেজন্য মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বাড়ানো হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪,৪৯৭.৯৬ কোটি টাকা সেখানে ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৩,০০০ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার প্রায় ১৮৯.০২ শতাংশ।ন্সআদিবাসী উপ-পরিকল্পনা (টিএসপি) বর্তমানে তপশিলি জাতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (ডিএপিএসটি) নামে পরিচিত। এর আওতায় আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জলসেচ, সড়ক, আবাসন, বিদ্যুৎ সংযোগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২টি মন্ত্রকদপ্তর প্রতি বছর তাদের বাজেট বরাদ্দের ৪.৩ থেকে ১৭.৫ শতাংশ এই খাতে দান করে। সংগৃহীত তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ২০১৩-১৪ সালের তুলনায় প্রায় ৫.৮ গুণ বেড়েছে। ২০১৩-১৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ২১,৫২৫.৩৬ কোটি (আসল খরচ) ২০২৪-২৫ সালে এই তহবিল থেকে ১,২৪,৯০৮ কোটি টাকা খরচ হবে বলে বাজেটে অনুমান করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য হল আদিবাসী সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নসাধন, যাতে তাঁরা দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একসারিতে এসে দাঁড়াতে পারেন। ২০২৪-২৫ সালে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির মধ্যে একলব্য আবাসিক মডেল স্কুল বাবদ ৬,৩৯৯ কোটি, আদিবাসীদের কল্যাণে কাজ করছে এমন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সাহায্যের জন্য ১৬০ কোটি, আদিবাসীদের জন্য উদ্যোগ মূলধন তহবিল বাবদ ৩০ কোটি, প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় বিকাশ মিশন বাবদ ১৫২.৩২ কোটি, আদিবাসী গবেষণা, তথ্য, শিক্ষা, সংযোগ এবং ঘটনা বাবদ ৩২ কোটি, আদিবাসী পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষার বৃত্তি বাবদ ১৬৫ কোটি, জাতীয় বিদেশ মেধাবৃত্তি বাবদ ৬ কোটি, প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহাঅভিযান বাবদ ২৫ কোটি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী পণ্যের প্রসারে ১০৭.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বীরভূমে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান পঞ্চায়েত সদস্যার, সঙ্গে শতাধিক কর্মী

বীরভূম, ২৫ জুলাই ঃবীরভূমে আবারও বিজেপিতে ভাঙন। দুবরাজপুর ব্লকের লোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যা ঝুমা রুইদাস দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাঁর সঙ্গে শতাধিক কর্মীও তৃণমূলে যোগ দেন। বৃহস্পতিবার জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর ব্লকের তৃণমূলের যুগ্ম আহ্বায়ক রফিউল হোসেন খান, লোবা অঞ্চল সভাপতি পিনাকী চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সদস্যা মুনমুন ঘোষ-সহ অন্যান্য নেতারা।লোবা গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পূর্ববর্তী নির্বাচনে ১৭টি আসনে জয়ী হয় এবং বিজেপি ১টি আসনে জয়লাভ করে। ঝুমা রুইদাস তৃণমূলে যোগদান করায় এখন সবকটি আসনই তৃণমূলের দখলে। ঝুমা রুইদাস জানান, জয়ী হওয়ার পর থেকেই বিজেপির পক্ষ থেকে আমার কোনও খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। আমি একা কোনও কাজ করতে পারছিলাম না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে আমি তৃণমূলে যোগদান করেছি। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ঝুমা রুইদাস ও তাঁর সাথে আরও ১৫০ জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক তৃণমূলের উন্নয়ন দেখে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। বিজেপি শুধু ভাঁওতা দেয়, কোনও কাজ করে না।

বাংলাদেশে এখনই খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আংশিক শিথিল কারফিউ

ঢাকা, ২৫ জুলাই ঃ ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। আংশিক শিথিল হয়েছে কারফিউ। তবে, এখনই বাংলাদেশে খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বন্ধ থাকছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ও। কোটা সংস্কার আন্দোলনের জেরে গত কয়েক দিনে বাংলাদেশে যে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।ঢাকার রাজপথে এখনও পুলিশি টহল জারি। বন্ধ রয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। মোতায়েন রয়েছে সেনাবাহিনী এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের জওয়ান। বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত ১৭৫৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের তালিকায় রয়েছে বিএনপি ও জামাতের বেশ কয়েক জন নেতাও। আংশিক শিথিল হলেও বাংলাদেশে এখনও জারি রয়েছে কারফিউ। বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী কারফিউয়ের ষষ্ঠ দিন। ঢাকা-সহ চার জেলায় সাত ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে।

কেজরিওয়ালের হাজতবাসের মেয়াদ বৃদ্ধি, ৮ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ল জেল হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের (জেল হেফাজত) মেয়াদ ফের বাড়ল। কেজরিওয়ালকে আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত। বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালকে তিহার জেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে পেশ করা হয়। আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালকে আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত।

মণিপুর এবং জম্মু-কাশ্মীরে ভ্রমণ করবেন না, নাগরিকদের সতর্ক-বার্তা আমেরিকার

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ নিজের দেশের নাগরিকদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল আমেরিকা। ভারতের কোন কোন এলাকায় ভ্রমণ করা যাবে না তার একটি তালিকা তৈরি করেছে আমেরিকা। যার মধ্যে মণিপুর, জম্মু ও কাশ্মীরকে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে সেই তালিকায় স্থান পেয়েছে মধ্য ও পূর্ব ভারতের মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাগুলি। আমেরিকার তরফে তাঁদের নাগরিকদের বলা হয়েছে, ভারতে ভ্রমণে করলে মণিপুর ও জম্মু ও কাশ্মীরের মতো দুই রাজ্যে যাবেন না। এছাড়াও ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এবং ভারতের মধ্য ও পূর্বের একাধিক অংশ, যেখানে মাওবাদীরা সক্রিয় রয়েছে সেখানে যাবেন না।ভারতে ভ্রমণ বিষয়ক একটি নির্দেশাবলী রয়েছে আমেরিকার। সেটিকেই সংশোধন করে এমন নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কিন্তু কেন এই এলাকাগুলিতে তাঁদের নাগরিকদের যেতে বারণ করছে আমেরিকা? তার উত্তরে ওয়াশিংটন জানিয়েছে, ' যাবেন না সেখানে সন্ত্রাসবাদ এবং নাগরিক সমাজের অস্থিরতার কারণে। সীমান্তের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও সন্ত্রাসবাদের কারণে মধ্য ও পূর্ব ভারত এবং হিংসা ও অপরাধের কারণে মণিপুরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।' শুধু এই বক্তব্য দিয়েই নয়, মার্কিন নাগরিকদের ভ্রমণের সুরক্ষার নিরিখে ভারতকে লেভেল ২-তে রাখা হয়েছে।

দেশের আগামী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর হলেন শেখর কাপুর

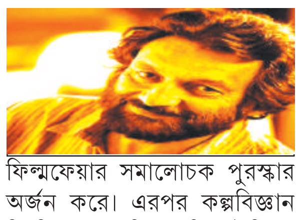

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখর কাপুরকে ভারতের ৫৫ ও ৫৬তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উৎসব পরিচালক (ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর) হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক থেকে এই ঘোষণা করেছে।১৯৮৩ সালে মাসুম দিয়ে চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন শেখর কাপুর। মাসুম সেই বছর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে ফিল্মফেয়ার সমালোচক পুরস্কার অর্জন করে। এরপর কল্পবিজ্ঞান ভিত্তিক চলচ্চিত্র মিঃ ইন্ডিয়া (১৯৮৭) দিয়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন শেখর কাপুর। উল্লেখ্য, তিনি সম্পর্কে বিখ্যাত ভারতীয় অভিনেতা দেব আনন্দের ভাগ্নে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের পতন অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ৮২ ডলারে নেমে এসেছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৭৭ ডলারের কাছাকাছি। তবে, পাবলিক সেক্টরের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি, চতুর্থ দিনের প্রথম বাণিজ্যে ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৬৮ ডলার বা ০.৮৩ শতাংশ কমে ৮১.০৩ ডলার ব্যারেল প্রতি রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৬৭ ডলার বা ০.৮৬ শতাংশ কমে ৭৬.৯২ ডলারে লেনদেন করছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

আমবাসায় ৯৭.৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার

ধলাই (ত্রিপুরা), ২৫ জুলাই ঃ ধলাই জেলা সদর আমবাসায় ৯৭.৬ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে তিন গাঁজা পাচারকারীকে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে আমবাসা-গন্ডাছড়া সড়কের আমবাসা দেড়মাইল এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য লাভ করেছে। পুলিশের জনৈক অফিসার জানান, গত বুধবার রাতে আমবাসার দেড়মাইল এলাকায় নাকা পয়েন্ট গড়ে মাদক-বিরোধী অভিযান চালানো হয়।ভোররাতে গঙ্গানগর থেকে আমবাসা আসার পথে নাকা পয়েন্টে টিআর ০১ বিওয়াই ০৬৬৪

বাজেট অধিবেশনে বাজেট নিয়েই আলোচনা হওয়া উচিতঃকিরেন রিজিজু

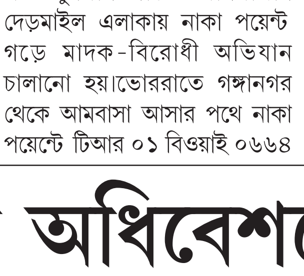

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ বাজেট অধিবেশনে বাজেট নিয়েই আলোচনা হওয়া উচিত। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বৃহস্পতিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কিরেন রিজিজু বলেছেন, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে আমি আবারও আবেদন করছি, বাজেট অধিবেশনে বাজেট নিয়েই আলোচনা করা হোক। বিরোধীরা কেন কৃষক, ক্ষুদ্র আদিবাসীদের জন্য করা বিধান নিয়ে আলোচনা করছেন না?...জনগণ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জনাদেশ দিয়েছে, আপনারা এই জনাদেশকে অপমান করার চেষ্টা করছেন। এটা মোটেও ঠিক নয়। বাজেট অধিবেশনে বাজেট নিয়েই আলোচনা হওয়া উচিত।সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, আপনারা সবাই নিশ্চয়ই গত বুধবার আলোচনা দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক তৃতীয় মেয়াদের প্রথম বাজেট পেশ করার পর, দেশ দেখতে চায় বাজেটের ওপর আলোচনা ভালো এবং অর্থপূর্ণভাবে হোক। বাজেট অধিবেশন চলাকালে কয়েকটি দলের নেতারা যেভাবে মন্তব্য করেছেন এবং যেভাবে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে আমি বলতে চাই তাঁরা বাজেট অধিবেশনের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে সংসদকে অপমান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আগেই বলেছেন, দলের জন্য যা করার ছিল তা নির্বাচনে করা হয়েছে, এখন দলের জন্য নয়, দেশের জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। গত বুধবার বিরোধীরা বাজেট নিয়ে কিছু বলেনি, তাঁরা শুধু রাজনীতি করেছেন। তাঁরা দেশের জনাদেশকে অপমান করেছেন।

অমরনাথ যাত্রায় রেকর্ড, ২৬-দিনে ৪.২৫ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর পূজার্চনা ও দর্শন সম্পন্ন

শ্রীনগর, ২৫ জুলাইঃ এই বছরের অমরনাথ যাত্রা একের পর এক রেকর্ড গাাই চলেছে। মাত্র ২৬-দিনে ৪.২৫ লক্ষাধিক পুণ্যার্থী অমরনাথের পবিত্র গুহায় পূজার্চনা ও দর্শন সম্পন্ন করেছেন। গত বছর সমগ্র সময়কালে মাত্র ৩.৫০ লক্ষ পুণ্যার্থী অমরনাথ যাত্রা করেছিলেন, অথচ এই বছর মাত্র ২৬-দিনে ৪.২৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী ইতিমধ্যেই পবিত্র গুহা মন্দিরের ভিতরে 'দর্শন' করেছেন।এদিকে, জম্মুর ভগবতীনগর যাত্রী নিবাস থেকে ৩,০৮৯ জন পুণ্যার্থীর একটি দল অমরনাথ গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ১০৬টি গাড়িতে করে তাঁরা বেস ক্যাম্প থেকে রওনা দেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ২২৪৭ জন পুরুষ, ৭৪৫ জন মহিলা, ৭৩ জন সাধু, ২২ জন সাধবী এবং দু'জন তৃতীয় লিঙ্গের পুণ্যার্থী। এদের মধ্যে ১ হাজার ২৮৬ জন বালতাল বেস ক্যাম্প এবং ১ হাজার ৮০৩ জন পহেলগাম থেকে পরবর্তী যাত্রা শুরু করবেন।

নতুন প্রজন্মের হাতে আগামীর মশাল তুলে দেবঃজো বাইডেন

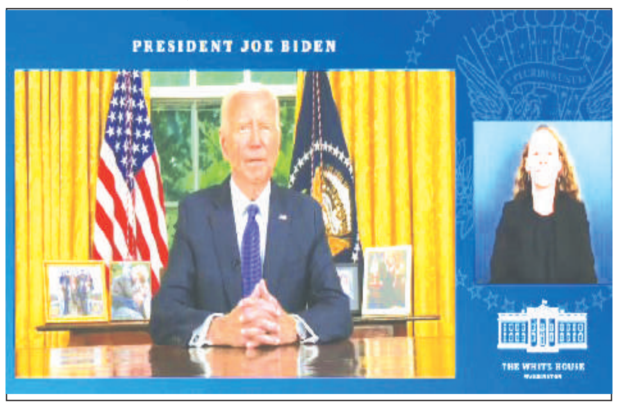

ওয়াশিংটন, ২৫ জুলাই ঃ দ্বিতীয় বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন জো বাইডেন। কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, সেই কারণ এবার নিজেই প্রকাশ্যে আনলেন। বুধবার দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে বাইডেন জানান, তিনি নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দিতে চান। আমেরিকাকে ঐক্যবদ্ধ করতে এটাই সেরা উপায় বলেও দাবি করেছেন তিনি।বাইডেন বলেন, আমি ঠিক করেছি, নতুন প্রজন্মের হাতে আগামীর মশাল তুলে দেব। এটাই আমেরিকাকে ঐক্যবদ্ধ করার সেরা উপায়। একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, আমি আমার কাজকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি তার চেয়েও বেশি ভালবাসি আমার দেশকে। আপনাদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করতে পেরেছি, এটা আমার জীবনে সৌভাগ্যের বিষয়। বাইডেন আরও বলেন, আমরা ভালো মানুষ বলেই আমাদের দেশ মহান। অবশ্যই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ভারী বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত পুণে-তে, গুজরাট-সহ অনেক রাজ্যে বৃষ্টির সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিতে নাস্তানাবুদ মহারাষ্ট্র ও গুজরাট-সহ দেশের বেশ কিছু রাজ্য। মহারাষ্ট্রের পুণে-তে একনাগাাে বৃষ্টিতে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে পুণের একতা নগর, ভিথল নগর এলাকায় জল জমে গিয়েছে। জল ঢুকে গিয়েছে অনেক বাড়িতে। মুম্বইয়েও ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, প্রবল বৃষ্টিতে আন্ধেরি সাবওয়েতে জল জমে গিয়েছে।গুজরাটের বিভিন্ন জেলাতেও বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি এতটাই হচ্ছে যে গুজরাটের কয়েকটি জেলায় বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, গুজরাটে আগামী কিছু দিন ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও। মহারাষ্ট্রের ২৬-২৭ জুলাই ভারী বৃষ্টিপাত হবে। মধ্য মহারাষ্ট্রেই এই সময়ে অত্যধিক বৃষ্টি প্রত্যাশিত। কোঙ্কন ও গোয়াতেও আগামী কিছু দিন ভারী বৃষ্টি হবে। এছাাাও দিল্লি, কর্ণাটক ও রাজস্থানেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ওড়িশা, কর্ণাটক উপকূল, ছত্তিশগাাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে বৃহস্পতিবার সকালেই হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে।

সিএএ নিয়ে বিজেপি-কে কটাক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৫ জুলাই ঃনাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিজেপি-কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স মাধ্যমে তিনি লেখেন, এদের কাছে নিজেদের কাগজ নেই, আর এরা পুরো দেশ থেকে কাগজ চাইছে সিএএ-এর নামে! এটাই হল বিজেপি! বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এই পোস্টটি শেয়ার করে জানানো হয়।অভিষেকের এই মন্তব্যের পর সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা এই টুইটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপি-কে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

বদল হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ভবনের দুটি হলের নাম

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ সাধারণভাবে এতদিন শোনা যেত রাস্তা, স্টেশন, শহর, রাজ্যের নাম বদল। রাজধানীর রাস্তাঘাটের নামবদল হয়েছে আগেই। পাল্টে গিয়েছে সংসদ ভবনের ঠিকানাও। এবার বদল হচ্ছে খোদ রাষ্ট্রপতি ভবনের দুটি হলের নাম। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে জানা গেছে, দরবার হল এবং অশোক হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হচ্ছে যথাক্রমে গণতন্ত্র মণ্ডপ এবং অশোক মণ্ডপ।উল্লেখ্য, এই দুটি হলেই মূলত বিভিন্ন ব। অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এবার থেকে হলের অবস্থান এক থাকলেও দরবার হলের বদলে গণতন্ত্র মণ্ডপ এবং অশোক হলের পরিবর্তে অশোক মণ্ডপ, নতুন নামের এই দুই হলে অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি ভবনের বাতাবরণে যাতে ভারতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং রীতিনীতি ফুটে ওঠে, তার জন্যই এমন নাম বদলের সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পশ্চিমবঙ্গে বিভাজন কখনওই হবে নাঃসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের কখনওই বিভাজন হবে না। একইসঙ্গে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ২০২৬ সালে সিপিএম ও কংগ্রেসের মতো বিজেপিও উধাও হয়ে যাবে।বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভাজন কখনওই হবে না। আগে সুভাষ ঘিসিং দার্জিলিং-কে গোর্খাল্যান্ড বানানোর দাবি জানিয়েছিলেন, বাংলার জনগণ কীভাবে প্রতিবাদ করেছিল, তা সবাই দেখেছে। সুকান্ত মজুমদার উত্তরবঙ্গের দাবি তুলেছেন, কিন্তু তাঁকে মনে রাখতে হবে বাংলার মানুষ কখনওই এই ধরনের দাবিকে সমর্থন করবে না। তিনি যদি এভাবেই কথা বলতে থাকেন, যেমন সিপিআই (এম) এবং কংগ্রেস শূন্য হয়েছে, বিজেপিও ২০২৬ সালে শূন্যে নেমে যাবে।

স্কুলে শিক্ষিকার ভূমিকায় রাষ্ট্রপতি মুর্মু, কথা বললেন ছাত্রীদের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই ঃ একেবারে অন্য ভূমিকায় দেখা গেল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে। শিক্ষিকা হিসেবে পৌঁছে গেলেন ছাত্রীদের কাছে। কথা শুনলেন সমস্ত ছাত্রীদের, ভবিষ্যতে তাঁরা কী হাত চায়, তাও শুনলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দুই বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রীদের কাছে শিক্ষিকা হিসাবে পৌঁছে যান।ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রীদের পাাতেও দেখা যায় রাষ্ট্রপতিকে। আগেও অবশ্য শিক্ষকতাই করেছিলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। ছাত্রীদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণবন্ত কথোপকথনে, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে পাঠ দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। ছাত্রীদের সঙ্গে গাছপালা এবং প্রাণীদের যত্ন নেওয়ার বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন রাষ্ট্রপতি। প্রতিটি ছাত্রীদের উৎসাহের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কথা শোনেন।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতকরা এবং ৭০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৭ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৩ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৯মিনিট ।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅবিবাহিতদের বিবাহের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ। সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও খেলোয়াড়রা তাঁদের কাজের সাফল্য দেখতে পাবেন। চাকরিক্ষেত্রে সমস্যা-বৃদ্ধি হলেও নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

বৃষ রাশিঃসন্তানের বিবাহ নিয়ে পরিবারে অশান্তি। বয়স্ক জাতক-জাতিকারা হঠাৎ পড়ে গিয়ে শরীরের নিম্নাঙ্গে চোট-আঘাত পেতে পারেন। শেয়ার বা ফাটকায় বাড়তি অর্থ হাতে আসতে পারে। অংশীদারী ব্যবসায় মনোমালিন্য লেগেই থাকবে।।

মিথুনঃব্যবসায়ীদের বিগত সপ্তাহগুলির তুলনায় এই সপ্তাহে অর্থ উপার্জন ভালোই হবে। বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার ফলে অর্থসংকট।।

কর্কট রাশি ঃসম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ফল আপনার অনুকূলে আসতে পারে। শ্রমিক-মালিক বিবাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে চাকরির স্থায়িত্ব নষ্ট হতে পারে।

সিংহ রাশিঃ জীবনে যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। সন্তানদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ দেবেন না।

কন্যা রাশিঃনববিবাহিত দম্পতিরা বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তানদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে সাফল্য পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তুলারাশিঃ বয়স্ক জাতক-জাতিকারা সেবা ও পরোপকারের মধ্য দিয়ে মানসিক শান্তি লাভ করবেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না।

বৃশ্চিক রাশি ঃ লটারি বা শেয়ারে কিছু উপার্জন হলেও লোভের বশবর্তী হয়ে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে যাবেন না। স্ত্রীর স্বাস্থ্য এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না।

ধনু রাশি ঃ সৃষ্টিশীল কাজে বিশেষ স্বীকৃতির যোগ ও অর্থপ্রাপ্তি। রাজনীতিবিদরা সাংগঠনিক কাজে সুফল পেতে পারেন।।

মকর রাশিঃ পরিবারে ভাইবোনদের ব্যবহারে কষ্ট পেতে পারেন। খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকারা কঠিন পরিস্থিতির থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।।

কুম্ভ রাশি ঃশিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় আরও ভালো ফল পাওয়ার জন্য মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। হস্তশিল্পীরা তাঁদের শিল্পীসত্তার দক্ষতার কারণে সরকার থেকে প্রশংসিত হতে পারেন

মীন রাশিঃ বিনোদন জগতের সঙ্গে জাতক-জাতিকারা তাদের কাজের সাফল্যের জন্য সমাজে সম্মানিত হবেন। ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। মাতৃকুল থেকে হঠাৎ কোনও সম্পত্তি পাওয়র সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

চড়া দামে আলুর কালোবাজারি রুখতে লেনিনগড় বাজার পরিদর্শনে বিডিও ও ব্যারাকপুর পঞ্চায়েত সমিতি

নববারাকপুর, ২৫ জুলাই ঃ চড়া দামে আলু বিক্রির কালোবাজারি রুখতে বৃহস্পতিবার সকালে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের লেনিনগড় বাজার পরিদর্শনে যান বিডিও জনাব সানোয়ার আলি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী সহ নববারাকপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন লেনিনগড় বাজারে কিছু ব্যবসায়ী চড়া দামে আলু বিক্রি করছিল খবর পাওয়া মাত্রই বিডিও সাহেব সহ ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যরা বাজার পরিদর্শন যান। ব্যবসায়ী দের সাথে কথাবার্তা বলেন। সঠিক কাগজ না দেখাতে পারার জন্য ধমক দেওয়া হয় ব্যবসায়ী দের। বলা হয়েছে যার কাছ থেকে আলু কেনা হবে সঠিক পাকা চালান নিতে হবে। কেনা দামের থেকে ৩-৪ টাকা বেশি লাভ করা চলবে না।ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক দিন ধরেই ব্যারাকপুর ২ বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তালবান্দা সাজিরহাট বাজার পরিদর্শন করেছেন। উল্লেখ্য বাজারে আলুর দাম কোথাও ৪০ আবার ৪৫ টাকা দাম উঠেছে জ্যোতি আলুর। চন্দ্রমুখীর দাম আরো বেশি কিলো প্রতি ৫০ টাকা। আলুর কালোবাজারি রুখতে বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের অফিসে বিডিও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কর্মাধ্যক্ষ সদস্যরা সম্মিলিত ভাবে ব্যবসায়ী দের সাথে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে।

মিডডে মিলের রান্না করা খাবার পরিদর্শনে ব্যারাকপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

ব্যারাকপুর, ২৫ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে নড়েচড়ে বসেছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে আধিকারিক রা নড়ে চড়ে বসলেন। মিড ডে মিলের রান্না করা খাবার পরিদর্শনে গিয়ে পড়ুয়াদের হাতে খাবার তুলে দিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং নিজে ও খাবার খেলেন। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন সরকারী আধিকারিক দের ঘরে বসে থাকলে হবেনা। স্কুল কলেজ হাসপাতালে পরিদর্শন যান। তাদের সমস্যার কথা শুনুন। সঠিকভাবে পরিষেবা পৌঁছে দিন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই যুগবেড়িয়া তেঘরিয়া শশীভূষণ হাই স্কুলের মিডডে মিলে পড়ুয়াদের রান্না করা খাবার পরিদর্শনে যান। রান্না করা খাবার পড়ুয়াদের নিজে হাতে বিলি করেন। খাবারের গুনগতমান বিচার করতে নিজে আহার করেন পড়ুয়াদের সাথে। সবাই হতবাক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ শিক্ষকরা।

১৩১০৮-১৩১১০ কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল

কলকাতা, ২৫ জুলাই ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে প্রাপ্ত বার্তার অনুযায়ী, ১৩১০৮ কলকাতা - ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস ২৭.০৭.২০২৪ তারিখে কলকাতা থেকে ছাড়ার কথা ছিল এবং ১৩১১০

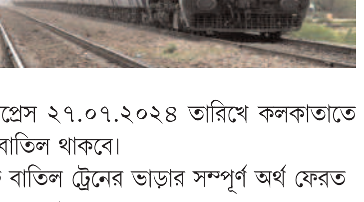

ঢাকা - কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ২৭.০৭.২০২৪ তারিখে কলকাতাতে পৌঁছানোর কথা ছিল, সেটি বাতিল থাকবে।

নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে বাতিল ট্রেনের ভাড়ার সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবেঃ

১. কলকাতা শহরের সংশ্লিষ্ট টিকিট কাউন্টার থেকে কেনা টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত শুধুমাত্র কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউন্টার গুলিতেই প্রদান করা হবে।
২. হারানোমিসপ্লেসড টিকিটের কোনো ফেরত দেওয়া হবে না।
৩. বিদেশি পর্যটকদের কাউন্টারে পিআরএসের কার্যক্রমের সময়ের মধ্যেই টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। টিডিআর ইস্যু করা হবে না।

যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

মমতার বক্তব্যর পরে ৪১ জন বাংলাদেশী ভারতের প্রবেশ করেন

কলকাতার, ২৫ জুলাই ঃ ২১ জুলাই ধর্মতলা মঞ্চ থেকে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নিয়ে কিছু বলব না। ওটা আলাদা দেশ। যা বলবে ভারত সরকার বলবে। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, যদি অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় কড়া নাড়ে তাহলে আমরা নিশ্চিত ভাবে আশ্রয় দেব। তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপি। বিজেপি স্পষ্ট করে বলে, মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা সংবিধান বিরোধী। তসর পরেই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। ঢাকার দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় প্ররোচিত হতে পারে জঙ্গিরা। তিনি যে মন্তব্য করেছেন, সেটা প্ররোচনামূলক। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন মমতা। এই নিয়ে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে বাংলাদেশ সরকার নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়েছে। এবার প্রকাশ করলো সাম্প্রতিক ঘটনা চলা কালীন কতজন মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছে। এর পরিসংখ্যান বলছে,বিগত চার দিনে বিভিন্ন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন ৪৩১৫ জন। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশিও আছেন। বিএসএফ জানিয়েছে, বিগত চার দিনে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসেছেন ৪১ জন বাংলাদেশি। এছাড়াও বাংলাদেশে পড়াশোনা করা ১ হাজারেরও বেশি নেপালি নাগরিক ভারতে এসেছেন। ভুটান, মলদ্বীপের কিছু নাগরিকও বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ভারতে। কানাডার ১ জন নাগরিকও এই সময়ালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন।

সাদ্দামের দ্বিতীয় বাড়ির হদিশ, উদ্ধার আগ্নেয় অস্ত্র একাধিক ধাতুর মূর্তি

দুরন্ত বার্তা, কুলতলী, ২৫ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই অস্ত্র কোন অস্ত্র, এই অস্ত্র নিয়ে কি পুলিশকে ভয় দেখানো হয়েছিল, উঠছে প্রশ্ন। সাদ্দামের নতুন বাড়ির সন্ধান আর সেখানে মিলেছে ধাতবো মূর্তি। তদন্তে ইতিমধ্যে পুলিশ। কুলতলির এই সাদ্দামের বাড়ি থেকে এ বার অস্ত্র উদ্ধার! জেরার পরে বুধবার রাতে তল্লাশি চালায় প্রয়তারহাটে বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ আরও কিছু জিনিস উদ্ধার করা হয়। এমনই তথ্য মিলেছে আজ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট নাগাদ। কুলতলী থানার পক্ষ থেকে তার আগে সাদ্দামকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। তদন্তে যে নতুন তথ্য উঠে আসে, তার ভিত্তিতে তল্লাশি চলে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ওই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অস্ত্রের পাশাপাশি কয়েকটি ধাতব মূর্তিও সাদ্দামের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতারণা

সংক্রান্ত অভিযোগে সম্প্রতি কুলতলির জালাবেড়িয়া-২ পঞ্চায়েতের প্রয়তারহাটে সাদ্দামের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যায় পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়ো সোনার মূর্তি দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগ ছিল। পুলিশ অভিযানে যেতেই সাদ্দামের বাড়ির পাশাপাশি পড়শি মহিলারা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, তখন পুলিশ অফিসারদের মারধরও করা হয়। সাদ্দামের ভাই সাইরুল পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালান বলেও অভিযোগ। পুলিশের দাবি ছিল, গুলি কারও গায়ে না লাগলেও স্থানীয়দের মারধরে তিন জন পুলিশ অফিসার জখম হয়েছিলেন। সেই সুযোগেই পালিয়ে যান সাদ্দাম ও সাইরুল। এর পরেই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। তল্লাশি চলে সাদ্দামের বাড়িতে। সেই সময় বাড়ির ভিতরে মেলে সুড়ঙ্গ। বাইরে থেকে গ্রিলের দরজা দেওয়া। দরজা খুলে ওই কংক্রিটের সুড়ঙ্গে নেমে পুলিশ দেখে, হাঁটুজল জমে আছে। সুড়ঙ্গটি শেষ হয়েছে পাশের খালে। সেই খাল আবার গিয়ে পড়েছে পাশের মাতলা নদীতে। গত ১৭ জুলাই গভীর রাতে কুলতলিকাণ্ডের মূল পাণ্ডা সাদ্দামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সাংবাদিক বৈঠক করে বারুইপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) পলাশচন্দ্র ঢালি জানান, পুলিশের উপর হামলা চালানোর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সাদ্দাম-সহ মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাদ্দামের ভাই সাইরুল-সহ আরও বেশ কয়েক জনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

সাঁকরাইলে গাড়ি চুরি-কাণ্ডে সাফল্য পুলিশের, জলেশ্বর থেকে উদ্ধার স্করপিও গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জুলাই ঃ হাওড়ায় একটি নামি কোম্পানির সার্ভিস সেন্টার থেকে চুরি যাওয়া ১৮ লাখের স্করপিও গাড়ি ওড়িশার জলেশ্বর থেকে উদ্ধার করলো পুলিশ। ওই ঘটনায় চুরির অভিযোগ দায়ের হয়েছিল হাওড়ার সাঁকরাইল থানায়। এই ঘটনায় সার্ভিস সেন্টার কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন অপরিচিত এক দুস্কৃতী বেলা ১১টা নাগাদ হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকার জঙ্গলপুরের একটি নামি গাড়ি কোম্পানির সার্ভিস সেন্টারে জালিয়াতি করে ওই স্করপিও গাড়ি গেট পাস ছাড়াই নিয়ে পালায়। এই ঘটনার পর পুলিশে জানানো হয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ একটি টিম গঠন তৈরি করে তদন্ত শুরু করে। যে পথ ধরে দুস্কৃতীরা পালিয়ে ছিল সেই রাস্তা ধরে ধাওয়া করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হয়। এর পাশাপাশিক ওই রাস্তায় একাধিক নাকা পয়েন্ট তৈরি করা হয়। দীর্ঘক্ষণ দুস্কৃতীদের ধাওয়া করা হয়। অবশেষে ওড়িশার জলেশ্বরে গাড়িটি ফেলে রেখে চলে যায় দুস্কৃতীরা। ২৪শে জুলাই সন্ধ্যায় সেই গাড়িটি সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এই ঘটনায় যুক্ত দোষীদের সনাক্ত এবং তাদের খোঁজে রোড তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, হাওড়ার লিলুয়ার কোনা বাগপাড়ার বাসিন্দা অমিত বিশ্বাস তাঁর গাড়িটি সাঁকরাইলের একটি নামি কোম্পানির সার্ভিস সেন্টারে সার্ভিসের কাজ করানোর জন্য দিয়েছিলেন। গত ১৭ জুলাই গাড়িটি সার্ভিস সেন্টারে দেওয়ার পর কাজ শুরু হয় পরদিন। কিন্তু তাঁর দাবি, ২১শে জুলাই ওই সার্ভিস সেন্টার থেকে ফোন করে তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি কি কাউকে গাড়ি আনতে পাঠিয়েছিলেন ? তার উত্তরে অমিত জানান, তিনি বা তার কোনও প্রতিনিধি সার্ভিস সেন্টারে গাড়ি আনতে যাননি। এরপর অমিত বাবু সাঁকরাইল থানা মারফত জানতে পারেন তাঁর গাড়িটির কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ হাতে পায়। তাতে দেখা যায় গাড়িটি পাঁচলা এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পে তেল ভরে মেদিনীপুরের দিকে চলে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় গাড়ি চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন অমিত বাবু। হাওড়া সিটি পুলিসের ডেপুটি কমিশনার (সাউথ) বিশ্বজিৎ মাহাতো জানান, অভিযোগ পেয়েই তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। একটি বিশেষ টিমও পাঠানো হয়। অবশেষে গাড়িটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

হাল ফিরতে চলেছে পটুয়াপাড়ার স্কুলের

দুরন্ত বার্তা, বালি, ২৫ জুলাই ঃ স্কুলের ক্লাসরুমের বেহাল পরিস্থিতির কথা কানে আসতেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বালির চিকিৎসক বিধায়ক ডা. রাণা চট্টোপাধ্যায়। বুধবার তিনি নিজেই ছুটে যান ওই স্কুলে। পরিস্থিতি সরোজমিন করে সাহায্যের আশ্বাস দেন। কথা বলেন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও। প্রসঙ্গত, লিলুয়া পটুয়াপাড়ায় জাগৃতি হিন্দি বিদ্যামন্দির স্কুলের বেহাল অবস্থা দীর্ঘ প্রায় দশ মাস ধরে। পানীয় জলের মেশিন খারাপ। ক্লাসরুমের পাখা, লাইট নেই। অন্ধকারে ছাত্রদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে। ক্লাসরুমের জানলাও ভাঙা। বৃষ্টি এলে ছাত্রছাত্রীরা ছাতা হাতে নিয়েই পড়াশোনা করছে। পাশাপাশি ক্লাসরুমের জানলায় প্লাস্টিক লাগিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের বাঁচাচ্ছে। স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে সব জায়গায় অভিযোগ জানালেও এতদিন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদও খালি রয়েছে। বিষয়টি শুনেই ওই স্কুলে ছুটে যান বিধায়ক। সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। স্কুলকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। ডা.রাণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, স্কুলে ক্লাসরুমে বাচ্চারা যাতে ঠিকমতো ক্লাস করতে পারে তা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করলাম।

সংহতি মিছিল

কলকাতা, ২৫ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি একত্রিত হয়ে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সংহতি মিছিলের আয়োজন করা হয় জাহার স্থান হয় রামলীলা ময়দান মৌলালি দিয়ে শুরু হয় এবং বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিমুখে শেষ হয়। আজকের এই সংহতি মিছিলের মূলত বিষয় হয় । বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে রাষ্ট্র ও সরকারের মদতপুষ্ঠ সন্ত্রাসী বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্র সমাজের প্রতি সংহতি জানিয়ে আজকের এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীদের উপর বাংলাদেশ সরকারের সন্ত্রাসী আক্রমণ এর বিরুদ্ধে আগামী দিনের ছাত্র লড়াই কে মজবুত করতে নিজের হক এর লড়াই লোড়তে ছাত্র সংগঠন একত্রিত হয়ে আজকের এই সংহতি মিছিল। গোটা ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশ সেনা এবং পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। এই দমন প্রেরণ ও সন্ত্রাসী দেশ জুড়ে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও জনতা শহীদ হয়েছে।

সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান ভিত্তিক মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ শিবির নিমপীঠে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৫ জুলাইঃ সুন্দরবন মধু উৎপাদনে দেশের মধ্যে বড় ভূমিকা গ্রহন করে। আর বাড়িতে মৌমাছি প্রতিপালন করে মধু উৎপাদনে সহায়তা করতে এবার এগিয়ে এলো জয়নগর বিধানসভার নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। গত ১৯ শে জুলাই থেকে ২৫ শে জুলাই পর্যন্ত শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজ্ঞান ভিত্তিক মৌমাছি পালন এর প্রশিক্ষণ। সাত দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ ছাড়াও নদিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর ও উওর ২৪ পরগনা জেলা থেকে ২৫ জন যুবক-যুবতী ও কৃষকেরা অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রশিক্ষনের মূল বিষয় ছিল মৌমাছি পালন করে আয় বৃদ্ধি ও উন্নত পরাগযোগের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই প্রশিক্ষণের সঞ্চালক তথা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৌমাছি পালন বিশেষজ্ঞ ড.প্রবীর কুমার গরাই সুসংহত কৃষি ক্ষেত্রে মৌমাছিদের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন এই শিবিরে।

তিনি বলেন, একজন চাষীর পরিবারে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগলের মতোই অন্তত একটি করে মৌমাছির বাক্স রাখা উচিত। বৃহস্পতিবার সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে মৌমাছি পালনে উৎসাহিত করতে সকলকে একটি করে মৌমাছির বাক্স প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ন্যাশনাল বি বোর্ডের আর্থিক অনুদান ও আইসিএআর-আটারী কোলকাতার যৌথ সহায়তায় এই প্রশিক্ষণটি এখানে রূপায়িত হল। এ দিন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক যুবতীরা এই প্রশিক্ষণের শেষে মৌমাছি পালন শুরু করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেন। এবং তাঁরা চান বাড়িতে সঠিক নিয়ম মেনে এই মৌমাছির প্রতিপালন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ১২৯_২০২৪-২৫, ১৩০_২০২৪-২৫, ১৩১_২০২৪-২৫, ১৩২_২০২৪-২৫, তারিখ ২৪.০৭.২০২৪। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ (ডিইএন/৪/হাওড়া-র আওতাধীনে) কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং ঃ ১২৯_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/৪/হাওড়ার আওতাধীনে এলডব্লুআর-এর ডিস্ট্রেসিং এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৯৯,৭২,৭৮৭.১৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৯৯,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। **ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নং ঃ ১৩০_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/রামপুরহাট-এর অধীনে সিটিআর- এমআরআর-এর ৩য় লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে পাড়ের উন্নয়ন, ঢালের স্থিতিশীলতা, জল নিষ্কাশনের কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,২৮,৭০,৪১৬.৯৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৪,৪০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। **ক্র. নং ৩, ই-টেন্ডার নং ঃ ১৩১_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণ ঃ** বাঁশলই ব্রীজ - বাঁশলই ব্রীজ স্টেশনে একটি নতুন এফওবি (৬ মি চওড়া)-র ব্যবস্থা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৮৫,৩৯,৩৫৬.৭৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৯২,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। **ক্র. নং ৪, ই-টেন্ডার নং ঃ ১৩২_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ বোলপুর শাখায় ০.৯১ মিটার ম্যাসনরি আর্চ ব্রীজ নং ২৭ এবং ১.৮৩ মিটার ম্যাসনরি আর্চ ব্রীজ নং ১৩৭-এর অনুষঙ্গে আরসিসি বক্স-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,২৫,৬৫,১৯৮.৩৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬২,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। দ্রষ্টব্য ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারগুলির ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থের পে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-180/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

হ্যাম রেডিওর চেষ্টায় ১৩ বছর পর বারানসী থেকে জয়নগরে ফিরতে চলছে জয়নগরের এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৫ জুলাইঃ হ্যাম রেডিওর চেষ্টায় নিখোঁজ থাকার ১৩ বছর পর অবশেষে সন্ধান মিললো জয়নগরের এক মহিলার। প্রায় ১৩ বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন জয়নগর থানার বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশীপুর গ্রামের বাসিন্দা মুরশিদা লস্কর। অবশেষে তাঁর খোঁজ মিললো উওর প্রদেশের বারাণসীর পান্ডেপুর মানসিক হাসপাতালেওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে হ্যাম রেডিয়োর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। হ্যাম রেডিয়োর সদস্য পুজা পান্ডে সহ অন্যান্য সদস্যরা বুধবার জয়নগরের মুরশিদার বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বের করেন। শীঘ্রই মুরশিদার পরিবারের লোকজন বারাণসীতে গিয়ে মুরশিদাকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন বলে জানা গেল। হ্যাম রেডিয়োর পশ্চিমবঙ্গ রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বৃহস্পতিবার বলেন, স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ছিলেন মুরশিদা। তিন ছেলেমেয়েকে রেখে প্রায় ১৩ বছর আগে নিখোঁজ

হয়ে যান। নিখোঁজ হবার পরে বাড়ির লোক অনেক খোঁজাখুজি করে না পেয়ে জয়নগর থানায় একটা নিখোঁজের ডায়েরি করেন। কয়েকমাস আগে দিল্লিতে রাস্তার ধারে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দিল্লী পুলিশ। তারাই তাঁকে বারাণসীর ওই হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে এক কন্যা সন্তানের জন্মও দেন তিনি। বর্তমানে ৮ মাসের কন্যা সন্তান সহ সে ওই মানসিক হাসপাতালে আছে। অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস এও বলেন,ওই হাসপাতাল থেকে এ রাজ্যের অনেক কে এর আগে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছি আমরা। সেই সূত্রেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গেযোগাযোগ করেন। মহিলার সঙ্গে কথা বলে জয়নগর, মরিশ্বর হাইস্কুল ও কাশীপুর গ্রামের নাম জানতে পারি। সেই মতো আমরা জয়নগর ১ নং ব্লকের বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানালের সঙ্গে যোগাযোগ করি। উনি ওই গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান সেরিফা বিবি লস্কর ও সদস্য রাজু লস্করের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেন। আর ঘটনাচক্রে ওই পঞ্চায়েত সদস্য রাজু লস্কর আবার মুরশিদার আত্মীয়। ১৩ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে গেছে মুরশিদা । পেশায় টেলর স্বামীর সাথে ১৪ বছর আগে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তখন ওর দুই ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে মেয়েটি। মৃত বাবা শিয়ালদহে ফল বিক্রেতা ছিলেন। এক ভাই সবজি বিক্রেতা অন্য জন ফেরি করে।মা অসুস্থ অবস্থায় ভাইদের কাছে থাকেন। বুধবার ওই পঞ্চায়েত সদস্যর মোবাইলেই ভিডিও কল করে মা, ভাই ও গ্রামের লোকেদের সাথে মুরশিদার কথা বলানো হয় এবং মুরশিদা জয়নগরে ফিরে আসতে চায়। আর তাই মুরশিদার ভাই,ওই পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রামের কয়েক জন বারাণসীতে যাচছে মুরশিদাকে ফিরিয়ে আনতে।

ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন উলুবেড়িয়ায় নতুন মসজিদের

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৫ জুলাই ঃ বাইতুর রব জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন ও নব্য হাজীদের নিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়ার মজলিস। বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়ার রনমহলে বাইতুর রব জামে মসজিদ নামে একটি নতুন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হলো, খাদিমুল হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও রনমহল ফাতিমাতুযযাহারা বালিকা মাদ্রাসা একাডেমীর উদ্যোগে ২০২৪ শে যারা নতুন হজ করার পর দেশে ফিরেছেন এরকম শতাধিক হাজীদের নিয়ে হজ পরবর্তী জীবন বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে ১৭৫০ বর্গফুট জায়গার উপর আধুনিক মানের মসজিদের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পীরের কামেল আলহাজ্ব আবুল হাসান সাহেব (বর্ধমান),রাজ্য হজ কমিটির বিশেষ প্রশিক্ষক মুফতি মুজিবুর রহমান, আলহাজ্ব লিয়াকত আলী মল্লিক, আলহাজ্ব বাউজুল হোসেন,মৌলানা ডঃ উবায়দুল রহমান, মসজিদের জন্য জমিদাতা জাকির হোসেন মল্লিক (মিঠু), খলিল মল্লিক,মহ ওহিদুল্লা,মহ সহিদুল্লা প্রমুখ।

আজ ফোর্ট উইলিয়ামে ১৩৩তম ডুরান্ড কাপের সাংবাদিক সম্মেলনের পর ডুরান্ড কাপ নিয়ে ফটোসেশনে মাননীয় ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ডুরান্ড কাপ অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর সি শ্রীকান্ত,ভিএসএম, ডুরান্ড কাপ অর্গানাইজিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আর এ মোগে, ভিএসএম, রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রী রাজেশ সিনহা।

জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ২৫ জুলাই ঃ আজ হরিপাল ব্লকের অন্তর্গত বাসুদেবপুর বিদ্যা মন্দিরে (উঃমা), হরিপাল ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উক্ত স্কুলের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফাল্গুনী মন্ডলের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রাণীর আঁচড় এবং কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে এই জলাতঙ্ক রোগের বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এক বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা এই সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করে। যেখানে নাটকের মাধ্যম দিয়ে এই জলাতঙ্ক রোগের বিষয়ে কি করনীয় তা তুলে ধরা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা এই পাঠ পেয়ে খুবই খুশি এবং আনন্দিত। বিদ্যালয়ের সভাপতি স্বরূপ মিত্র জানান এরকম উদ্যোগে সমাজের সমস্ত মানুষ উপকৃত হবেন। বিশেষ করে বাচ্চাদের অনেক সময় কুকুর বা বিড়ালে কামড়ালে ভয়ে বাড়িতে বলে না এবং ভবিষ্যতে তা বড় বিপদের দিকে এগিয়ে যায়। তাই এই শিবিরের মাধ্যম দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কি করনীয় তা তাঁদের অভিভাবকদের জানাতে পারবে। অভিভাবকরা জানিয়েছেন জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে এই শিবির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটি সকল মানুষের বিশেষভাবে উপকারে আসবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply)_Project, KMC** invites e-tender for the following works:–(Submission of Bid through online)
1. NIT No.: **KMC/WS/PROJECT/36/2024-25**
Name of work: **Installation of 450 mm diameter washout valve with chamber on 1100 mm diameter Trunk main near Avisikta More.** Estimated Amount: ₹ **2,90,312.00**. Earnest Money: ₹ **5,850.00**. Time of Completion : **15 Days**.
2. NIT No.: **KMC/WS/PROJECT/35/2024-25**
Name of work:**Supplying, fitting and fixing of floor tiles inside Pump House of Shitalakhola CBPS.** Estimated Amount: ₹ **2,88,575.00**. Earnest Money: ₹ **5,800.00**. Time of Completion : **12 Days**.
3. NIT No.: **KMC/WS/PROJECT/34/2024-25**
Name of work: **Construction of concrete chamber for filter bed common inlet channel under Filter House No.-3 inside Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: ₹ **2,90,226.00**. Earnest Money: ₹ **5,850.00**. Time of Completion : **15 Days**. Last Date and Time of Online Submission of Tender: **10.08.2024 at 05.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). For full and further details, please visit the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3). Please keep watching on the above website for all further Addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason(for Sl. No. 1 to 3).

Executive Engineer/WS(ARSM SQ.BPS), KMC invites tender online in two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/WS/ARSM/24/2024-25**
Name of work: **Improvement by masonry work by removal of damages and protective painting inside labour quarter no.-A2 at RSM sq. BPS.** Estimated Amount: ₹ **1,35,177.00**. Earnest Money: ₹ **2,750.00**. Period of Completion : **25 Days**. Last date and time of submission of Bid: **05.08.2024 at 2.00 p.m.** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

The **Executive Engineer (O&M-III), GRWW, KMC** invites e-tender for the following work :–
NIT No.: **EE/O-M-III/20OF2024-25/07**
Name of work: **Renovation of drainage gate valve for Filter bed No.-14 with allied works under WTP-I, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,87,265.00**. Earnest Money: ₹ **5,746.00**. Period of Completion: **14 Days**. Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **12.08.2024 at 02.00 p.m./14.08.2024 at 02.00 p.m.** The bid forms and others details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**.

Executive Engineer/WS/Central, KMC invites e-tender for the following works (submission of bid through online) :–
1. NIT No.: **KMC/EE/WS/C/MAN/35/1/2024-25**
Name of the work:**Development of filter water supply by replacing existing old and worn out 100 mm dia F.W. Service Main and Allied works at 132A/1L, Raja Rajendralal Mitra Road, 26 Haramohan Ghosh Lane and their surrounding areas under Ward No.-35.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,80,845.25**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of online submission of bid: **10.08.2024 at 12.00 noon**. Tender will be opened on:**12.08.2024 at 12.00 noon.**
2. NIT No.: **KMC/EE/WS/C/MAN/13/2/2024-2025**
Name of the work:**Restoration of F.W. Supply at 143 Bidhannagar Road and its surrounding areas by replacing 100 mm dia service main in Ward No.-13.** Estimated Cost: ₹ **4,99,691.83**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of online submission of bid: **06.08.2024 at 3.00 p.m.** Tender will be opened on:**09.08.2024 at 11.00 a.m.** The bid forms and others details will be available on and from **27.07.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No.1 & 2).

The **Executive Engineer (W/S), S.S. Unit, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-128/03/24-25 (1st Call)**
Name of the work: **Installation of Scour valve on 600 mm dia F/W Reserve main pipe near 20A Benimaster LN in Ward No.-128 (Br.-XIV).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,36,306.19**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **7 Days**.
2. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-127/03/24-25 (1st Call)**
Name of the work: **Expansion of Pipeline Network by laying of 100 mm dia D.I. Pipe at Kasta Danga Link Road from Gitanjali Club to H/No. 26/11/4 in Ward No.-127 (Br.-XIV).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,39,044.57**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date of submission of bid: **08.08.2024 (upto 4.00 p.m)** (for Sl. No.1 & 2). Tender will be opened on:**10.08.2024 (at 4.00 p.m.)** (for Sl. No.1 & 2). The bid forms and others details are available on & from **29.07.2024 at 4.00 p.m.** (for Sl. No.1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No.1 & 2).

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following work :–
NIT No.: **KMC/WS/W77-50/T-19/24-25**
Name of work: **Jacketing of the Damaged Portion of Existing 450 mm dia U.F.W. C.I. Main near 44 D.H. Road in Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **1,95,493.00**. Earnest Money: ₹ **3,950.00**. Period of Completion: **05 Days**. Last date of receipt/opening of Tender (online): **07.08.2024 at 11.00 a.m./09.08.2024 at 11.00 a.m.** The bid forms and others details are available from the website **https://wbtenders.gov.in**.

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/BDPS/MH-01/24-25 Published in this Newspaper on **23.07.2024** (Key No. **263/24-25**) of Sewerage and Drainage Department. tender invites D.G.(S_D) (Sl. No. 2) Late date and time submission of bid will be read as **05.08.2024** upto 5 p.m. instead of 31.07.2024 upto 5 p.m.

291/24-25

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ শ্রাবণ, ১৪৩১

কেন বাংলার সঙ্গীত জাগছে না ?

প্রতি মাসে গড়ে ৪৫টি করে গানের সুর। ১৯৪৬ সালে ৩৭ হাজার টাকা আয়কর দিয়েছেন। যিনি গাড়ি ছাড়া পা রাখেননি কলকাতার রাস্তায়; সেই কমল দাশগুপ্ত। অবশেষে ঢাকায় খুললেন এক মুদিখানা। সত্যি ভালোবাসা তাঁকে 'ভিখারি'করেছে। গীতিকার মোহিনী চৌধুরী লিখেছিলেন 'ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে'। আর কমল দাশগুপ্তের সুরে সেই গান পরিবেশন করেছিলেন জগন্ময় মিত্র। কিন্তু সেই একটি পঙক্তি যে সুরকারের জীবনের শিরোনাম হয়ে থেকে যাবে, সেটা তখন আন্দাজ করা যায়নি। তখন অবশ্য কমল দাশগুপ্ত কলকাতা কাঁপাচ্ছেন। শুধুই কলকাতা কেন, সারা দেশেই তাঁর মতো সুরকার হাতে গোনা কয়েকজনই আছেন। কিন্তু এসবের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল এক একাকী কমল দাশগুপ্ত। নিজের শিক্ষার্থীদের শিল্পী যূথিকার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন আগেই। তার উপরে আছে সংসারের ভার। বাবা এবং দাদাকে হারিয়ে তাঁর কাঁধেই দায়িত্ব মা, ভাই এবং তিন বোনের। তবে মা এবং ভাইও বেশিদিন বাঁচলেন না। পরপর এই দুই মৃত্যু বেশ বিচলিত করেছিল কমলকে। আর ঠিক তখনই এসে হাত ধরল সেই প্রেম। যার টানে সুরের মহারাজা কমল দাশগুপ্ত হলেন পথের ভিখারি। সালটা ১৯৫৫। প্রায় এক যুগ পর দেখা হল দুজনের। কমল দাশগুপ্ত এবং ফিরোজা বেগম। ফিরোজা তখন কলকাতায় তাঁর দিদির বাড়িতে চরম অত্যাচারের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অন্যদিকে কমল দাশগুপ্তের জীবনেও প্রয়োজন ছিল একটি নিশ্চিত আশ্রয়। আর এভাবেই জন্ম নিল এক প্রেমের রূপকথা। দুজনের ধর্ম আলাদা। তাছাড়া ফিরোজার থেকে ঠিক ১৮ বছরের বড় কমল। কিন্তু এসব কোনো কিছুই তাঁদের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। কমলের বয়স তখন ৪৩। বিবাহের পর দুজনে ঘর বাঁধলেন পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। বিবাহের ঠিক ৪ বছরের মাথায় ধর্ম পরিবর্তন করলেন কমল। তখন তাঁর পরিচয় হল কামাল। আর ততদিনে কেরিয়ারের উর্ধ্বগামী গ্রাফ একেবারেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। কলকাতা যেন আর তাঁকে চায় না। সঙ্গীতের জগতে এসে গিয়েছেন অনেক নতুন মুখ। অবশ্য বেশির ভাগ সুরকারকেই নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত। কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে খানিকটা অনুজ্ঞা মিশে থাকবে, এটা যে সহ্য হয় না। তাছাড়া নাথ ব্যাঙ্ক ভরাডুবি হওয়ায় সমস্ত সঞ্চয়ও খুইয়েছেন। অন্যদিকে ফিরোজার তখন গগনচুম্বী খ্যাতি। কমল ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছেন ফিরোজার খ্যাতির আড়ালে। ১৯৬৭ সালে সপরিবারে সীমানার ওপারে পাড়ি দিলেন কমল দাশগুপ্ত। পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু ঢাকা শহরেও কোনোরকম অভ্যর্থনা পেলেন না তিনি। পরবর্তী জীবন কাটতে লাগল অভাব আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে। যে কমল দাশগুপ্ত ১৯৪৬ সালে ৩৭ হাজার টাকা আয়কর দিয়েছেন, গাড়ি ছাড়া পা রাখেননি কলকাতার রাস্তায়; সেই কমল অবশেষে ঢাকায় খুললেন একটি মুদিখানার দোকান। বাংলার খ্যাতনামা সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করেছে।

অভিনেতা ছবি বিশ্বাস

'ফিরিয়ে দাও আমার সেই বারোটি বছর, ক্যান আই টক টু রিনা ব্রাউন'! লেকিন খোঁকি তুমি হামাকে ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে না, সুদখোরের টাকায় আমার একমাত্র ছেলের উপনয়ন হতে পারে না তারাপ্রসন্ন! মনে রাখব? কেন মনে রাখব? ওর বিশেষত্বটা কি? আইন মিথ্যা, আদালত মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা অথবা 'অভাব যখন ঘরে ঢোকে ভালবাসা তখন জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়' এমন হৃদয় ছোঁয়া বিখ্যাত সংলাপগুলো যার মুখ থেকে বেরুতো তিনি আর কেউ নন। সেকালের বাংলা ছবির দাপুটে ও দাম্ভিক পিতার চরিত্রে রূপদানকারী অনন্য অভিনেতা ছবিত্তবিশ্বাস।

ছবি বিশ্বাসের একটি বৈশিষ্ট্য যে তিনি আদ্যপান্ত নাগরিক, অর্থাৎ আরবান। পঞ্চাশের দশকে শহর কলকাতায় বিলিতি কেতাদুরস্ত বঙ্গীয় অভিজাতকুল কেমন ছিলেন, তার একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ছবি বিশ্বাস অভিনীত বিভিন্ন চরিত্র। স্যুট-টাই এবং ধুতি-পাঞ্জাবি, দু'টি বেশেই তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার একটি চেহারাকে ধরে রেখেছেন। একই সঙ্গে একই শরীরে তিনি বহন করেছেন একটি বিলুপ্ত হয়ে আসা সময়ের দু'রকম ছবি। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল শচীন্দ্রনাথ। জন্ম জুলাই ১৯০০ সালে। তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'জলসাঘর', 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এবং তপন সিংহের পরিচালনায় 'কাবুলিওয়ালা' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তিনি বহু বাণিজ্য সফল চলচ্চিত্রে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি মঞ্চাভিনয়েও বিখ্যাত ছিলেন। সমাজ, ধাত্রীপান্না, মীরকাশিম, দুইপুরুষ, বিজয়া প্রভৃতি নাটকে ছিল তার উল্লেখযোগ্য অভিনয়। অভিনয় ছাড়াও তিনি ১৯৪৪ সালে 'প্রতিকার' এবং ১৯৪৯ সালে 'যার যেথা ঘর' নামক ছবি দু'টির পরিচালকও বটে। তবে পরিচালক হিসেবে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তাঁর পিতার নাম ভূপতিনাথ। ছবি বিশ্বাসের পরিবার ছিল কলকাতা নিবাসী। যাত্রা ও থিয়েটারে বরাবরই উৎসাহ ছিল ছবি বিশ্বাসের। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় অ্যামেচার থিয়েটার করেছেন শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্রের মতো বড় বড় অভিনেতার সঙ্গে। ১৯৩৮ সাল থেকে তিনি পেশাদার হিসেবে নাট্যনিকেতনে যোগ দেন। অ্যামেচার নাটক দিয়ে জীবন শুরু করলেও পেশাদারি রঙ্গমঞ্চেও তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ছবি বিশ্বাস পেশাদার অভিনেতা হিসেবে চিত্রজগতে এসেছেন অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে। ১৯৩৬ সালে 'অন্নপূর্ণার মন্দির' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে তার পদার্পণ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

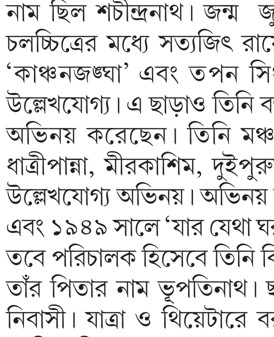

কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়ে ছিলেন। আর আজকে ভারত বাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে শক্তিশালী হবে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

রবীন্দ্র কুমার শীল

বহুবাজারের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবছরে ১৪৯ বর্ষে পদার্পণ করলো। এই সংস্থার সঙ্গে জাতীয় সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একাগ্র বিশ্বাস নিয়ে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫), মনমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬), বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫০-১৯৩২), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮) রজনী কান্ত সেন (১৮৪৯-১৯০০) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) প্রমুখ যুক্ত ছিলেন। ইনারাই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠাতাদের প্রাণপুরুষ। মাত্র সত্তর জন্য সভ্যদের নিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। প্রথমে দেখা দিয়েছিল জনমত প্রচারের মুখপত্র হিসাবে। রাজনৈতিক চেতনা এবং সংস্কৃতি শিক্ষা বিতরণের উৎসকেন্দ্র হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত হতে থাকে। তারপর থেকে বহুমুখী কর্মযজ্ঞে জড়িয়ে পড়তে শুরু করলো এই প্রতিষ্ঠান। সিভিল পরীক্ষার্থীদের বয়স কমিয়ে একুশ থেকে উনিশে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন লর্ড সেলিসবেরি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে প্রথম প্রতিবাদ সভা বসেছিল টাউন হলে। ১৮৭৯-৮০ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে খ্যাতনামা বাগ্মী লালমোহন ঘোষ (১৮৪৯-১৯০৯) স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। সেখানে প্রেস অ্যাক্ট, ইলবার্ট বিল, ভারতীয় জুরি নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে এবং সে দেশের জনগণের সমানে ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে ছিলেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স এর প্রথম নিয়ামক ছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৮৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় প্রথম জাতীয় অধিবেশন বসে অ্যালবার্ট হলে। মুম্বই, চেন্নাই এবং সমগ্র উত্তর ভারত থেকে প্রতিনিধিরা এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতপ্রেমী উইলফ্রেড গ্র্যান্ট, সিমুডকি প্রমুখ ইংরেজ এই সভায় যোগদান করেছিলেন। কলেজ স্ট্রিটের ভাঙা বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে। আজকে যেখানে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সেটা আগে ছিল এক ফিরিঙ্গি মহিলার বাড়ি। সেই বাড়ি ক্রয় করলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০১ সালে। ক্রয় করার সময়ে দেখতে পাওয়া গেল যে আরও পনেরো হাজার টাকার প্রয়োজন রয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ ভিজিয়ানার মহারাজাকে দুই হাজার টাকা পাঠানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু মহারাজা পুরো পনেরো হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। ১৯০৭ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় বরিশালে 'বাংলা প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অধিবেশন থেকে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানার সংকল্প গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব

উপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, আব্দুল রসুল প্রমুখ। সেদিন এই শোভাযাত্রার ওপরে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। অ্যাসোসিয়েশনের ছোট বাড়ি ভেঙে ১৯১৫ সালে বড় প্রসাদ আকারে বাড়ি নির্মিত করা হয়েছিল। অম্বিকাচরণ মজুমদারকে (১৮৫১-১৯২২) পাশে দাঁড় করিয়ে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন-" এই প্রতিষ্ঠান যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই জীবিত আছি এখনও। এমনদিন খুব সুদূর নয়, যেদিন আমিও তাঁদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে মিলিত হব যেখানের থেকে কোনওদিন কেউ আর ফিরে আসে না ..। আমার কাছে এ এক অভূতপূর্ব আনন্দের ব্যাপার যে আমরা এমন একটা অপরূপ বাড়ি নিজেদের জন্য পেয়েছি।" আজকে সেই হেরিজেট বাড়িটি বিপন্ন হতে শুরু করে দিয়েছে। একে রক্ষা করা প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য।

১৮৭৫ সলে বিলাত থেকে ফিরে তৈরি করলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ২৬ জুলাই ১৮৭৬ সালে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাইসে)। এই কফি হাউসে কলকাতার মেডিকেল কলেজের ক্লাস হয়েছে। এখানেই কবি নজরুলকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্ল রায়, সুভাষ চন্দ্র বোস। তখন নাম ছিল অ্যালবার্ট হল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনর প্রথম সভা হয়েছিল এই অ্যালবার্ট হলেই। উপস্থিত ছিলেন বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বিশ্বাস, মনমোহন ঘোষ, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীসহ আরও অনেকে। প্রথম সভাতেই প্রায় ৭০০-৮০০ জন শ্রোতা উপস্থিত হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কেন প্রতিষ্ঠা করা হল তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বিভিন্ন বক্তারা। তাঁরা বলেছিলেন দেশবাসীকে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি দিতেই এই সংস্থাটি নির্মাণ করা হয়েছে। সমগ্র ভারতবাসীকে একত্রিত করাই হল এই সংস্থার মূল কাজ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সব রাজ্যে একটি করে শাখা গড়ে তোলার খুবই প্রয়োজন রয়েছে আজকে। কারণ আজকে ভারতের যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে ভারতবাসীরা এক না হতে পারলে আগামী দিনে ভারতকে রক্ষা করাটা একেবারে অসম্ভব হবে। যে চিন্তা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর যে চিন্তা করে দিয়েছিলেন সেটাই আজকে বাস্তবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে না পারলে কিন্তু ভারত আবার বিদেশি শক্তির দ্বারা পদানত হয়ে বেশি সময় নেবে না। সেই কারণে এখনই উচিত কাজ হচ্ছে প্রতিটি রাজ্যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র ভারতবাসীকে এক করা এবং জাতীয় জাগরণ মঞ্চ তৈরি করা। ১৮৯০ সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে বিলাত সফরে গেলেন। ১৯০৯ সালে তিনি বিলাতের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই সময়ে সুরেন্দ্র নাথ সম্পর্কে বিলাতের পণ্ডিত হিউম তাঁর একটি প্রকাশিত প্রবন্ধে "Inida, 1893" লিখছেন, "Mr. Surendranath , the greatest of our Indian orators, was many years ago recognized by his tutors in England"। ১৬ আক্টোবর ১৯05 সালে বঙ্গভঙ্গ হল। সেই সময়ে হিন্দু মুসলমান রাখি বন্ধন এবং অরন্ধন পালন করে বঙ্গভঙ্গ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় রাখতে একটি ভবন তৈরি করার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সবাই এগিয়ে এলেন। তারাকনাথ পালিত, ভগিনী নিবেদিতা বাদ গেলেন না। তারা সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। সমবেতভাবে সবাই 'বন্দেমাতরম' গান গেয়ে রাখি বন্ধন করলেন। আনন্দমোহন বোস খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি অসুস্থ থাকলেও ডাক্তারদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে ফেডারেশন হলে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রেখেছিলেন। ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তরকালে প্রোক্লামেশন পাঠ করেছিলেন ইংরেজিতে আশুতোষ চৌধুরী। পরে সেটাকে বাংলার অনুবাদ পাঠ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-"Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bangalee nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province, and manintain the integrity of our race. So God help us.'-A.M.Bose" জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রে জনক হচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা কিন্তু কেউই বলতে গেলে জানে না। রাষ্ট্রগুরু কাকে বলে তার কোনও ব্যাখ্যা বর্তমান প্রজন্ম দিতে পারবে না। তাদের জাতীয় চেতনার বড় অভাব। সেই অভাব দূর করতে না পারলে ভারত মহান করা খুবই মুশকিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন ভারতকে স্বাধীন করতে গেলে ভারতবাসীদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নাহলে কিন্তু ভারতকে স্বাধীন করা খুবই মুশকিল। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি লিখে ফেললেন- 'এ নেশন ইন মেকিং'। জাতীয় চেতনার ভিত্তি তিনি স্থাপন করে গেলেন। তিনি যেভাবে সাহস নিয়ে এক একটি জাতীয় চিন্তাধারাকে কার্যকর করতে শুরু করেছিলেন তাতে ব্রিটিশ সরকার কোনও কিছুই বলতে পারেনি। তিনি আবার সংবাদপত্রে সম্পাদক ছিলেন। 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকা তখন বাংলার জনগণকে জাগ্রত করতে শুরু করে দিয়েছে। অক্লান্ত কর্মবীর ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কর্ম প্রেরণা এক সময়ে দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের স্বদেশে রয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করতো এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যাঁরা সংবিধান স্বাধীনতা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বইটি উৎসর্গ করেছেন-'এ নেশন ইন মেকিং'। বইটি তাঁর আত্মজীবনী হলেও এটি একটি ইতিহাসের দলিল হয়ে গিয়েছে। কীভাবে ভারত রাষ্ট্র তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে তার বিবরণ পাওয়া যাবে এই বইটি পাঠ করলে। ভারতকে রাষ্ট্রে পরিণত করতে গেলে কী কী দরকার তারও ব্যাখ্যা রয়েছে। রয়েছে রাষ্ট্রগুরুর কর্মধারা। রাষ্ট্রগুরু বারবার ভারতকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন শিক্ষা গ্রহণ কালে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারই বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আমরা অবাক হয়ে যাই যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতরে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বইটি এক সযে বই বাজারে দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। পাওয়াই যাচ্ছিল না। অথচ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল দলিল হল এই বইটি। এই অমূল্য বইটি প্রকাশ করলো ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। আর্থিক কষ্টা থাকলেও বইটি প্রকাশ করে গবেষকদের এবং স্বাধীনতাকামী মানুষদের বহু উপাকার করা হয়েছে এটা বলতেই হবে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুরুতেই তিনি বইটি সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন -"I have for some time been thinking of writing the Reminiscences of my life. I have been encouraged in the idea by the some of my friends, who think (and I share their view) that they may throw light on some of the most interesting capters in our currents history and help to elucidate them from the Indian standpoint. I belong to a generation that is fast passing away; and I have been in close touch, and I may add in active associaion with some of its most illustrious men, devoted workers in the public cause, who by their labours have largely contributed to our own Province and foster the beginnings of the real national life throuughout the country" বইটি ব্যাখ্যা এবং বিশেষণ করেছেন মাত্র কয়েকটি কথায়। কেন তিনি এই ধরনের বই লিখতে গেলেন তার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভারতের নাগরিকেরা স্বাধীনতা নিয়ে চিৎকার করছে বটে। কিন্তু তাদের তখনও স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনও ধারনা তৈরি হয়নি। সেই কারণে তিনি চিন্তা করলেন এমন একটি বই রচনা করবেন যা স্বাধীনতা কামী মানুষদের কাছে হাতিয়ার হয়ে থাকবে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসো সিয়েশনের সভাপতি অনিল কুমার রায় বইটির সম্পর্কে লিখেছেন। . বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র দোলই। তিনি লিখেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ঋষি মহেন্দ্রনাথ দত্ত

মধুশ্রী সিনহা

স্বামীজীর মেজভাই ছিলেন শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত। তাঁর জন্মের পর দেড়শো বছর কেটে গিয়েছে। অনন্য এই ঋষি সুলভ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনেক সভা হচ্ছে। আমিও ওনার লেখার একজন বিশেষ অনুরাগী। ওনার লেখা অনুধ্যান, তা সে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী যে বইই হোক না কেন যেন মনে হয় চরিত্রগুলো চোখের সামনে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

আমি ওনার আরো একটা বই পড়তে খুব ভালোবাসি সেটার নাম সাধু চতুষ্টয়। বইটা যে কতবার পড়েছি বিশেষ করে মথুরা দাসের জীবন অনুধ্যান।

বইটা উনি গৌরীমার সারদেশ্বরী আশ্রমে সব সত্ত্ব দিয়ে যান। বইটা প্রথম ভোলা গিরি মহারাজের এক শিষ্য, প্রবীণ সন্ন্যাসী আমার মাকে পড়তে দিয়েছিলেন। মাকে বলেছিলেন "মশাই (উনি সব মেয়েদেরই বলতেন মশাই) বইটা যার লেখা উনি সাধু নন সাধুর পিতা।

কাজের ভিড়ে ইদানিং ওনার দেড়শো বছরের জন্মদিনের কথা মনেই ছিল না। এই দুদিন আগে একটা বেল আইকন দিয়ে ইউ টিউবের একটা লেকচার শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তর ওপর আসতে হঠাৎ স্মৃতির অতল থেকে একটা ঘটনা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বোধ হয় ইংরেজির ১৯৯৫ সাল হবে বছরটা একদম ঠিক মনে নেই হয়তো একবছর এধার -ওধার হলেও হতে পারে, গড়িয়া বিবাদী বাগ মিনিবাস টার্মিনাস থেকে একটা বাসে উঠে সামনের সিটে বসার জায়গা পেলাম। জানলার দিকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে। আমি বাস ছাড়ার অপেক্ষা না করে সাধু চতুষ্টয় বইটা বার করে পড়তে শুরু করলাম কারণ থিয়েটার রোড যেতে প্রায় সওয়া এক ঘন্টা লেগে যেত গড়িয়া থেকে। নিবিষ্ট মনে পড়ছি পাশ থেকে ভদ্রলোক বলে উঠলেন "আচ্ছা যে বইটা পড়ছেন সেটা কার লেখা খেয়াল করেছেন ?" আমি ও উত্তর দিলাম 'হ্যাঁ, শ্রী মহেন্দ্র নাথ দত্ত। ভদ্রলোক বলে যেতে থাকলেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি তো একেবারে নতুন ওনাকে চিনবো কেমন করে ?" মহারাজ

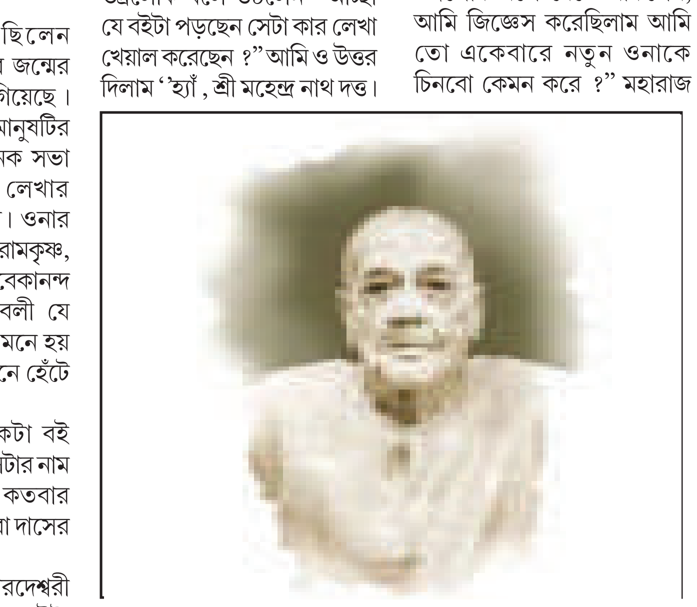

উনি বললেন "উনি কে ছিলেন জানেন?" আমি বললাম "স্বামীজীর পরের ভাই।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, জানেন আপনি বইটা পড়ছেন দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না।আমি না, ওনাকে ভীষণ কাছ থেকে দেখেছি, ভীষণ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি। উনি আমার ভীষণ আপনার ছিলেন। এতক্ষণ আমি বই থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আমি বিস্ময়ে হতবাক। তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক মোটা চশমার ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি হাসছেন কিন্তু মনটা বোধহয় দূর কোনো রাজ্যে বিচরণ করছে।

নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন, ঢাকা থেকে সবে কলকাতায় এসেছি কলেজে ভর্তি হবো বলে তখন এদেশে আমার পরিচিত কেউ ছিল না। আমি বেলুড় মঠে যেতে একজন মহারাজের সাথে আলাপ হলো, তিনি বললেন, তা বাবা তুমি তো সিমলা স্ট্রিটের কাছেই মেসে থাকো ওখানে স্বামীজীর মেজভাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত থাকেন ওনাকে সবাই দাদু বলে। দেখো উনি তোমাকে আপনার লোকের মতোই ভালোবাসবেন। উত্তর দিলেন, সব তারাদের মধ্যে চাঁদকে চিনে নিতে যেমন অসুবিধে হয় না তেমনি ওনার চেহারা এমন যে অপরিচিত কোনো ব্যক্তিরও চিনে নিতে অসুবিধে হবে না। ওখানে পাড়ার মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে ওখানে সকালে বসে থাকবে উনি সকালে হাঁটতে বেড়ান। ঠিক চিনে নিতে পারবে।

ভদ্রলোক বলে যেতে থাকলেন। আমি সেই মতো পরের দিনই ওই চায়ের দোকানে গিয়ে বসে আছি। চায়ের দোকানের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস ও করে ফেললাম, উনিও একই উত্তর দিলেন সকালে উনি হাঁটতে বেড়ান, দেখলেই চিনতে পারবেনন্তু। আসতে আসতে চায়ের দোকানেও ভিড় জমতে শুরু করেছে। আমি বসেই আছি। হালকা ঠান্ডা ও পড়েছে। হঠাৎ দেখি ফর্সা টুকটুকে, লম্বা, বেশ মোটা একজন মানুষ হেঁটে এইদিকেই আসছেন হাফ হাতা ফতুয়া, পেটের কাছের বোতামগুলো খোলা, হাঁটু অবধি ধুতি, মন বললো ঐযে- ঐযে তিনি আসছেন।যেন মনে হলো এতদিন যে ছিলেম বসে পথ চেয়ে, আর কাল গুনে দেখা পেলেম ফাল্গুনে। আমি দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "আপনি কি দাদু মানে মহেন্দ্রনাথ দত্ত?" উনি বললেন "হ্যাঁ ! কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না হে" আমি প্রণাম করলাম এইবার দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুরু হল। বললাম বেলুড়ের মহা রাজের কথা। আমার এখানে পরিচিত কেউ নেই তাও জানালাম।

বাড়ি অবধি পৌঁছে গেলাম উনি দোতলায় ওনার ঘরে নিয়ে গেলেন কিছু কথা হলো। বললেন 'মাঝে মাঝে এস'

এরপর থেকে কলেজের পর মাঝে মাঝেই চলে যেতাম দাদুর কাছে কোনো সংকোচ নেই। একেবারে নিজের দাদু কত কথা কত ইয়ার্কি আবার কখনো সিরিয়াস কথা সেগুলো সব বুঝতামও না। আমার টাকার তখন বড়ো কষ্ট, দেশ থেকে ঠিকমতো টাকা আসতো না। দাদু বলতেন তুইও ফকির আমিও ফকিরদ। একদিন দাদুর কাছে যাওয়াতে দাদু বললেন ওই রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকান থেকে একটু চা খাওয়াতে পড়িস ?

আমি বললাম ত আমার কাছেও পয়সা নেই আপনার কাছেও নেই কি করে চা আনব? দাদু বললেন, দেখনা তোর পকেটে নিশ্চয় পাবি। আমি বললাম,এই কাচা প্যান্টটা পড়ে এসেছি এর পকেটটা উল্টো করে শুকোতে দিয়েছিলাম এক পয়সাও নেই কোথা থেকে চা আনব ? উনি বললেন পকেটে হাত দিয়ে দ্যাখ চারআনা পাবি। আমি তর্ক করতে লাগলাম বলছি না পকেটটা উল্টো করে প্যান্টটা শুকোতে দিয়েছিলাম একটা আনাও নেই। কিন্তু ওনার পীড়াপীড়িতে পকেটে হাত দিয়ে দেখতেই হল।আমি বিস্ময়ে হতবাক ! সত্যিতো পকেটে একটা চার আনা আমি স্তম্ভিত কথা বলার অবস্থায় নেই। কোথা থেকে এল এই চার আনা। আমার পকেট তো ফাঁকা গড়ের মাঠ ছিল। দুজনের জন্য দু'কাপ চা নিয়ে এলাম। ভদ্রলোক বলে চলেছেন, এর পরে আরও ঘটনা আছে যা শুনলে সবাই অবাক হবে।

সম্পাদক সমীপেষু

স্বাধীনতা সংগ্রামী বালগঙ্গাধর তিলক

জ্বালাময়ী ভাষায় যিনি ঘুমন্ত ভারতবাসীদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনিই বালগঙ্গাধর তিলক।

বালগঙ্গাধর তিলক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণিয় ব্যক্তিত্ব। তার সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল ব্রিটিশ শোষণের হাত থেকে সমস্ত দেশবাসীকে রক্ষা করা। জন্ম সূত্রে মারাঠা হলেও তিনি সমস্ত দেশবাসীর কথা চিন্তা করেন।

১৮৫৬ সালের ২৩শে জুলাই মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে চিতপাবন ব্রাহ্মণ বংশে তিলকের জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং গণিতে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি অন্যায় অবিচার একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। সত্যের প্রতি ছিলেন অবিচল। তিলক ছিলেন ভারতের যুবকদের মধ্যে প্রথম প্রজন্ম যাঁরা আধুনিক কলেজ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক এর পিতার নাম ছিল গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক।

বালগঙ্গাধর তিলক তার কর্মজীবন শুরু হয় গণিতের শিক্ষকতার মাধ্যমে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি' ভারতীয় যুবকদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য। এর পরের বছরই তিনি দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতে শুরু করলেন, 'কেশরী' যেটি মারাঠি ভাষায় মুদ্রিত হত এবং 'মারাঠা' যার ভাষা ছিল ইংরেজী। তাঁর পত্রিকায় তিনি দেশের মানুষের প্রকৃত দুরবস্থার স্পষ্ট চিত্র এঁকেছিলেন। জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি ঘুমন্ত ভারতবাসীদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দুটি পত্রিকাই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বালগঙ্গাধর তিলকের রাজনৈতিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন ১৮৯০ সালে। এছাড়াও তিনি পুণে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং বম্বে বিধানমণ্ডলের সদস্য ছিলেন এবং তিনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন।

সমাজসংস্কারমূলক কাজেও তাঁর মহৎ ভূমিকা ছিল। তিনি বাল্যবিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে ছিলেন। গণপতি উৎসব এবং শিবাজীর জন্মোৎসব পালনের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষকে একত্র করতে চেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে সরলা দেবী চৌধুরাণীর প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব, দুর্গা পুজোয় বীরাষ্টমী উৎসব, লাঠি খেলা, অসি চালনা প্রভৃতি মারাঠাদেরই অবদান। কারণ, সরলা দেবীর মামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বোম্বাই প্রদেশে জেলা জজ তখন তিনি তাঁর মামার কাছে গিয়েছিলেন এবং সম্ভবত ১৮৯২ সালে মারাঠাদের নতুন জাতীয়তা বাদী আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

বালগঙ্গাধর তিলক মারাঠা সিংহর সম্বন্ধে। ১৮৯৭ সালে তিলকের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার অভিযোগ করেন যে তিলক জনগণের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব জাগিয়ে তুলছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এবং আইন ও শান্তি ভঙ্গ করছেন। এই অভিযোগে বালগঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করেন এবং জেলবন্দী হন দেড় বছরের জন্য। ১৮৯৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিলক স্বদেশী আন্দোলন শুরু করেন। সংবাদপত্র এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তিলক মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে স্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন এমনকি তাঁর বাড়ির সামনে স্বদেশী জিনিসের বাজারও খোলা হয়।

বালগঙ্গাধর তিলক ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে অন্য দিকে বাঁক নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। **-রমেন পাল**

কচুরিপানা ব্যবহার করে বিকল্প শিল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায় শিলমোহর বিশ্বভারতীর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৫ জুলাই ঃ কবির আশ্রম স্বীকৃতি দিল কচুরিপানা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিকল্প শিল্প ভাবনাকে। চিরাচরিত চর্ম শিল্প থেকে উদ্ভাবনী নতুন কিছু করার কথা বলে থাকেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। প্রথাগত চিরাচরিত চর্ম শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ জলজ প্রাণী থেকে পরিবেশ দূষিত করে। সেই ভাবনা থেকে মুখ্যমন্ত্রী কচুরিপানা থেকে বিকল্প শিল্প ভাবনার কথা বলেন। সেই ভাবনার কদর বিরোধী রাজনীতির কারবারিরা না দিলেও, মুখ্যমন্ত্রীর সেই শিল্প ভাবনাকেই শিলমোহর দিল শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতীর পল্লী সংগঠন বিভাগের অধীন শিল্প সদন। ১৯২২ সাল থেকে বিশ্বভারতীর এই বয়ন বিভাগ অনেক উদ্ভাবনী ক্ষমতার নিদর্শন দেখিয়ে চলেছে। এই বয়ন বিভাগের প্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অনেকটাই হস্তশিল্প সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বর্তমানে এই বিভাগ থেকে টেক্সটাইল ডিজাইনিংয়ে স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর এবং পি এইচ ডি পর্যন্ত করার সুযোগ রয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এই প্রকল্পে শুধু বাংলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীরা দিশা পেয়েছেন। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ২০২৩ সালে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরে আসেন বোলপুরে। সেই সভায় সাইথিয়ার বার্ড ফাউন্ডেশনের তরফে বিশ্বসু পরামানিক কচুরিপানা দিয়ে তৈরী বিভিন্ন শিল্প পন্যের পসরা নিয়ে হাজির হন। বিশ্বভারতীর স্নাতক স্তরের ফাইনাল ছাত্রী সৌমিলী পাল এবং কমল শ প্যাকেজিং শিল্পে উদ্ভাবনী মূলক কাজ করেছেন। ড. শঙ্কর রায় মৌলিক চিরাচরিত প্রথার বাইরে এই প্রজেক্টের গাইড। মূলতঃ কচুরিপানাকে চর্মজাত শিল্পের পুরোপুরি বিকল্প না হলেও একটি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে একটি সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছেন। এর ফলে বাংলার আতঙ্ক এই জলজ কচুরিপানা মুক্ত হবে জলাশয়গুলি। যার বারবৃদ্ধি ভয়ংকর দ্রুত। এরফলে জলজ প্রাণী বাঁচবে। এই কচুরিপানা প্যাকেজিং শিল্পে বিপ্লব আনবে। হাতে তৈরী কাগজ, হস্তশিল্পের সম্ভার, এবং অন্যান্য তন্তুর মিশ্রণে পোশাকও তৈরী করবে। যার অধীনে এই কর্মকাণ্ড বিপ্লব ঘটেছে তিনি হলেন শিল্প সদনের বয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শঙ্কর রায় মৌলিক। তিনিও বলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক উদ্ভাবনী সম্ভাবনায় শিল্পের সম্ভাবনার কথা বলেন এবং প্রচারও করেন। এটা খুবই ভালো। পরিবেশ বান্ধব এই বিকল্প উপাদান প্যাকেজিং জগতে শিল্পের এক তৃতীয়াংশ যোগান দিতে সক্ষম। এছাড়াও কাগজ শিল্পে এর অবদান বাড়বে। জলাশয় যেমন বাঁচবে, তেমনি বাঁচবে গাছপালা। রাজ্যের ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেন সেটা করে দেখান। আমাদের রাজ্যে আগে থেকেই শিল্পীদের আমরা এই উদ্যোগকে সরকারিভাবে সাহায্য করে থাকি। অনেকেই বিকল্প সমালোচনা করেন রাজনীতির কারণে। পরে তারা মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প ভাবনাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্রীর কচুরিপানা নিয়ে সম্ভাবনাময় শিল্প চেতনাকে শুধু স্বীকৃতি নয় স্নাতক থেকে পি এইচ ডি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। এই ব্যাপারে যদি সাহায্য চাওয়া হয়, রাজ্য সরকার ভাববে।

অরণ্য সপ্তাহে গাছ বিতরণে বিধায়কদের এগিয়ে আসার আহ্বান

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৫ জুলাই ঃ ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত পালন করা হচ্ছে অরণ্য সপ্তাহ, যার মধ্যে বন মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদার উদ্যোগে গাছ বিতরণের কর্মসূচি চলছে। এই কর্মসূচির আওতায় বিধায়কদের অনুরোধ করা হয়েছে চিঠি দিয়ে জানানোর জন্য, যদি তারা গাছ নিতে আগ্রহী হন। যেসব বিধায়ক গাছ নিতে আগ্রহী, তাদেরকে গাছ প্রদান করা হবে এবং সেই গাছগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণও করা হবে। এই পর্যন্ত পাঁচ জন বিধায়ক গাছ নিয়েছেন বলে বনমন্ত্রী জানিয়েছেন। তবে, বিজেপির কোনো বিধায়ক এখনও গাছ নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। অন্যদিকে বন মন্ত্রী জানান, আগে ১০০ দিনের কাজের কর্মীরা গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কিন্তু ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গাছের পরিচর্যায় কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বন মন্ত্রী জন প্রতিনিধিদেরকে আরও বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। বনমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সামাজিক মাধ্যমের যুগে অনেকেই গাছ লাগানোর ছবি তুলে প্রচার করতে ব্যস্ত, কিন্তু সেই গাছের পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। তাই আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র গাছ লাগানো নয়, বরং সেই গাছের সঠিক পরিচর্যাও করা। উল্লেখ্য, ভারতে বনাঞ্চল এবং গাছ লাগানোর প্রচেষ্টা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব প্রচেষ্টা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, গাছ লাগানো এবং তাদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তন কমাতে সহায়ক হতে পারে এবং এটি বায়ু মান উন্নত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রতিটি ব্লক পর্যায়ে গাছ লাগানোর এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপণ অভিযান চালিয়ে পরিবেশ রক্ষার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মন্দিরে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ২, উদ্ধার চুরি যাওয়া সামগ্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির একটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে সাফল্য পেল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। গ্রেফতার দুই দুষ্কৃতী। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া সমস্ত সামগ্রী। জানা গেছে, সম্প্রতি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি এলাকার একটি মন্দিরের চুরির ঘটনা ঘটে। মন্দিরে চুরির ঘটনার পর নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে ওই চুরির ঘটনার মূল অভিযুক্ত জাহিদুল আলীকে গ্রেপ্তার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অপর অভিযুক্তের নাম জানতে পারে তদন্তকারীরা। এরপর বুধবার রাতে মেহেবুব খান নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মন্দির থেকে চুরি যাওয়ার সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার দুই অভিযুক্তকেই জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি দুষ্কৃতীদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ জুলাই ঃ জলপাইগুড়িতে আক্রান্ত হল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোররাতে সন্দেহজনক গাড়ি ধাওয়া করতেই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ভোররাত আড়াইটে নাগাদ জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, নাইট পেট্রোলিংয়ের সময় একটি গাড়িতে ৪-৫ জনকে দেখে সন্দেহ হয়। ধাওয়া করতেই ওই গাড়ি থেকে গুলি ছুটে আসে। গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। প্রায় ৩-৪ রাউন্ড গুলি চলেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীরা ডাকাতির উদ্দেশ্যে এসেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তে পুলিশ।

মেমারির হনুমান পুজোর দায়িত্ব সামলান মুসলিমরা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৫ জুলাই ঃ ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে ব্যতি রেখে হনুমান পুজো উদ্‌যাপন করে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির তক্তিপুরে একটি বিশেষ হনুমান মন্দিরে পুজোর দায়িত্ব সামলান মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মেহের আলী, যিনি মুসলিম হয়েও হিন্দু ধর্মের হনুমান দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্দিরটি গড়ে তোলেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে এলাকায় একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় একটি হনুমানের মৃত্যু হয় এবং ওই এলাকায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এরপরই সেই স্থানে হনুমান মন্দির স্থাপন করা হয় এবং শুরু হয় পূজা-অর্চনা। এই পুজোর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মুসলিম ব্যক্তি মেহের আলী নিজেকে উৎসর্গ করেন। প্রত্যেক বছর এই মন্দিরে হনুমান পূজার্চনা হয়, যা চার দিন ধরে চলে এবং পুজোকে কেন্দ্র করে বসে মেলা। হিন্দু -মুসলিম সব সম্প্রদায়ের মানুষ খুশি মনে হনুমান পুজোতে অংশ নেন। প্রায় চার বছর ধরে এই মন্দিরটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনস্থল হিসেবে পরিচিত হয়েছে। তক্তিপুরে হিন্দু- মুসলিমরা মিলেমিশে বসবাস করেন এবং এই মন্দিরেও দুই সম্প্রদায়ের মানুষ অবাধে বিচরণ করতে পারেন। হিন্দু রীতিতে হনুমানের পূজা হয়, কোনও ধর্মীয় বাধা ছাড়াই। যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে এসে পুজো দিতে পারেন। বর্তমান সমাজের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্দিরের কাহিনি হয়তো অনেককেই অবাক করবে, কিন্তু মেমারির এই হনুমান মন্দির প্রকৃতপক্ষে এমনই উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এটি ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অসাধারণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অপহরণকারী সন্দেহে যুবককে মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই ঃ অপহরণকারী সন্দেহে শিলিগুড়িতে এক যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠলো লোকজনের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। কয়েকদিন ধরেই শহরজুড়ে অপহরণের গুজব ছড়িয়েছে। তবে শহরে অপহরণের কোনও ঘটনা ঘটছে না বলেই জানিয়েছে পুলিশ। এমনকি এই ধরনের গুজব ছড়াতেও বারণ করা হয়েছে পুলিশের তরফে। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে এনজেপি থানার জামুড়িভিটা এলাকায় এক যুবককে অপহরণকারী সন্দেহ করে কয়েকজন মারধর করে। পরে এনজেপি থানা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যুবককে আটক করে এনজেপি থানায় নিয়ে আসা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই যুবক এক শিশুকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এরপরই তাকে ধরে ফেলা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

পঃবঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে শ্রীমতি প্রীতি দেবী স্বামী মুনীন্দ্র নাথ, ঠিকানা – সাসবেরা পশ্চিম, থানা – গোমাইয়েল জেলা – বোকারো গত ইংরাজী 15.05.2024 তারিখে 3768 নং দলিল মূলে (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) শ্রী নিমাই দাস ও অন্যান্য পিতা স্বর্গীয় মালু দাস ঠিকানা – পুরানো স্টেশন, মিস্ত্রি পাড়া, আসানসোল উত্তর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত 177 নং আমমোক্তার নামা (ADSR রেজিস্ট্রী অফিস) মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/2024/2305/8623 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডিএল. এন্ড এল. আর. ও (ই.পি-1) অফিসের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে,অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক : আসানসোল সাব ডিভিশনাল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর (ই.পি.-১)
মৌজা : কাল্লা
জে.এল নং : 28
দাগ নং : 285
রায়তের নাম : গেদা বারুই স্বামী মালু দাস
খতিয়ান : 119

OFFICE OF THE COUNCILLORS NAIHATI, NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
TENDER
NIT(e)/24/JULY-04/2024-25
Memo No.: 1588/MC-11
Date: 25.07.2024

Online Tenders are invited by the Chairman on behalf of the Naihati Municipality through electronic tendering (e-tendering) for the 12 Nos. works from eligible and resourceful Companies/Firms/Contractors having sufficient credential and financial capability for execution of works as depicted hereunder for participating in the tender. Bid submission start date & time (online): **26.07.2024 after 9:00 Hrs**. Bid Submission closing date & time (online)-**03.08.2024 after 16:00 Hrs**. Bid opening date & time for Technical Proposals(online): **05.08.2024 after 16:00 Hrs. WB Govt. e-tender website must be followed.**

Sd/- Chairman
Naihati Municipality

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি/ইএল/১২/২৪-২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি/ইএল/১২/২৪-২৫, কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ঃ এর জন্য বৈদ্যুতিক কাজ ঃ এমএসিএলএস এলসি গেট নং. এনএন/৪৪, এসকে/১৮১, এবি/২৪, এফডি/১৮এ, এনজে/৩৫ এবং এনজে/৩৬ -এর ব্যবস্থা সহ ০৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীযুক্ত এলসি গেটের ইন্টারলকিংয়ের ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১০,৪৪,৭৩৪.৫৪/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২০,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৯-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১৯-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

PRASANTA DASGUPTA COLLEGE OF EDUCATION,
VIDYANAGAR, PURBA BARDHAMAN
REQUIRED

ASSISTANT PROFESSOR IN MATHS, PHYSICAL SCIENCE, HISTORY, LIFE SCIENCE, BENGALI, SANSKRIT AND FOUNDATION (NO OF POST-2) FOR BED COURSE **AND LECTURER** IN MATHS, LANGUAGE FOR D.EL.ED COURSE (**AS PER NCTE NORMS**). APPLY WITHIN 7 DAYS. **EMAIL- pdce.info@gmail.com. Mob-9932749260.**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৪৫২০-জিআরসি-সিই- সি-এইচকিউ-৫৪-২০২৪, তারিখ ২৪.০৭.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এইচকিউ/গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে দুপুর ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোকিওরমেন্ট ও কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) ভিত্তিতে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সকল সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, টেলিকম কাজ সহ শালিমার, হাওড়া (পশ্চিমবঙ্গ)-তে বন্দে ভারত কোচিং কমপ্লেক্সের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা চালুকরণ সুবিধা প্রদান করতে অথরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল (আরএফপি)। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪.৯৩ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,৯৬,৫০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** নির্মাণের মেয়াদের ১৮ মাস এবং ত্রুটির দায়ভারের মেয়াদের ২৪ মাস। **প্রি-বিড মিটিং ঃ** তারিখ ঃ ০৫.০৮.২০২৪, সময় ঃ সকাল ১১টা। স্থান ঃ চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কন), ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ -এর অফিস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৫.০৯.২০২৪-এর দুপুর ১২টা (প্র.ভা.স.)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www. ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-418)**

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/১১/২৪-২৫, তারিখ: ২৩-০৭-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/১১/২৪-২৫; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - বিদ্যুতের কাজের জন্য : একসাথে লোডিং ও আনলোডিং এবং একবারে দুটি রেক পরিচালনার জন্য ধূপগুড়িতে অতিরিক্ত পণ্য লাইনের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৭,৫৬,৮৫৭.২৯ টাকা; বায়না মূল্য: ১৫,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১৯-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

TENDER NOTICE

Prodhan Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for NIT No-04/24- 25/15 th CFC (Untied)/Som-II G.P and 05/24-25/ 15th CFC (Tied)/ Som-II G.P up to 03.08.24 16;00 hrs for others details visit website – https://wbtenders.gov.in or Sompara- II G.P

Sd/-
Prodhan
Sompara-II G.P

মালিগাওঁএ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/২৬/২৪-২৫ তারিখঃ ২৪-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ নামবাড়ি কলোনির অন্তর্ভাগের খালি এলাকার সবুজ ক্ষেত্র এবং ল্যাণ্ডস্ক্যাপিঙের উন্নয়নের বিপরিতে বৈদ্যুতিক কাজ সহিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,১৯,৯৬,৭৯৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১০,০০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিইই/পিএস/মালিগাওঁ/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

E- tender notice
NIT No. BGP / 322 / 2024 & BGP / 323 / 2024

Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under 5 TH SFC & 15 th FC (tied) Last date of online bid submission-02/08/2024 And 05/08/2024 respectively For details information contact

Sd/-
Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I, PurbaBardhaman

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত **ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in** লিঙ্কের অধীনে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের ই-টেন্ডারের জন্য অফারগুলি শুধুমাত্র **www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply** লিঙ্কের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে জমা দেওয়া যেতে পারে। বিক্রেতারা নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্যের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ পেতে, যদি থাকে, নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন, **০৩৪১-২৫২৫৫৯৪** বা এসএমএম/সিওএন/এইচকিউ, **০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। অফিসের ঠিকানা:** পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/ চিত্তরঞ্জন -এর অফিস। **[ক] নং. সিওএস/ সিআরজে/পিইউবি/ ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ: ২০/০৭/২০২৪। ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়না মূল্য জমা (রুপি); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)** নিম্নরূপ: **[১]; ৯১২৪০৫৬১;** নিউট্রাল কন্ডাকটর রিং অ্যাসেম্বলি [ইনসুলেশন ছাড়া], ডিআরজি. নং.: ৪টিডব্লিউডি. ০৯৬.০ ৬১.অল্ট-৪ আরইএফ-১, স্পেক. নং.: ৪টিএমএস .০৯৬.০৬২.অল্ট-৫, এসটিআর নং.: সিএলডব্লিউ/ টিএম/১০০৬০ রেভ-১। **[ওয়ারেন্টির সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস]; **১৮৯৩.০০টি;** ₹ ০.০০; **১৯/০৮/২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০ -এ। [২]; ৭৫২৪৩৮৭৮;** (i) ডব্লিউএজি-৯ লোকোগুলির জন্য বিবিধ হার্ডওয়্যার আইটেমের সেট (বৈদ্যুতিক) স্পেকন. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০১৮৭ অল্ট-এন অনুযায়ী। [সংযুক্ত বিবরণ অনুযায়ী] **[ওয়ারেন্টির সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস], (ii) ডব্লিউএজি-৯এইচসি -এর জন্য বিবিধ হার্ডওয়্যার আইটেম (বৈদ্যুতিক) স্পেক. অনুযায়ী.: সিএলডব্লিউ/ইএস/ ৩/০১৮৭ অল্ট. এন। [সংযুক্ত বিবরণ অনুযায়ী] **[ওয়ারেন্টির সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস]; **(i) ১২৩৭.০০ সেট,** (ii) **১৬৮.০০ সেট;** ₹ ৩০৩৭৬০.০০; **১৪/০৮/২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০ -এ। [৩]; ৭৫২৪৩৭০৬;** ডব্লিউএজি-৯এইচসি -এর জন্য ন্যূনতম ব্রেকিং ফোর্স ১১২০কেএন সহ চেইনের সেট (বগি-বডি চেইন) সিএলডব্লিউ স্পেকন. নং. অনুযায়ী: সিএলডব্লিউ/এমএস/৩/ ১১৮ [সংযুক্ত বিশদ বিবরণ অনুযায়ী ০২টি (দুই) আইটেমের সমন্বয়ে সেট]। **[ওয়ারেন্টির সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস]; **৯৩৭.০০ সেট;** ₹ ৪৮৫৩৮০.০০; **২০/০৮/২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০ -এ। [খ] নং. সিওএস/ সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ: ২৩/০৭/২০২৪। ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়না মূল্য জমা (রুপি); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)** নিম্নরূপ: **[১]; ৯১২৪০৮৮৬;** টেনশন বার [পরিবর্তিত], ডিআরজি. নং: ৩টি ডব্লিউডি.০৯৬.০৯৩ অল্ট-৪, স্পেক. নং.: ৪টিএমএস.০৯৬.০৫৫ রেভ-১, এসটিআর নং: সিএলডব্লিউ/টিএম/৯৩৯ রেভ-২। **[ওয়ারেন্টির সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস]; **১৬০০.০০টি;** ₹৭৭২২০.০০; **১২/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০ -এ। [২]; ৮১২৪০১৯৩;** পলিয়েস্টার গ্লাস সিল্ক টেপ, আকার: ০.০৯ কম বেশি ০.০১ মিমি X ২০ মিমি, স্পেসিফিকেশন নং. ৪টিএমএস.০৯৬.০৮৮ রেভ-১, এসটিআর নং.: সিএলডব্লিউ/টিএম/১৯৩ [রেভ.১]। শেলফ-লাইফ: সাধারণ অবস্থার অধীনে সীমাহীন (২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড : ৫০ % আর.এইচ) [**ওয়ারেন্টির সময়কাল:** ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস]; **১৬৮৫০৮৮.৪০ মিটার;** ₹ ৬৮৫৪৯০.০০; **১৯/০৮/২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০ -এ।**

PR6/542 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this office Tender No-03/IGP/2024-25, memo no- 377/EN/IGP, Dated-22.07.2204, Tender No-04/IGP/2024-25, memo no- 378/EN/IGP, Dated - 22.07.2204, Tender No-05/1GP/2024-25, memo no - 379/EN/IGP, Dated-22.07.2204, Last Date of submission of Application for all above NIT is 29.07.2024 upto 2.00 PM. Date of issue of tender paper 30.07.2024 upto 2.00 pm, Date of receiving of tender 31.07.2024 upto 2.00 pm, Date of opening of tender 31.07.2024 at 2.30 pm. For details please visit at Gram Panchayat Office on and from 23.07.2024 (12.30 pm to 3.30 pm).

Prodhan
Soma Halder
Indrani Gram Panchyat

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR,P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH,HOOGHLY.
Notice Inviting e-Tender

e-NIT vide NIT No: 2, 3 & 4 /DGP/24-25, Sl No. 1to9 Each Fund : 15 th FC, SBM (G) with 15 th FC and 15 th FC Dated 26/07/2024 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank NEFT/RTGS from any working day on and from 26/07/2024 to 05/08/2024 (12:00 Noon to 4:00 PM), Bid submission closing online on 05/08/2024 at 4:00 PM. Date of Opening 08.08.2024 (12:00 Noon).For details contact the above office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan, Dehibatpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Eleven (11) nos. work vide E-NIT No.- **05/E.O/HPS/2024-2025, Date:- 24/07/2024**. For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

মারদা কমার্শিয়াল এণ্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি অফিস.ঃ ১১, ক্রুকড লেন, ১তল, রুম নং.৭, থানা- হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিসঃ ৮১, ফাংশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট পাটপারগঞ্জ, দিল্লি ১১০০৯২
CIN: L65929WB1990PLC048280
ওয়েবসাইটঃ www.mchl.co.in, ইমেল ঃ info@mchl.co.in
৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
(শেয়ার ডাটা ছাড়া লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে
		৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	৩১।৩।২৪ অনিরীক্ষিত	৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত	৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৯৪.১১	৩৪৫.৫১	১২৬.২৪	৪০৭.৭৭
২	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৫৫.১৭	২২২.১৪	৮৪.১০	২৪৭.৬১
৩	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৫৫.১৭	২২২.১৪	৮৪.১০	২৪৭.৬১
৪	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	৪৭.৮৫	২৩৫.৬৬	৮৪.১০	২৬১.১৩
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সমৃদ্ধ লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৪৭.৮৫	৬৪৬.৮২	৮৪.১০	৬৭২.২৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬
৭	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	৪,৪৮৩.৩১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ /-, ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)				
	(ক) মূল (টাকা)	০.৪৮	২.৩৬	০.৮৪	২.৬১
	(খ) মিশ্র (টাকা)	০.৪৮	২.৩৬	০.৮৪	২.৬১

দ্রষ্টব্যঃ
উপরোক্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২৫ জুলাই, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। উপরে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। অর্থাৎ 'www.cseindia.com' এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে 'www.mchl.co.in'।

স্থানঃ নয়াদিল্লি
তারিখঃ ২৫.০৭.২০২৪

মারদা কমার্শিয়াল এণ্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
দৌলত রাম আগরওয়ালা
পরিচালন অধিকর্তা
DIN: 00586956

Puara Gram Panchayet
Under Arsha Development Block
At+PO-Kantadih, PS-Arsha, Dist-Purulia
NIT No. 01/2024-25, Memo No-32/PGP/2024, Date-19/07/2024

Sealed tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 40 (Forty) nos. schemes. Date of issuing Tender Paper: 22/07/2024 to 29/07/2024 up to 3 PM. (Except holidays). Last date of dropping Tender paper:- 31/07/2024 up to 2.00 PM. Date of Opening Tender paper: 31/07/2024 at 2.30 PM. For further details please contact with the office of the Puara Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Puara Gram Panchayat

Office of the
Chandi Gram Panchayat
Amtala-South 24 Pgs.

Notice Inviting e-Tender- E-NIT No 08,09/2024 dated 24/7/2024, one Office, one drain are invited by Prodhan Chandi GP. Last date of tender dropping 31/7/2024 upto 2.00pm, Other details will be available on wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, South 24 Pgs.

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092

Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/Gen/NIT3/7e/24
Memo No.: 1182/Gen-EO Date: 12/07/2024

e-Tenders are invited from manufacturers/ suppliers for the Supply of Ambulance for operation and maintenance by Pearabagan Uday Sangha, Chinsurah vide Tender ID No. 2024_MAD_713289_1. Closing date of bid submission is 3/08/2024 upto 14.00 hours. Detailed information and bidding website https://wbtenders.gov.in.

Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY
Egra: Purba Medinipur
Notice inviting quotation

Paper Quotations are invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible quotationers vide **(1) NI(eT) No.- 1/MPLADS/24-25, Date – 24/07/24(2) NI(e)T No.- 2/BMS/24-25, Date – 24/07/24. Last date & time of submission of Technical & Financial Bid 12/08/24 upto 05:30 pm (I.S.T).** Others details can be seen from the Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in**

Sd/- Chairman,
Egra Municipality

Chakdighi Gram Panchayat
Chakdighi, Jamalpur, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender 2nd Call

Re e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) under GP area vide **NIT No.: CHAK/E-TEDER/2024-25/241 (2nd Call) (Sl.-1-3), Date: 24.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **24.07.2024 at 18:00 IST.** Bid Submission Closing Date (Online): **31.07.2024 up to 15:00 IST.** Date of Opening of Technical Bid: **02.08.2024 at 15:00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Chakdighi Gram Panchayat

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-208(1)/FGP/2024, Date:-22/07/24
Notice Inviting e-Tender No.- 06/(24-25)

As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meeting no.-03, dated on 11/07/2024) on behalf of said upo-Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the total 02 (Two)Nos. Work. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from 24/07/2024 at 9.00 am to 02/08/2024 at 01:30 PM. Date of opening of Technical Proposals (Online) on 05/08/2024 at 02.00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG-HQ, KMC will invite tender online, two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/EE(E)/CMO/40/24-25
Name of the Work : **Installation of 1 no water purifier cum cooler and other allied electrical works at 1st floor of Personal Deptt of CMO building under KMC**; Estimated Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : **Rs. 2,500.00**; Period of Completion : **10 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **03.08.2024 at 2 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **26.07.2024 at 5 p.m. from the website https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-I/BR-II, KMC invites E-tender online percentage Bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/25/WD-15/BR-II/Z-I/24-25
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Nandan Bagan Bustee, Lala Bagan Bustee in Ward No. 15**; Estimated Amount : **Rs. 1,48,918.44**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(2) NIT No.: LTG/26/WD-16/BR-II/Z-I/24-25
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at Goabagan Bustee, Sahitya Parisad Street Bustee in Ward No. 16**; Estimated Amount : **Rs. 1,48,841.55**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **03.08.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **23.07.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Ex. Eng. (Elec)/LTG/Z-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTGV/115/24-25/BPC (1st Call)
Name of the Work : **Installation of new steel tubular posts adjacent to BSNL posts at water logging areas of Jadunath Ukil Road, Banerjee Para Road and other areas in Ward No. 115**; Estimated Amount : **Rs. 4,88,932.92**; Earnest Money : **Rs. 9,780.00**; Period of Completion : **35 Days**;
(2) NIT No.: KMC/LTG/CM/09/24-25/16
Name of the Work : **Annual comprehensive maintenance of 02 nos. elevators with auto door (G+3) at Borough XV office complex, GRU**; Estimated Amount : **Open Quotation (Amount to be quoted)**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **365 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **08.08.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1) & **07.08.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 2); The bid forms and other details are available on and from **26.07.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1) & **27.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2); For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen (for Sl. no. 2)

The Director General (Electrical), KMC invites tender online in two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/HQ/CS/07/24-25
Name of the Work : **Installation of AC machines with allied electrical works in the office rooms on the second floor of the office building of vector control department located on 149 AJC Bose Road, Kolkata-700014**; Estimated Amount : **Rs. 3,98,086.00**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;
(2) NIT No.: KMC/LTG/HQ/MSC/02/24-25
Name of the Work : **Operation & maintenance of electrical installation at the office of West Bengal Municipal Service Commission under KMC**; Estimated Amount : **Rs. 4,99,752.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **365 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **08.08.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **27.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III/BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/141
Name of the Work : **Renovation with improvement of bustee lighting system at 2 no. Convent Lane Park Side Road in Ward No. 56, BR-VII**; Estimated Amount : **Rs. 4,55,954.40**; Earnest Money : **Rs. 9,200.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **05.08.2024 at 12.30 p.m.**; Bid opening date for Technical Proposals : **06.08.2024 at 12.30 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **26.07.2024 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/BR-X, KMC invites tender online, two part Bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/49/24-25
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at Podder Nagar, Katjunagar and adjacent areas in Ward No. 93, BR-X**; Estimated Amount : **Rs. 1,91,603.06**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **20 Days**;
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/50/24-25
Name of the Work : **Supply & delivery of LED fittings at Bikramgarh, 357 P.A. Shah Road in Ward No. 93, BR-X**; Estimated Amount : **Rs. 1,97,366.86**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of completion of Bid : **03.08.2024 up to 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **23.07.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Ex. Eng. (Elec)/LTG/Z-II/BR-IV, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/26/WD39/IV/ZII/24-25
Name of the Work : **Supply & delivery of LED fittings at different areas in Ward No. 39, BR-IV, KMC**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,745.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;
(2) NIT No.: KMC/LTG/34/WD24/IV/ZII/24-25
Name of the Work : **Repairing and replacement of lighting system at different bustees in Ward No. 24 under BR-IV, KMC**; Estimated Amount : **Rs. 1,49,982.00**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(3) NIT No.: KMC/LTG/36/WD26/IV/ZII/24-25
Name of the Work : **Repairing and replacement of lighting system at different bustees in Ward No. 26 under BR-IV, KMC**; Estimated Amount : **Rs. 1,49,240.00**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(4) NIT No.: KMC/LTG/22/WD27/IV/ZII/24-25
Name of the Work : **Repairing of bustees and its surrounding lighting system within Ward No. 27 under BR-IV, KMC**; Estimated Amount : **Rs. 1,49,862.00**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of submission of Bid (Online) : **06.08.2024 upto 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **26.07.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3) & **27.07.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 4); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4)

293/24-25

কেনাকাটা

কেনার সময় মশারির উপকরণ, আকার, মানসব দেখে নিলে ভালো

চলছে বর্ষাকাল। দিন-রাত কানের চারপাশে মশার গুনগুন। বেড়ে যাচ্ছে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া। সতর্ক হওয়া উচিত সবার। সারা দিনে মশার কয়েল, রিপ্যাল্যান্ট ক্রিম, স্প্রে ইত্যাদির ব্যবহার তো চলেই। তবে ঘুমানোর সময় ব্যবহার করা প্রয়োজন মশারি। বাড়িতে মশারি না থাকলে কিনে নিন এখনই। বাজার ঘুরলে নানা রকম মশারি পাবেন। কেনার সময় মশারির উপকরণ, আকার, মানসব দেখে নিলে ভালো। মশারির ভেতর বাতাস ঠিকভাবে চলাচল করে না বলে অনেকেই মশারি ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু মশারির উপকরণ যদি ভালো মানের হয়, তাহলে এই সমস্যা হয় না। মশারি কেনার আগে এ বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করে নেবেন।

বলতে গেলে বোনাফাইড মশারির কদর বেশি এখন। মজবুত, টেকসই ও মানে ভালো। এই মশারিগুলো ছয় থেকে সাত ফিট লম্বা হয়ে থাকে। এগুলো শুধু কিং সাইজেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ, শুধু ডাবল বেডেই এগুলো ব্যবহার করা যাবে। দাম পড়বে ৩০০০ টাকা। বাজারে পাওয়া যায় কিং সাইজ, সেমিডাবল, সিঙ্গেল আকারের মশারি। বোনাফাইড মশারি ছাড়া আছে ম্যাজিক নেট। এই মশারিগুলো সব আকারেই পাওয়া যায়। ম্যাজিক নেটগুলোর দাম পড়বে ৬০০ থেকে শুরু করে ৮০০ টাকা পর্যন্ত। বিভিন্ন মার্কেটে এগুলো ছাড়া আরও দুই ধরনের মশারি আছে। তৈরি করা হয় ম্যাশ ফেব্রিক দিয়ে। এদের মধ্যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মশারির দাম পড়বে ১২০০ টাকা এবং অন্যটির দাম পড়বে ৯০০ টাকা। একই ফেব্রিক দিয়ে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও দামে তারতম্য থাকার কারণ একটি মশারিতে অনেক নকশা, অন্যটিতে কম। দুটি মশারিই শুধু কিং সাইজে পাওয়া যাবে।

এই মশারিগুলোর মধ্য দিয়ে বাতাসও চলাচল করে। আলসেমি বা ক্লান্তির জন্য অনেকেই মশারি টানাতে বিরক্ত বোধ করেন। ফোল্ডিং মশারি কিনতে পারেন এ ক্ষেত্রে। অনলাইন শপগুলো থেকে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন।

ট্রাম্পের হয়ে এবার নির্বাচনের মাঠে তাঁর নাতনি

ওয়াশিংটন, ২৫ জুলাইঃ 'রিপাবলিকান দলের জাতীয় সম্মেলনে কথা বলতে পেরে আমি দারুণ সম্মানিত বোধ করছি,' গতকাল বুধবার রাতে ১৭ বছরের এক কিশোরী যখন এ কথা বলে ওঠে, তখন পুরো সম্মেলনকক্ষ হাততালিতে ফেটে পড়ে।ওই কিশোরীর নাম কাই ট্রাম্প। রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড় ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের বড় মেয়ে।গতকাল রাতে সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি এবং দেশজুড়ে টেলিভিশন দর্শকদের সামনে কাই শুরুতেই বলে, 'আজ আমি আমার দাদার কথা আপনাদের জানাব, যে দিকটা মানুষ খুব একটা দেখতে পায় না।' কাই বলেন, 'আমার জন্য তিনি আর সব দাদার মতোই। বাবা-মায়ের চোখ এড়িয়ে তিনি আমাকে ক্যান্ডি ও সোডা খেতে দেন। তিনি সব সময় আমরা স্কুলে কেমন করছি, সেটা জানতে চান।

ইথিওপিয়ায় বিধ্বংসী মৃত বেড়ে ২২৯

ইথিওপিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অনেকটা যোগাযোগবিচ্ছিন্ন একটি এলাকায় বিধ্বংসী ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২২৯ জনে দাঁড়িয়েছে। গতকাল বুধবারও জোর তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে উদ্ধারকারী দল। জীবিত ব্যক্তিদের খোঁজে ড্রোনের সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী এ ভূমিধসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের কাছে জরুরি ত্রাণসহায়তা পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছে মানবিক সংস্থাগুলো। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকটা খালি হাতে মাটি সরিয়ে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। গত সোমবার কেনচো এলাকায় ভয়াবহ এ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। রাজধানী আদ্দিস আবাবা থেকে কয়েক শ কিলোমিটার দূরের এলাকাটি অনেকটাই যোগাযোগবিচ্ছিন্ন। গোফা অঞ্চলের যোগাযোগবিষয়ক দপ্তরের অধীনে পড়েছে কেনচো এলাকা। এই দপ্তরের পক্ষ থেকে গত মঙ্গলবার বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত ১৪৮ পুরুষ ও ৮১ নারীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। ইথিওপিয়ার দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কমিশনের আগাম সতর্কতাবিষয়ক পরিচালক ফিরাওল বেকেলে বলেন, জীবিত ব্যক্তিদের উদ্ধারে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। উদ্ধারকাজে ড্রোনের সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন দাবি আদায়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন

আগরতলা, ২৫ জুলাইঃ বৃহস্পতিবার আগরতলা শহরের রাধানগরস্থিত ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়ন। মূলত ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনৈতিক বদলি এবং অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ। একই সাথে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রিটায়ার্ড স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারী সমিতির সদস্য সদস্যারাও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল এক কর্মী জানান, কিছুদিন ধরে পিএনবি-র ম্যানেজার অনৈতিকভাবে কর্মীদের বদলি করছেন। ব্যাংকের নিয়মনীতি না মেনে বদলি করা হচ্ছে। এ নিয়ে বহুবার ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তার পরও তিনি অনৈতিকভাবে কর্মীদের বদলি করে যাচ্ছেন। তাই আজ গ্রামীণ ব্যাংকের সকল কর্মী বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন। পরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় বিভিন্ন দাবিতে। দাবি না মানা হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলেও দেওয়া হয়েছে হুঁশিয়ারি।

আসুন, গণতন্ত্র রক্ষায় একসঙ্গে কাজ করি ঃ বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২৫ জুলাইঃ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'আসুন, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য একসঙ্গে কাজ করি।' স্থানীয় সময় বুধবার ওভাল অফিস থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে জো বাইডেন এ কথা বলেন। তাঁর ভাষণ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়। আগামী নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর এটাই জো বাইডেনের দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রথম ভাষণ। ওই নির্বাচনে বাইডেন ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে নিজের পছন্দের প্রার্থী হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের নাম ঘোষণা করেছেন। কমলার প্রসঙ্গে বাইডেন ভাষণে বলেন, 'আমি আমাদের মহান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিনি অভিজ্ঞ, তিনি কঠোর ও সক্ষম। তিনি আমার অবিশ্বাস্য অংশীদার। আমাদের দেশের একজন মহান নেতা।' নভেম্বরের নির্বাচন ও দেশের গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে বাইডেন বলেন, 'এখানে রাজা শাসন করেন না। বরং জনগণ শাসন করেন।' জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, 'ইতিহাস আপনার হাতে। ক্ষমতা আপনার হাতে। আমেরিকার ক্ষমতা আপনার হাতে। আসুন, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য একসঙ্গে কাজ করি।'বাইডেন বলেন, 'নতুন ও তরুণ কণ্ঠের জন্য একটি সময় ও একটি জায়গা আছে। এখনই সেই সময়।'গত বৃহস্পতিবার রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনের শেষ দিনে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলটির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।

এর তিন দিন পর নির্বাচনী দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন বাইডেন। সে সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলার প্রতি নিজের সমর্থন জানিয়ে দেন তিনি। বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে প্রার্থিতার দৌড়ে সামনে চলে এসেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। জনমত জরিপগুলোয় রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের সঙ্গে জোর টক্কর দিচ্ছেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যান পালন করণ এক দিবসীয় কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো নামখানা ব্লকের রাজনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে।

চোর সন্দেহে গণপ্রহার মল্লারপুরে

রামপুরহাট, ২৫ জুলাই ঃ মোবাইল চোর সন্দেহে এক যুবককে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার কোট গ্রামে। আক্রান্ত যুবকের নাম রমজান শেখ। এই ঘটনায় লালন শেখ নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে মল্লারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আহত যুবকের বাবা লালন শেখ।
প্রহৃত যুবক রমজান শেখের বাড়ি কোট গ্রামে। মঙ্গলবার তাকে দক্ষিণগ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসেন গ্রামের লালন শেখ। এরপরেই বাড়ির ভিতর নিম গাছে দু-হাত বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে বাবা নোসোউদ্দিন শেখের অভিযোগ। তিনি বলেন, ''দুপুরে তার ছেলেকে দক্ষিণগ্রাম থেকে তুলে নিয়ে আসে লালন সেখ ও তার পরিবারের লোকজন। এরপর লালন সেখের বাড়িতে নিমগাছে তাকে বেঁধে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। খবর পেয়ে আমরা গিয়ে তাকে উদ্ধার হাসপাতালে পাঠায়।
প্রহৃত রমজান শেখ বলেন, ''আমি হাজিপুর যাচ্ছিলাম টোটো চড়ে। লালন দক্ষিণ গ্রামের কাছ থেকে আমাকে নামিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসে গাছে বেঁধে মারে। লালনের স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই অপরিচিত ছেলে আমাকে মারধর করে। ওরা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। আমি মাটিতে লুটিয়ে পরেছিলাম। একটু জল চেয়েছিলাম। কিন্তু জল পর্যন্ত দেয়নি। পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে।

পুণ্যার্থীদের জন্য প্রশাসনিক বৈঠক বিশেষ আকর্ষণ নিমাই তীর্থ ঘাটে গঙ্গারতিতে উপস্থিত মন্ত্রী, জেলাশাসক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৫ জুলাই ঃ তারকেশ্বরে শ্রাবনী মেলা উপলক্ষে আজ হুগলির হরিপালে এক জরুরী প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী পি উলগানাথন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়, হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না, চাপদানী বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন সহ শ্রীরামপুর, চন্দননগরের মহকুমা শাসক। এছাড়াও এদিনের বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিল চাঁপদানী পৌরসভা, তারকেশ্বর পৌরসভা ও সিঙ্গুর, হরিপাল, তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা। ইতিমধ্যেই গুরুপূর্ণিমা থেকে শুরু হয়েছে শ্রাবনী মেলা। বহু পূর্ণার্থী বৈদ্যবাটি থেকে গঙ্গাজল বাঁকে করে নিয়ে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর মন্দিরে যায়। হাতরসের দুর্ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটনা না ঘটে, তারজন্য আগাম প্রস্তুতি হিসাবে এই প্রশাসনিক বৈঠক। এইবছর নতুন আকর্ষণ থাকছে বৈদ্যবাটি নিমাইতীর্থ ঘাটে গঙ্গা আরতি ও তারকেশ্বর শিবমন্দিরের পুজো আরতি সরাসরি দেখানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঙ্গা সাগরের মতন জনপ্রিয় মেলা হতে চলেছে এইবছর শ্রাবনী মেলা। এই বৈঠকে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার শ্রাবণী মেলায় প্রচুর ভিড় হয় সেই সব মাথায় রেখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভক্তদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সেই জন্য । এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সচিব হুগলির জেলা শাসক পুলিশ সুপার বিধায়ক সহ পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েত প্রধানরা এবার বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাটে গঙ্গারতি এছাড়া যাতে পুণ্যার্থীরা তারকেশ্বর মন্দিরে ভালোভাবে বাবার মাথায় জল ঢালতে পারে সেই ব্যবস্থাও থাকছে অনেক অ্যাম্বুলেন্স থাকছে থাকছে মেডিকেল ব্যবস্থা পানীয় জল । বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর এই রাস্তা ১৩ টি পঞ্চায়েত পরছে পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েত থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে থাকছে কড়া নিরাপত্তা। এবার ৫০ টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা থেকে হাওড়া থেকে বালি হল্ট থেকে বর্ধমান থেকে বাসগুলি আসবে।

স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যবসার উন্নয়ন ও পরিবহণ সমাধানের উপর বৈঠক অনুষ্ঠিত

মালিগাঁও, ২৫ জুলাইঃ স্থানীয় অর্থনীতির আরও উন্নতির জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সময়ে সময়ে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সাথে বৈঠক ও বার্তালাপের আয়োজন করা হয়ে থাকে। পণ্য পরিবহণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তার সবগুলি ডিভিশনের পাশাপাশি জোনাল হেড কোয়ার্টার স্তরে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ) স্থাপন করা হয়েছে। ট্রেনের দ্বারা পরিবহণের জন্য নতুন ট্র্যাফিক খুঁজতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির ট্রেড ও ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে এই বিডিইউগুলি প্রায়ই বার্তালাপ করে। সড়ক পথের তুলনায় রেল পথ হলো দ্রুত ও সাশ্রয়ী পরিবহণ ব্যবস্থা, এর ফলে দেশজুড়ে বৃহৎ বৃহৎ বাজার তৈরি করে স্থানীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি তথা উন্নয়ন সম্ভব। এই বিষয়ে লামডিং

ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ২৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে লামডিঙে ব্যবসায়ীদের সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত করেন। এই বৈঠকে ট্রাকের অভাব, শ্রমিকের উপলব্ধতা, পণ্য ভর্তি রেকের স্থাপন, এবং গুডস ইয়ার্ডের অবস্থার পাশাপাশি পণ্য ওয়াগনের ছাড়পত্রে বিলম্বের জন্য ডিমারেজ চার্জ ও ওয়্যারফেজ চার্জ ধার্য করা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ৩৩ জন ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই বৈঠকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারিকরা ব্যবসায়ীদের রেলওয়ের মাধ্যমে সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে পরিবহণের ব্যবস্থা করে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতির জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত করেন। পাশাপাশি রেলওয়ে হলো পরিবহণের সবচেয়ে পরিবেশ অনুকূল একটি পদ্ধতি। এই বৈঠকে পণ্যবাহী সামগ্রীর ট্র্যাফিক পরিচালনা, অটোমোবাইল ট্র্যাফিক এবং অন্যান্য সামগ্রী পরিবহণের সুবিধা ও তার লাভালাভ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ)-এর পদক্ষেপের জন্য সম্প্রতি অসমের ধেমাজি থেকে ২০ ওয়াগন বাঁশ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনের দ্বারা প্রথমবারের জন্য মধ্য প্রদেশের আমলাইয়ে পরিবহণ করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সহজ ব্যবসা পদ্ধতি গড়ে তুলতে এবং বিভিন্ন গ্রাহক ও অংশীদারকে উন্নত সুবিধা প্রদান করতে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sonarul Sekh, ঘোষণা করছি যে আমার বাবার নাম Sajirul Rahaman (পুরাতন নাম), ঠিকানা- Munigram, Nabadurga Kandi, Murshidabad, P.S.- Kandi, Pin- 742168, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার বাবার নাম এখন থেকে Safiur Rohaman (নতুন নাম) নামে পরিচিত হোলো। Safiur Rohaman (নতুন নাম) এবং Sajirul Rahaman (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Himangshu Shakhor Maity & Himanghsu Maity (পুরাতন নাম) পিতা Satish Maity, ঠিকানা- Vill. & P.O.- Palashpai, P.S.- Daspur, Dist.- Paschim Medinipur, Pin- 721146, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Himangshu Maity (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Himangshu Maity (নতুন নাম) এবং Himangshu Shakhor Maity & Himanghsu Maity (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Syamal Chakrabarti, Shyamal Chakraborty alias Shyamal Chakrabarty (পুরাতন নাম) পিতা Sachindra Kishore Chakrabarti ঠিকানা - Flat-9, 22/2, Purbachal Main Road, Kolkata-700078 Ld. 1ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ Dated 15-02-2024 এর Affidavit no. 1387 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shyamal Chakrabarti (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shyamal Chakrabarti (নতুন নাম) ও Syamal Chakrabarti, Shyamal Chakraborty alias Shyamal Chakrabarty (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Monowara Bibi Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Nur Ali Molla, ঠিকানা- Vill.- Raghunathpur, P.O.- Kholapota, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743428, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Manuyara Bibi Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Manuyara Bibi Mondal (নতুন নাম) এবং Monowara Bibi Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Hachina Begam (পুরাতন নাম) স্বামী Abul Hossain, ঠিকানা- Vill.- Akharpur, P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hachina Begam Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hachina Begam Mondal (নতুন নাম) এবং Hachina Begam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Abul Hossain Mondal & Abul Hossain (পুরাতন নাম) পিতা Mekail Mandal, ঠিকানা- Vill.- Akharpur, P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abul Hossain Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abul Hossain Mandal (নতুন নাম) এবং Abul Hossain Mondal & Abul Hossai (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Khalek Mondal & Md Khaleque Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Ayajaddin Mandal, ঠিকানা-Vill.- Sardarati, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743411, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Khalek Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Khalek Mandal (নতুন নাম) এবং Khalek Mondal & Md Khaleque Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Wazed Ali Gazi (পুরাতন নাম) পিতা Wachir Gazi, ঠিকানা-Vill.- Akharpur, P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Wazid Ali Gazi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Wazid Ali Gazi (নতুন নাম) এবং Wazed Ali Gazi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Ranajit Kumar Pal (পুরাতন নাম) পিতা Jyotirmoy Pal ঠিকানা Kamra Kusumgram, P.S.- Manteswar, Purba Bardhaman-713422 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ranajit Pal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ranajit Pal (নতুন নাম) ও Ranajit Kumar Pal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Waris Ali Gazi (পুরাতন নাম) পিতা Wazid Ali Gazi, ঠিকানা-Vill.- Akharpur, P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Waris Ali Gazi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Waris Ali Gazi (নতুন নাম) এবং Waris Ali Gaz (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Ranajit Kumar Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Nirmal Mondal ঠিকানা Vill. & P.O. – Merudandi, P.S.- Basirhat, 24 Pgs. (N), Pin-743292 Ld. বারাসতের 1ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট Dated 12-07-202 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ranajit Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ranajit Mondal (নতুন নাম) ও Ranajit Kumar Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Humayun Kabir (পুরাতন নাম) পিতা Tomijuddin Mondal, ঠিকানা-Vill. & P.O.- Banglani, P.S.- Swarupnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Humayun Kabir Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Humayun Kabir Mondal (নতুন নাম) এবং Humayun Kabir (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Paurabi Chatterjee (পুরাতন নাম) স্বামী Ashis Chatterjee, পিতা Sujit Chakraborty, ঠিকানা-9/20A, Netaji Nagar Colony, P.O. & P.S.- Netaji Nagar, Kolkata- 700092, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Paurabi Chakraborty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Paurabi Chakraborty (নতুন নাম) এবং Paurabi Chatterjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Soharab Kabir (পুরাতন নাম) পিতা Humayun Kabir Mondal, ঠিকানা-Vill. & P.O.- Banglani, P.S.- Swarupnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Soharab Kabir Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Soharab Kabir Mondal (নতুন নাম) এবং Soharab Kabir (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Mahe Alam (পুরাতন নাম) স্বামী Mohammed Salim, ঠিকানা-2/1B, Nawab Ali Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mahe Para (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mahe Para (নতুন নাম) এবং Mahe Alam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Akram Ali Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Mohammad Mondal, ঠিকানা- Bonhooghly, Narendrapur, Baruipur, 700103, West Bengal, India, ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বারুইপুর, Dated 11.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Akram Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Akram Mondal (নতুন নাম) এবং Akram Ali Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SK ABUBAKKAR, S/O SK MASIRUDDIN, R/O VILL + PO GOBRA, PS RAMNAGAR, DIST EAST MIDNAPORE, PIN-721441, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABUBAKKAR SIDDIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT SK ABUBAKKAR SIDDIK AND SK ABUBAKKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ALIL MOLLA, S/O LATE ENTAJ, R/O VILL NARAYANPUR,PO-B NARAYANPUR, PS BHANGORE, BARUIPUR, PIN-743502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALIL ALI MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT ALIL ALI MOLLA AND ALIL MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I FOROJ ALI SK, S/O GOLAM SK, R/O DAFARPUR CHHOTA, BAHARKULI, PURBA BARDHAMAN, PIN-712146, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARAJ ALI SK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT FARAJ ALI SK AND FOROJ ALI SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, AISWORYA MOHANTY, DAUGHTER OF NITYANAND MOHANTY, RESIDING AT IA-157,SECTOR-3, SALT LAKE CITY, BIDHANNAGAR, NORTH 24 PARGANAS -700097, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AISHWARYA BISWAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024.THAT AISWORYA MOHANTY AND AISHWARYA BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, AHMED ALI, SON OF ATA HUSSAIN KHAN, RESIDING AT 3/2 MAHARANI SWARNMOYEE ROAD, KOLKATA -700009, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AHMED ALI KHAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024.THAT AHMED ALI AND AHMED ALI KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, DILIP DAS, SON OF KANAI CHANDRA DAS, RESIDING AT 264 KK ROAD, HARIDEVPUR, KOLKATA -700082,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DILIP KUMAR DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/07/2024. THAT DILIP DAS AND DILIP KUMAR DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHAKTIPADA DAS, NIRANJAN DAS, R/O C/O SAKTIPADA DAS, VTC FATIKPUR, PO FATICKPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743347, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKTIPADA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/07/2024, THAT SAKTIPADA DAS AND SHAKTIPADA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MALABIKA MISRA DAS AND MALABIKA DAS D/O PRITI BHUSAN MISRA, W/O SUDIP KUMAR DAS, R/O 35, B MOORE AVENUE, MANIK BANDYOPADHYAY SARANI, REGENT PARK, KOLKATA - 700040, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALABIKA MISRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/07/2024, THAT MALABIKA MISRA DAS AND MALABIKA DAS AND MALABIKA MISRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I , Goutam Kumar Choudhury S/O-Asim Kumar Choudhury resident of Bhatchala Dakshin, P.O.-Sripally, P.S.-Burdwan (SADAR), Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'GOUTAM CHOUDHURY' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 24/07/2024. That Goutam Kumar Choudhury and Goutam Choudhury both are same and one identical person.

Name Change
I , Ashim Kumar Choudhury S/O-Dilip Kumar Choudhury resident of Bhatchala Dakshin, P.O.-Sripally, P.S.- Burdwan (SADAR), Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'ASIM KUMAR CHOUDHURY' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 24/07/2024. That Ashim Kumar Choudhury and Asim Kumar Choudhury both are same and one identical person.

Name Change
I, Shanta Kumar Das S/o. Sukumar Das R/o. 137, Nilachal South, Dutta Sree Appt. P.O. - Birati, P.S. - Airport, Dist. - 24 Pgs. (N), Pin-700051 shall henceforth be known as Santa Kumar Das. I declare that Santa Kumar Das and Shanta Kumar Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-07-2024.

Loss of Document
I Govind kumar sonkar, S/o Kishan Kumar sonkar,R/o-18, Mukhram kanoria road, howrah, Pin-711101,Declare that name of my father has been wrongly written as KRISHAN SONKAR my birth certificate (bearing no. 024637), class10th mark sheet (bearing Roll no.220084122160),class 12th mark sheet (bearing roll no.220012133508).The actual name of my father is KISHAN KUMAR SONKAR should be consider for all purpose. with vide affidavit from 1st class judicial magistrate, Howrah court dated 23rd July 2024

Name Change
I ANKIT GOENKA, S/O KISHAN KUMAR GOENKA, R/O 9/13, PAL BAGAN LANE, BELURMATH, HOWRAH -711202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANKIT KUMAR GOENKA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT ANKIT GOENKA AND ANKIT KUMAR GOENKA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MUNTAHI KABIR JUNAID, S/O HUMAYUN KABIR, R/O ORBIT ASHWA TOWER, 1,3C, 2/1, HUSSAIN SHAH ROAD, PO KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JUNAID MUNTAHI KABIR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT MUNTAHI KABIR JUNAID, AND JUNAID MUNTAHI KABIR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHWINI VILAS MANDAL ZANJE, W/O NILADRI SEKHAR MANDAL, R/O VIVEKANANDA PALLY, PO+ PS SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHWINI NILADRI MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT ASHWINI NILADRI MANDAL AND ASHWINI VILAS MANDAL ZANJE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I HEMA DEVI GOENKA, W/O KISHAN KUMAR GOENKA, R/O 9/13, PAL BAGAN LANE, BELUR, HOWRAH -711202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HEMA GOENKA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT HEMA DEVI GOENKA AND HEMA GOENKA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RANJIT PRASAD JAISWAL, S/O KRISHNA MOHAN JAISWAL, R/O 8/1, A ROAD, BAMUNGACHI, SALKIA, HOWRAH -711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJT KUMAR JAISWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT RANJIT PRASAD JAISWAL AND RANJT KUMAR JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, TAJAREEN AHMED, D/O AHMED HOSSAIN70 D/H/2 TILJALA ROAD, PS.BENIA PUKAR, KOLKATA-700046, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAJREEN AHMED VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 23/07/2024. THAT TAJAREEN AHMED AND TAJREEN AHMED BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Ekin Boksh Sk (old name) S/O ALi Box Sk, residing at Vill. & P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ekin Box Sk (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore, South 24 Pgs, on 03/07/2024. Ekin Box Sk (new name) and Ekin Boksh Sk (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Mohammed Ali Ajam Saikh (old name) S/O Abdul Gaffar Sekh, residing at Vill. & P.O.- Gandhabaduli, P.S.- Bishnupur, Dist- South 24 Pgs, Pin-743503, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ali Ajam Sekh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore, South 24 Pgs, on 03/07/2024. Ali Ajam Sekh (new name) and Mohammed Ali Ajam Saikh (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Mohame Goffar Saikh (old name) S/O Haji Arjed Ali Sekh, residing at Vill. & P.O.- Gandhabaduli, P.S.- Bishnupur, Dist- South 24 Pgs, Pin-743503, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdul Gaffar Sekh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore, South 24 Pgs, on 03/07/2024. Abdul Gaffar Sekh (new name) and Mohame Goffar Saikh (old name) both are same identical person.

Name Change
I , Susanta Kumar Kapasi S/O-Bhudeb Chandra Kapasi resident of Vill- Muktipur, P.O.- Sahajpur Hattala, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'SUSANTA KAPASI' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 24/07/2024. That Susanta Kumar Kapasi and Susanta Kapasi both are same and one identical person.

Name Change
I , Aktar SK @ Akther Sekh S/O-Moslem Seikh resident of Mandalpara, P.O.- Katwa, P.S.- Katwa, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713130, have changed my name and shall henceforth be known as 'AKTAR SEIKH' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 24/07/2024. That Aktar SK , Akther Sekh and Aktar Seikh all are same and one identical person.

Name Change
I, SK ABUL KALAM (OLD NAME),SON OF ABDUL RAHMAN SHAIKH, RESIDING AT KRISHNANANDAPUR,PO-MUNSHIRHAT,HOWRAH-711410,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL KALAM SHAIKH (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024.THAT SK ABUL KALAM AND ABDUL KALAM SHAIKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ যাত্রার সাক্ষী স্মৃতিচারণে কুশাঙ্কুরের গৌরবময় অনুষ্ঠান ফিরে দেখা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৫ জুলাই ঃ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তিম যাত্রার সেই অশ্রুভেজা দিনটিকে 'যেন এই তো সেদিন' এমনই ঘটনাক্রমে স্মৃতিচারণ করলেন সেদিনের বারো বছর বয়সের বালক আজকের প্রবীণ আশ্রমিক দীপেশ রায়চৌধুরী। বিশ্বভারতী কো-অপারেটিভ সভাঘরে বৃহস্পতিবার একচল্লিশের ২৫ জুলাই গুরুদেবের সেই অন্তিম যাত্রার স্মৃতিচারণায় ফিরে দেখা অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক অমৃতসূদন ভট্টাচার্য, আশ্রমিক দীপেশ রায় চৌধুরী, সুব্রত সেন মজুমদার, শ্যামল চন্দ্রের মতো প্রবীণ আশ্রমিকেরা। কবির অমর সৃষ্টির শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন ছিল ২৫ জুলাই, শুক্রবার। দিনটি আর পাঁচটা দিনের থেকে কেমনরূপ ছিল স্মৃতিচারণায় তার একটা ছবিতে ফিরে দেখা অনুষ্ঠানে কথা, কবিতা গানে নাচে নাটকে অনন্য ছিল। স্মৃতির সরণী বেয়ে দীপেশ রায়চৌধুরী বলে চললেন, চব্বিশে জুলাই আমার বাবা সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মাকে বলছিলেন, মনটা খারাপ। কাল গুরুদেবকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। কলকাতায় গুরুদেবের প্রস্টেট অপারেশন হবে। শুনে সেদিনের বারো বছরের বালক দীপেশ রায়চৌধুরী বাবার কাছে আব্দার করেন, আমিও যাব। শান্তিনিকেতনের সেই অন্তিম দৃশ্য নিজ হারাভাগ্যে হয়েছে যেন চোখের সামনে ঘটে যাওয়া সেই দিনটি সকলের সামনে তুলে ধরলেন। দীপেশ রায়চৌধুরী বলে চললেন, বাবা আমাকে আশ্রমের একটি বড়ো জায়গাই দাঁড় করিয়ে দোতলায় যেতে বললেন। ততক্ষণে উদয়ন বাড়ির সামনে জমায়েত করেছেন শান্তিনিকেতন বাসী, ছাত্র ছাত্রী, কর্মী ও অধ্যাপকেরা। কিছুক্ষণ পর উদয়ন বাড়ির দোতলা থেকে স্ট্রেচারে মতো চেয়ারে করে উদয়ন বাড়ির সামনের বারান্দায় আনা হলো। যতদূর মনে পড়ছে, সেখানে আচার্য নন্দলাল বসু, তাঁর ছেলে বিশ্বরূপ বসু, কর্মসচিব আর্কিটেক্ট সুরেন করের মতো বড়ো মাপের মানুষ ঘোরাঘুরি করছেন। আমি সুরেন করের ছেলে সুমিত কর্মকে কাছে ডেকে নিলাম। তখন শান্তিনিকেতনে একমাত্র বাস - নীল রঙের বাস। চালক নীলমণি গায়েন। তিনি বাসটাকে উদয়ন বাড়ির সামনে আনলেন। বাসটার পিছনটা কাটা হয়েছিল। যাতে করে সহজেই গুরুদেবকে স্ট্রেচার সহ সহজেই বাসের ভিতরে নিয়ে যাওয়া যায়। রবি ঠাকুরের পরনে ছিল কালো জোব্বা, কালো টুপি। হাত দুটো ঢোকানো। গাড়ি ছাড়লো উত্তরায়ণ। বামদিকে ছাতিম তলার পাশ দিয়ে ছাড়িয়ে ডানদিকে বিজ্ঞান সদন হয়ে আরেকটু এগিয়ে গৌরপ্রাঙ্গন - চৈতি হয়ে রাস্তা ঘুরে পূর্ব দিক দিয়ে কিছুটা গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় এবড়োখেবড়ো পথে চললো। আশ্রমবাসী সহ আমরা সবাই চলেছি পিছন পিছন। শুধু দেখার বাসনা যে বাসের ভিতরে অসুস্থ গুরুদেবের জন্য কেমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেখলাম আইসোকেমিক কন্টেইনারে রাখা আছে। রামপুরহাট থেকে স্টিম ইঞ্জিন এলো। তাকে কবির সেলুনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। গাড়ির চালক ছিলেন নীরদ বরণ সরকার এবং এন সি বোস। চোখের জলে সবাই কবিকে শেষ বিদায় দিলেন। সবার আশঙ্কা মনে হয়তো গুরুদেব আর আশ্রমে ফিরবেন না। আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি স্টেশন ছাড়লো-- দূরে মিলিয়ে গেল। অনেক বয়স্ক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। আমরাও তাদের মতো ভারাক্রান্ত। বন্ধু সুমিতকে বললাম, গুরুদেবকে দেখলাম। আর তো দেখতে পাব না।

বাইক-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক মহিলা-সহ ৪

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৫ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার ভোররাতে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে বাইক-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা- সহ ৪ জনের। জখম হন ১ জন। দুর্ঘটনার জেরে দিঘা নন্দকুমার জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদা থানার দিঘা নন্দকুমার জাতীয় সড়কের খড়িপুকুরিয়া বাস স্টপেজের কাছে গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়িটি দিঘা থেকে নদীয়ার তাহেরপুরের দিকে যাচ্ছিল। সংঘর্ষের জেরে রাস্তার ধারে উলটে যায় দিঘা ফেরত পর্যটকের গাড়ি। ছিটকে পড়ে বাইকটিও। মৃত্যু হয় বাইকে থাকা তিন বন্ধুর। গাড়ির মধ্যে থাকা এক মহিলা পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। বাইকে থাকা মৃত তিন বন্ধুর নাম বিশ্বজিত মণ্ডল, শুভঙ্কর জানা, অতনু মণ্ডল। বাড়ি কাঁথি থানার ঘোড়াঘাটা গ্রামে। মহিলা পর্যটকের নাম কোয়েল সিং। গাড়ির চালকের হাত ভেঙেছে। এই দুর্ঘটনার পরেই ঘটনাস্থলে মারিশদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে উদ্ধার কাজ চালায়। গাড়ি দুটিকে আটক করেছে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীকে কোপ! আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের, ক্যাম্পাসে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ জুলাই ঃ তখন ক্লাস চলছে। হঠাৎ-ই এক ছাত্রীর গলায় ছুরি চালিয়ে দিল এক যুবক, তারপর আত্মহত্যার চেষ্টা করল সে নিজেও! আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জনেই এখন ভর্তি হাসপাতালে। রক্তাক্ত মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অংক বিভাগের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী অনুশ্রী চক্রবর্তী। এদিন বিজ্ঞান ভবনে বসে ক্লাস করছিলেন তিনি। তার উপর চড়াও হয় এক যুবক। ছুরি দিয়ে গলায় এলোপাথারি কোপ মারতে থাকে সে! শেষে কিছুটা দূরে এক বেঞ্চের উপর বসে নিজের গলায় ছুরির কোপ মারে সে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পাসে। তনুশ্রীর বাড়ি অসমে। পুরাতন মালদার একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন তিনি। যে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ, তার নাম অলক মন্ডল। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। বাড়ি, মালদার রতুয়ার সম্বলপুরে। পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্র ছিল অলক। কী কারণে এই হামলা? তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থল থেকে ছুরি-সহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিস। কথা বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্টার রাজীব পাতিতুন্ডী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে। একজন ছাত্রী জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এক প্রাক্তন ছাত্রও জখম হয়েছি বলে শুনেছি। কী কারণে এই ঘটনা, তা জানা যায়নি।

মা আসছেন! দিন গোনা শুরু, শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই ঃ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দিন থেকে মা দুর্গার আবাহনের দিন গোনা শুরু হয়। অপেক্ষার আর আড়াই মাস, তারপরেই মা তাঁর পরিবার সমেত মর্তলোকে আগমন করবেন। এক বছর অপেক্ষার অবসান হবে, মা আসছেন কথাটা শুনতেই যেন মনের ভিতরে আনন্দের জোয়ার ভেসে ওঠে। শরতের আকাশের পেজা তুলোর মতো মেঘ , কাশফুল মা দুর্গার আহ্বান সূচিত করে। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে শিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে। আড়াই মাস বাকি থাকলেও দিন কিন্তু দ্রুত চলে আসবে, সেই জন্য তারা জোরকদমে কাজ করছেন। দেখা গেল সেই চিত্র। আকাশে বাতাসে কিন্তু পুজো পুজো গন্ধ, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদ উৎসব আগত। সকলেই অপেক্ষা করছেন মায়ের আগমনের জন্য। সারা বছরের ক্লান্তি ভুলে পুজোর চার দিন আনন্দের জোয়ারে ভাষার অপেক্ষায় দিন গুনছেন অনেকেই। আর দুর্গাপূজো মানেই আনন্দ, খাওয়া দাওয়া, ঘোরাফেরা, হৈ হুল্লোর। ষষ্ঠীর বোধন থেকে সপ্তমীর নবপত্রিকা, অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে নবমীর সন্ধি পুজো। দশমীতে মাকে বরণ, বিজয়ার পর মিষ্টি মুখ সবই যেন নস্টালজিয়া। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি ক্লাবের খুঁটি পুজো হয়ে গেছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে শিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে।

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-207(1)/FGP/2024, Date:-22/07/24
Notice Inviting e-Tender No.- 05/(24-25)

As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-03, dated on 11/07/2024) on behalf of said upo-Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the total 03(Three)Nos. Work. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from 25/07/2024 at 2.30 am to 02/08/2024 at 01:30 PM. Date of opening of technical Proposals (Online) on 05/08/2024 at 02.00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে

নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/সিঅ্যান্ডভি/নিউ অ্যালটমেন্ট/এমপিএস/২০২১, হাওড়া, তারিখঃ ২৪.০৭.২০২৪
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে 'বি' ক্যাটাগরির ০২টি স্টেশনে মাল্টি-পারপাস স্টল এবং 'সি' ক্যাটাগরির ৬০টি স্টেশনে মাল্টি-পারপাস স্টল চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্য জানতে **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। নিলামের বিশদ ঃ **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-এইউজি০৭, ক্যাটাগরি ঃ** (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)। **এসইকিউ নং, লট নং, বিবরণ, বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপ ঃ **এএ/১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- বিপিএই-এমপিএস-৮-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। **এএ/২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- জিআরএই-এমপিএস-৬০-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- সিডিএই- এমপিএস-২৬-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে। **এএ/৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলওকে- এমপিএস-৩৭-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়। **এএ/৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই-এমপিএস-৪৪-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ১০ মিনিটে। **এএ/৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- আরএসএলআর-এমপিএস-৪৫-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ২০ মিনিটে। **এএ/৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- বিসিজিএম-এমপিএস-৫৭-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **এএ/৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- পিকেআর-এমপিএস-৮৩-২৪-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর- এমপিএস-৮৪-২৪-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে। **এএ/১০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ- এমপিএস- ২০-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোয়। **এএ/১১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- বিআরপিএ- এমপিএস-২৩-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ১০ মিনিটে। **এএ/১২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- জিআরপি- এমপিএস-২৮-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ২০ মিনিটে। **এএ/১৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলকেএক্স-এমপিএস-৬২-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **এএ/১৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএমএই- এমপিএস-৬৭-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৪০ মিনিটে। **এএ/১৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- বিএসএই-এমপিএস-৭-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৫০ মিনিটে। **এএ/১৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচএলএ-এমপিএস-৯-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **এএ/১৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ- এমপিএস-১২-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ১০ মিনিটে। **এএ/১৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি- এমপিএস-৫৮-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ২০ মিনিটে। **এএ/১৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- বিএইচডব্লু-এমপিএস-৩-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **এএ/২০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- এইচআইএইচ-এমপিএস-১৩-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৪০ মিনিটে। **এএ/২১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই- এমপিএস-২৫-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৫০ মিনিটে। **এএ/২২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচওয়াইজি- এমপিএস-৩১-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে। **এএ/২৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএমএই-এমপিএস-৩৬-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে ১০ মিনিটে। **এএ/২৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএওয়াইপি-এমপিএস-৩৯-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে ২০ মিনিটে। **এএ/২৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-এমপিএস-৪২-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে ৩০ মিনিটে। **এএ/২৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিইএ-এমপিএস-৫৯-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে ৪০ মিনিটে। **এএ/২৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- এসএইচবিসি-এমপিএস-৬৮-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে ৫০ মিনিটে। **এএ/২৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- পিএলএই-এমপিএস-১৮-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা। **এএ/২৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই- এমপিএস-৩৪-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে। **এএ/৩০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএইচএন- এমপিএস-৬৯-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে।

এএ/৩০, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএইচএন- এমপিএস-৬৯-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে। **এএ/৩১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএসএই- এমপিএস-৩৮-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে। **এএ/৩২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেজেইউ-এমপিএস-৬১-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৩৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এমপিএস-৬৪-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে। **এএ/৩৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এমপিএস-১০-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য, ০৭.০৮.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টায়। **এএ/৩৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এমপিএস-২১-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। **এএ/৩৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআইটি-এমপিএস-৩৫-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৩৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমবিই-এমপিএস-৪০-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে। **এএ/৩৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-এমপিএস-৫৫-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। **এএ/৩৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএলএই- এমপিএস-৫-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ১০ মিনিটে। **এএ/৪০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেকেএই- এমপিএস-১৫-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ২০ মিনিটে। **এএ/৪১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিএমএলই- এমপিএস-২৭-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **এএ/৪২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএলজি- এমপিএস-৪৬-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৪৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিবিএই- এমপিএস-৪৮-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে। **এএ/৪৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএফজেড- এমপিএস-৫০-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/৪৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেপিকিউ- এমপিএস-৫২-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে। **এএ/৪৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসওএই- এমপিএস-৫৬-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে। **এএ/৪৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমডিএসই- এমপিএস-৬৩-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। **এএ/৪৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিবিজেড- এমপিএস-৬৬-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৪৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- এডিএসটি- এমপিএস-২-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে। **এএ/৫০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএই- এমপিএস-৪-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/৫১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ- এমপিএস-৬-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ১০ মিনিটে। **এএ/৫২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিএফএই- এমপিএস-১১-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ২০ মিনিটে। **এএ/৫৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- এজিএই- এমপিএস-১৯-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **এএ/৫৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- বিজেডএল- এমপিএস-২৪-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৫৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই- এমপিএস-২৯-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে। **এএ/৫৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই- এমপিএস-৩২-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **এএ/৫৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনবিএই- এমপিএস-৪১-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ১০ মিনিটে। **এএ/৫৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিটিএই- এমপিএস-৪৩-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ২০ মিনিটে। **এএ/৫৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিএলও- এমপিএস-৪৯-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) অসংরক্ষিত ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **এএ/৬০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচএই- এমপিএস-৫১-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৪০ মিনিটে। **এএ/৬১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- বিজিআরএ-এমপিএস-৫৩-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৫০ মিনিটে। **এএ/৬২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স- এমপিএস-১৪-২৩-১, মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) সংরক্ষিত ক্ষেত্রের জন্য বণ্টন, ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **দর একক ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (ক্র. নং ১ থেকে ৬২-এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** ০.২ (ক্র. নং ১ থেকে ৬২-এর জন্য)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫% (ক্র. নং ১ থেকে ৬২-এর জন্য))। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** ০(ক্র. নং ১ থেকে ৬২-এর জন্য)। HWH-182/2024-25

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

শাস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট
পোস্ট ঃ বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬, ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময় (হার্ড কপি ও অনলাইনে) ঃ ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ১৩.০৮.২০২৪ (বেলা ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জামিনদারদের উদ্দেশ্যে যে নিম্ন বর্নিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া রয়েছে ঋণদাতাকে, সংগঠিত / শারিরীক/ প্রতীকি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে, যা বিক্রয় করা হবে ''**যেখানে যা আছে**'', ''**যা কিছু আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' নিম্ন সারণীতে বর্নিত তারিখে, বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে উল্লেখিত গ্রাহক এবং জামিনদারদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং আয়ের মূল্য জমা করতে হবে উল্লেখিত সম্পত্তির ভিত্তিতে নিম্নেবর্নিত সারণীর উল্লেখ অনুসারে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে **www.mstcecommerce.com** লিংক প্রদান করা হয়েছে ওয়েব পোর্টালে (**https://www.ibapi.in**)। জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা অনুমোদিত ব্যক্তি মারফৎ দরপত্র জমা করতে।

লট নং.	ক) অ্যাকাউন্ট নাম (গ্রাহক) গ্রাহকের ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকদাতা / মালিকের নাম (দখলের অবস্থান)	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) দাবী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়ার পরিমান (সঙ্গে পরবর্তী সুদ, দাবী, ব্যয়, মূল্য পুণরুদ্ধার বকেয়া যদি থাকে) গ) অধিগ্রহণ তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময় গ) নথিপত্র ও সম্পত্তি পরিদর্শন করার তারিখ
১.	**ক) মেসার্স শ্রী গুরু অয়েল মিল অ্যাকাউন্ট নংঃ ০৩০০২৫০৩০৮৭৪৮ প্রোঃ শ্রী গৌতম দে** পিতা নৃপেন্দ্র নারায়ণ দে বলবন, বিশালক্ষ্মীতলা, ক্যানিং রোড, বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০ ১৪৪। **খ) বারুইপুর চৌধুরী বাজার শাখা**	ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল (জমি এবং বিল্ডিং কোং) জমির এলাকা ৪ কাঠা ১১ ছটাক ১৫২৬১, আরএস খতিয়ান নং ২৪৩৬, জে.এল. নং ৩১, তৌজি নং ২৫০, মোজা-বারুইপুর থানা-বারুইপুর এবং সম্পত্তিটি ভিল-পালপাড়া (বিশালক্ষ্মীতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অক্সিজেন গ্যাসের কাছে) অবস্থিত। সম্পত্তি দাঁড়িয়ে আছে ২৯২৭/১৯৯৭ নং রেজিড দলিল দিয়ে গৌতম দে-এর নামে প্রাথমিক এবং সম্পত্তি বনানী দে-এর উত্তর-জমি, দক্ষিণ-সম্পত্তি, পূর্ব-৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম-১৬ ফুট চওড়া সড়কে ঘেরা। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ০১.০৭.২০২১ খ) টাকা. ৬১,২৩,৩৩৫.২৪ গ) ২৭.১০.২০২১	ক) টাকা ৩৫,২৩,০০০/- খ) টাকা ৩,৫২,৩০০/- গ) টাকা ১০,০০০ /-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
২.	**ক) মেসার্স ই.এম. এন্টারপ্রাইজ অ্যাকাউন্ট নংঃ ০৩০০২৫০৩০৮৮৬১ এবং ০৩০০৩০০০৫২৪৯২ প্রোঃ মোঃ ইলিয়াস অল মিস্ত্রী,** পিতা-স্বর্গীয় গওহর আলী মিস্ত্রী গ্রাম-গোবিন্দপুর, পোস্টঃ দক্ষিণ গোবিন্দপুর, থানা-সোনারপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৫ **খ) বারুইপুর চৌধুরী বাজার শাখা**	স্থাবর সম্পত্তির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল যেমন জমি এবং তার উপর নির্মিত দাগ নং ৭৬, খতিয়ান নং ১১৭, জে.এল. নং ৮১, এলাকা ৮.৫ দশমিক, মৌজা-গোবিন্দপুর পঞ্চায়েত রোডের কাছে ল্যাঙ্গেলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে (বারুইপুরের কাছে) হাইস্কুল) ও সম্পত্তি মোঃ ইলিয়াস আলী মিস্ত্রীর নামে দাঁড়িয়ে আছে রেজিস্টার্ড দলিল নং ৫৮১৫/১৯৯২ এবং সম্পত্তি ঘেরা উত্তর-মজিবর মিস্ত্রীর সম্পত্তি, দক্ষিণ-বেগমের সম্পত্তি, পশ্চিম-আরজিনা মিস্টি মাসুম মিস্ত্রী, পূর্ব-১৮ ফুট রোড, মিস্ত্রী। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ০৩.১২.২০১৯ খ) টাকা ৪৭,৮৫,৯৩৫.০৫ গ) ০২.০৩.২০২০	ক) টাকা ৪৪,৩৬,০০০/- খ) টাকা ৪,৪৩,৬০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৩.	**ক) মেসার্স ইভেন্টওয়ালা গ্রুপ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০১২৮২৫০০১০৯৮২ অংশীদারঃ ১) শ্রী অমিত কুমার গাঙ্গুলী** চিরাগ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এফ, ৪, ইটালগাছা রোড, দম দম, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০২৮। **২) শ্রী শুভাশীষ চক্রবর্তী** মন্দির পাড়া, উত্তর ইছামতি, শ্রমিকপল্লী, দক্ষিণ ও পূর্ব মুস্তাফি পাড়া ও দত্তপাড়া, মন্দিরঘাট, ওয়ার্ড নং ১৬, বনগাঁ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৩৫। **৩) শ্রীমতী পম্পা গাঙ্গুলি** চিরাগ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এফ, ৪, ইটালগাছা রোড, দম দম, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০২৮। **খ) বজবজ শাখা**	সমস্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট হল ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৩য় তল, একটি সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮৩৭ বর্গফুট পরিমাপ। কমবেশি দুটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি বারান্দা এবং জমির আনুপাতিক অংশ এবং আনুপাতিক অধিকার প্রাঙ্গণ নং ৪/৪এ(পুরানো ৪), ইটালগাছা রোড, দম দম, কলকাতা-৭০০ ০২৮ পাড়া এবং মৌজায় জমিতে অবস্থিত-সুলতানপুর, থানা-দম দম, সিএস দাগ নং ৬৭৯, আরএস দাগ নং ১৪৮, খতিয়ান নং ১৯৩৬-১৯৩৭, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, দম দম পৌরসভার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে, শিরোনাম দলিল সহ ২০১৬ সালের জন্য নং ১৫০৬০৬৯৩৪। সম্পত্তি শ্রী অমিত কুমার গাঙ্গুলীর নামে দাঁড়িয়েছে। বাটেড এবং বাউন্ডেড-উত্তর দ্বারা-৩৫ ফুট, চওড়া ইটালগাছা রোড, দক্ষিণে-দোতলা বিল্ডিং এবং ১২ ফুট চওড়া রোড, পূর্বে-৫, ইটালগাছা রোড, পশ্চিমে-২৯, ইটালগাছা রোড। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ১৭.০৬.২০২১ খ) টাকা ৪৪,৮০,২৭৬.০০ গ) ২৯.০৯.২০২১	ক) টাকা ২৬,৭০,০০০/- খ) টাকা ২,৬৭,০০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৪.	**ক) ১. মেসার্স মা তারা এন্টারপ্রাইজ অ্যাকাউন্ট নংঃ ০১৩৬২১০০৬৪২০২ এবং ০১৩৬২০১বি০০০০০০৮৫ প্রোঃ জয়ন্ত কুমার পাত্র** গ্রাম-উত্তর রামকৃষ্ণপুর, পোস্ট-সুকদেবপুর, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৩। **২. শ্রীমতী অমিতা পাত্র,** স্বামী শ্রী প্রফুল্ল পাত্র গ্রাম-বোরহানপুর, চন্দনদহ, পোস্ট-সুকদেবপুর, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৩। **খ) আমতলা শাখা**	মৌজায় অবস্থিত জমি ও ভবনের ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল-রামকৃষ্ণপুর, এলাকাঃ আরএস খতিয়ান নং ৭৮৮-এর অধীনে দাগ নং ১৮৪-এ বাস্তু জমির ০৫ দশমিক ০৫ এলআর খতিয়ান নং ৩৩৫৬, জে.এল. নং ৭০, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং সম্পত্তি বাট এবং বাউন্ডেডঃ উত্তরে-নিবারণ দত্ত রোড, দক্ষিণে-রবীন্দ্র নাথ মান্না বর্তমানে অরুণ কুমার মান্না, পূর্বে-হরেন রায় এবং পশ্চিমে-রবীন্দ্র নাথ মান্না বর্তমানে অরুণ কুমার মান্না এবং শ্রীমতীর নামে সম্পত্তি দাঁড়িয়ে আছে অমিতা পাত্র, স্বামী প্রফুল্ল কুমার পাত্র রেজিস্টার্ড ডিড নং ৩৭৬৫/১৯৭৭। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ২২.০২.২০২৩ খ) টাকা ৩৪,৮০,১১০.৩১ গ) ১৬.০৫.২০২৩	ক) টাকা ৫৩,৬৫,০০০/- খ) টাকা ৫,৩৬,৫০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৫.	**ক) ১. অরুণ দাস,** পিতা- তারাপদ দাস **অ্যাকাউন্ট নংঃ ১২৫৫২৫০০২৪৯৯৪ এবং ১২৫৫৩০৬৮১৯৫৭০** গোটালাহাট কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৩। **২. শ্রী তারাপদ দাস** পিতা- স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ দাস, গ্রাম-গোবিন্দপুর, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫০৩। **খ) আমতলা শাখা**	আমতলায় ৮ ছটক পরিমাপের জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। জে.এল. নং ৭৩, আর.এস. এস.এ নং ১৪, সি.এস. দাগ নং ৩৫২-এ তৌজি নং ৩৯৫, আর.এস. দাগ নং ৭/৪৯৭, এল.আর. দাগ নং ১৪৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১০০০ ও ১০০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৮১ চন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, থানা- বিষ্ণুপুর, তারাপদ দাসের নামে।	ক) ১২.০৮.২০২১ খ) টাকা ২২,০২,২২৮.০৫ গ) ২৮.১০.২০২১	ক) টাকা ২৬,৮৬,০০০/- খ) টাকা ২,৬৮,৬০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৬.	**ক) ১. মেসার্স এস. কনস্ট্রাকশন অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০১৩৯২৫০৩০২৬৫৪ (সিসি), ০১৩৯৩০০০৭৮৭০০ (জিইসিএল) এবং ০১৩৯৩০০০৭১৩৯০ (যানবাহন ঋণ) শ্রী মোঃ সাহজাহান লস্কর, প্রোঃ মেসার্স এস. কনস্ট্রাকশন** পিতা-স্বর্গীয় হাজী সাঈদ আলী লস্কর **২. শ্রী মোঃ সাহজাহান লস্কর** পিতা-স্বর্গীয় হাজী সাঈদ সকল লস্কর **উভয়েই রয়েছেঃ** গ্রাম-সোলোগোহালিয়া, (চম্পাহাটি -পিয়ালি রোড), পোস্টঃ চম্পাহাটি, থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৩০। **খ) চম্পাহাটি শাখা**	স্থাবর সম্পত্তির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল (ভূমির আয়তন ৩৯ সাতকের মধ্যে ৪.৮১ সাতক) এবং তার উপর দ্বিতল আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে) যার সিএস দাগ নং ৪০৪, আরএস ও এলআর দাগ নং ৪২২, এলআর খতিয়ান নং ৮৯২ এখন এলআর খাতিয়ান নং ২৪৭০, জে.এল. নং ২৫, তৌজি নং ১০৯, মৌজা-সোলগোহালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত- চম্পাহাটি, থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং সম্পত্তি মোঃ সাহজাহান লস্কর, পিতা স্বর্গীয় হাজী সাঈদ অল লস্কর-এর নামে দাঁড়িয়েছে। রেজিস্টার্ড দলিল নং ০৮৩৮৬/২০০৯।	ক) ১৭.০৬.২০২১ খ) টাকা ৩৮,৪২,৫৪৭.৩১ গ) ২৭.১০.২০২১	ক) টাকা ৩৭,৩৭,০০০/- খ) টাকা ৩,৭৩,৭০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৭.	**ক) মেসার্স অধিকার এন্টারপ্রাইজ অ্যাকাউন্ট নংঃ ০১২৮২৫০০১০৭৩৩ এবং ০১২৮৩০০০২৯৪৫৮ সন্তু অধিকারী, মাইক্রোসফট এন্টারপ্রাইজ-এর প্রোপাইটার** সাহেবান বাগিচা, মুচিশা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৭ **খ) ব্যানার্জিহাট শাখা**	সম্পত্তির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল এবং তার উপর পড়ে থাকা কাঠামো, প্রায় ১০ দশমিক কম বা কম পরিমাপ, জেলা-২৪ পরগনা দক্ষিণে, মৌজার অধীনে-সাহেবান বাগিচা, জেএল নং ৬২, তৌজি নং ১০৭সি/২৮৩৪, খতিয়ান নং ৫৯, আরএস দাগ নং ৩২, এলআর দাগ নং ৩০, থানা-সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে নোদাখালি। সম্পত্তি নিম্নরূপ বাটে এবং সীমাবদ্ধঃ উত্তর-শ্রী স্বপ্ন হায়দারের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ-দাগ নং ৩১-এর অধীনে সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব-শ্রী নারান হায়দারের সম্পত্তি এবং ৪ ফুট কমন প্যাসেজ, পশ্চিম-শ্রী গণেশ পান্ডের সম্পত্তি দ্বারা। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ১৫.০৭.২০২১ খ) টাকা ২০,৬৪,২৪৬.৬৯ গ) ১৭.১১.২০২১	ক) টাকা ২১,৪৫,০০০/- খ) টাকা ২,১৪,৫০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৮.	**ক) শম্ভু মন্ডল, অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ০৬২৪৩০৮৩১১৪৫২ এবং ০৬২৪৩০৮৩২০৩৪৪** পিতা-সুধীর চন্দ্র মন্ডল মোহনপুর, পোস্ট-চাঁদনগর থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৬৮। **খ) সরিষা শাখা**	জমির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং তার উপর নির্মিত আবাসিক ভবনের জমির আয়তন ৪.৬৬ সাতক যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১৩৩৬, আর.এস. খতিয়ান নং ২১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৬৬, জে.এল. নং ৮৫, তৌজি নং ৩৭, মৌজা-মোহনপুর, পোস্ট-চন্দননগর, থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সম্পত্তিটি শম্ভু মণ্ডলের নামে দাঁড়িয়েছে। রেজিস্টার্ড গিফট ডিড নং ২৭৭/২০০৩ এবং সম্পত্তিটি ঘিরে রয়েছেঃ উত্তর-সুদর্শন হায়দারের খালি জমি, দক্ষিণ-মনসুর রহমান মোল্লার সম্পত্তি, পূর্ব-পঞ্চায়েত রোড ও পুকুর, পশ্চিম-রওশন অল লস্কর। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ০১.০৭.২০২১ খ) টাকা ৮,০৩,৬৭৪.৯০ এবং টাকা ৭২,৮৭১.০০ গ) ০৫.১০.২০২১	ক) টাকা ২১,০০,০০০/- খ) টাকা ২,১০,০০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
৯.	**ক) মেসার্স নটরাজ বিল্ডার্স অ্যাকাউন্ট নংঃ ০৬২৩২৫০০২৩৬৯৪ (সিসিওটিএইচ) এবং ০৬২৩৩০৭১২২৮৯৭ (টিএলএইচএল) প্রোঃ শ্রী স্বপন হায়দার এবং শ্রীমতি কাকুলী হায়দার দুজনেই আছেনঃ** গ্রাম-চক্রজু মোল্লা, পোস্ট-পাইলান, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১০৪। **খ) পাইলান শাখা**	জি+৪ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের ৩য় তল সিঁড়ি থেকে দক্ষিণ দিকের আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেলের মধ্যে রয়েছে ৭৪০ বর্গফুটের সুপার বিল্টআপ এলাকা। মৌজায় অবস্থিত সম্পত্তি-চক্রজু মোল্লা, জেএল নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৩১, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৬৮৫, থানা-বিষ্ণুপুর, এডিএসআর-রাসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১০৪। শ্রী স্বপন হায়দার এবং মিসেস কাকুলী হায়দারের নামে সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ১৩.০১.২০২৩ খ) টাকা ১৩,১১,৯১৪.০০ গ) ১৬.০৫.২০২৩	ক) টাকা ১৫,০৮,০০০/- খ) টাকা ১,৫০,৮০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
১০.	**ক) মেসার্স অ্যামিটি এন্টারপ্রাইজ অ্যাকাউন্ট নংঃ ০১৫১২৫৩০৮৩৬৬০ প্রোঃ মহম্মদ নাজির হোসেন মন্ডল অফিসঃ** ১৩৫, অঘোর সরণি, বৈকুণ্ঠপুর মোড়, বিএল এবং আরও অফিসের কাছে, পোস্ট-রাজপুর, থানা-সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০। **খ) সোনারপুর শাখা**	১১১ বর্গফুট পরিমাপের জমি ও বিল্ডিং বাণিজ্যিক দোকানের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। (নির্মিত এলাকা) ১৩৫ এ, অঘোর সরণি বিয়ারিং হোল্ডিং নং ১৮৪, মৌজা-রাজপুর, জেএল নং ৫৫, খতিয়ান নং ১০৮১, দাগ নং ২২১৫ বৈকুণ্ঠপুর মোড়ে অবস্থিত, ওয়ার্ড নং ১৩, পোস্ট-রাজপুর, থানা-সোনারপুর যা এডিএসআর-এর রেজিডি সেল ডিড নং ১২৪৭৩/২০০৯-এর মাধ্যমে নাজির হোসেন মণ্ডলের নামে দাঁড়িয়ে আছে-সোনারপুর এবং যা উত্তরে ঘেরা-আঘার সরণির ক্রসিং এবং যাদব সরকার রোড, দক্ষিণ-অন্যান্য সম্পত্তি, পূর্ব-যাদব সরকার রোড, পশ্চিম-আঘর সরণি। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ২৭.০৮.২০২১ খ) টাকা ১২,৪৩,৪২৩.০০ গ) ১২.০৪.২০২২	ক) টাকা ১৪,৯৯,০০০/- খ) টাকা ১,৪৯,৯০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)
১১.	**ক) মেসার্স উজাজ পিওর ওয়াটার অ্যাকাউন্ট নংঃ ০৭৬৪২০আসি০০০০০০১৪ (টিএল), ০৭৬৪২৫০৮০৪৪৫৫ (সিসি) এবং ০৭৬৪৩০৬৭১৪৭৬১ (টিএল) অংশীদারঃ (১) আক্রাম হোসেন,** পিতা- শেখ আসাদ আলী **(২) শিমা পারভিন উভয়েই রয়েছেঃ** গ্রাম-প্লট নং ৭৭৭, ভাগ্যবন্তপুর, পোস্ট-খঞ্জনচক, থানা-দুর্গাচক, পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬০২। **শেখ মহম্মদ তাহির,** পিতা-আক্রাম হোসেন মহল্লা-বাসুদেবপুর, থানা-দুর্গাচক, পোস্ট-খঞ্জনচক, পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬০২ **খ) রায়চক শাখা**	**সম্পত্তি ১ঃ** প্রাথমিক-কারখানার জমির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং তার উপর দাগ নং ৭৭৭, জে.এল. নং ১০৪, আরএস খতিয়ান নং ১/১, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৮০, ওয়ার্ড নং ০৩, এলাকা পরিমাপ সহ নির্মিত ভবন ৭৩ দশমিক, মৌজা-ভাগ্যবন্তপুর থানা-হলদিয়া পৌরসভার অধীন দুর্গাচক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এবং সম্পত্তিটি আক্রাম হোসেনের নামে দাঁড়িয়েছে রেজিস্টার্ড দলিল নং ৮৫০/২০০১, ১৫০৯/২০০১, ১৫১১/২০০১ দ্বারা সম্পত্তি ঘেরাঃ উত্তর-প্লট, দক্ষিণ-প্লট, পূর্ব-প্লট, পশ্চিম-পিডব্লিউডি রোড (চৈতয়নপুর-হলদিয়া রোড)। **(প্রতীকী দখলে)** **সম্পত্তি ২ঃ** জামানত-ইকিউএম জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং তার উপর দাগ নং (এল.আর.) ৩০০৮, হলদিয়া পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ড, জে.এল. নং ১২৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৪৪, এল.আর. খতিয়ান সহ তিনতলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নং ৪৮১৮, মৌজা-বাসুদেবপুর, থানা-দুর্গাচক ও সম্পত্তি শেখ মহম্মদ তাহির, পিতা-আক্রাম হোসেনের নামে দাঁড়িয়ে আছে। রেজিস্টার্ড উপহারের দলিল নং ২৭৮০/২০১৭, (আক্রাম হোসেনের রেফারেন্স দলিল নং ৩৫৮৩/২০০৯) এবং সম্পত্তি ঘিরে রয়েছেঃউত্তর-৩০'এইচপিএল লিংক রোড, দক্ষিণ-দাগ নং ৩০০৬, পূর্ব-দাগ নং ৩০০৬, পশ্চিম-দাগ নং ২৮৮৬। **(প্রতীকী দখলে)**	**সম্পত্তি ১ঃ** ক) ৩০.০৫.২০২২ খ) টাকা ৭৩,৫০,৩১২.২৪ গ) ১৯.১০.২০২২ **সম্পত্তি ২ঃ** ক) ৩০.০৫.২০২২ খ) টাকা ৭৩,৫০,৩১২.২৪ গ) ০২.০২.২০২৪	**সম্পত্তি ১** ক) টাকা ১,৩৮,৪৭,০০০/- খ) টাকা ১৩,৮৪,৭০০/- গ) টাকা ১০,০০০/- **সম্পত্তি ২** ক) টাকা ৯৮,৯৩,০০০/- খ) টাকা ৯,৮৯,৩০০/- গ) টাকা ১০,০০০/-	ক) ১৩.০৮.২০২৪ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত) খ) ১২.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত) গ) ০৯.০৮.২০২৪ (বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত)

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-
১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে ''**যেখানে যা আছে এবং সেখানে কি আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে।
২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-**hftps://ebkray.in**।
৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-**hftps://ebkray.in** এবং **www.pnbindia.in**।
৫. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী ই-নিলাম বিক্রয়ের জানতে দরপত্র জমা করার পূর্বে এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে তথ্য জানতে যোগাযোগের ব্যক্তি -**শ্রী কৌশিক লাহিড়ি, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং.ঃ ৯১২৭০ ৬৫২৭৭।**
৬. সফল দরদাতা (যদি একটিমাত্র দর জমা পড়ে সেক্ষেত্রে একটি বর্ধিত দর রাশি প্রয়োজন থাকবে বিক্রয় সুনিশ্চিত হতে) জমা করতে হবে এফিডেভিট অনুমোদিত অধিকারিকের কাছে শারিরীক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র যাঁচাইয়ের জন্য (যদি প্রয়োজন থাকে)।
৭. সমস্ত বিধিসমস্তত বকেয়া / পরিচারক চার্জ / অন্যান্য বকেয়া সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান চার্জ, স্ট্যাম্প খরচ, কর, পরিবহণ খরচ, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে ক্রেতাকে।
৮. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী সারণীতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত যা সর্বশেষ তথ্যমতে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৯. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব থাকবে পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হতে নিজেদেরকে সম্পত্তির বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে দর জমার পূর্বে।
১০. নিলামের অর্থ প্রদানের জন্য করতে হবে ডিডি / নগদ/ এনইএফটি/ আরটিজিএস মাধ্যমে যার **অ্যাকাউন্ট নং. ঃ ০৩০০২০৩১৭১১৬০, আইএফএসসি নং. ঃ পিইউএনবি০০৩০০২০ পিএনবি-র, শাখা চৌধুরি বাজার, বারুইপুর, নাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।**

সারফেসি আইন, ২০০২-এর সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ২৬.০৭.২০২৪
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- শ্রী কৌশিক লাহিড়ি, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

শহরে রবিবার সদলবলে আসছেন কোচ মোলিনা

চলে এলেন আলফ্রেডও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ মোহনবাগানের নতুন কোচ হোসে মোলিনা কলকাতায় চলে আসবেন ২৯ জুলাইয়ের আগেই। তিনি আসছেন তাঁর পছন্দের সাপোর্ট স্টাফ নিয়ে। মোলিনা তাঁর সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছেন সার্বিয়ান ইগর তাসেভেস্কিকে। তিনি লা লিগার নামী ক্লাব ভিলারিয়ালের কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। প্রো লাইসেন্সধারী এই কোচ ফুটবলার হিসেবে ছিলেন ডিফেন্ডার। তিনি বাগানের ডিফেন্স ফর্মেশনের কাজ করবেন। গোলরক্ষকদের কোচ হিসেবে কাজ শুরু করবেন হোসে মার্টিনেজ নিওন। তিনি বিশাল কাইথ, ধীরাজ সিংদের সঙ্গে কাজ করবেন। তিনি স্পেনের কয়েকটি ক্লাবে কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। ফিটনেস কোচ হিসেবে মোলিনা নিয়ে আসছেন সার্জিও গার্সিয়াকে। তিনিও স্প্যানিশ। সবথেকে বড় কথা, মোহনবাগানের আইএসএল দলের সঙ্গে ফের যুক্ত হতে চলেছেন বাস্তব রায়। উত্তরপাড়ার বাসিন্দা বাস্তব স্প্যানিশ কোচের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করবেন। তিনি এর আগে মোলিনার সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তাই স্প্যানিশ কোচের পছন্দের পাত্র হিসেবে বাস্তবকে নেওয়া হয়েছে। তিনি ডুরান্ড কাপেও দলের রিজার্ভ বেঞ্চে থাকবেন। সম্প্রতি বাস্তব প্রো লাইসেন্স ডিগ্রিও পেয়েছেন এএফসি থেকে। দলের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে থাকবেন নেলসন পিন্টো। ফিজিওর দায়িত্বে দুই বঙ্গসন্তান অভিনন্দন চট্টোপাধ্যায় ও কৌশিক ভুঁইয়া। ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকবেন অভিষেক ভট্টাচার্য। এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় এসে গিয়েছেন মোহনবাগানের অস্ট্রেলীয় ডিফেন্ডার টম আলফ্রেড। ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহন করা ৩৩ বছরের দীর্ঘকায় ডিফেন্ডারকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ছিলেন বহু সবুজ-মেরুন সমর্থক। ডুরান্ড কাপের ডার্বি ম্যাচে টমকে মাঠে নামানো হবে। তিনি এসেই বুঝে গিয়েছেন চাপ নিয়েই সারা মরশুম তাঁকে খেলতে হবে। উল্লেখ্য গত সোমবার অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন সই করিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কাতার বিশ্বকাপে দেশের জার্সি গায়ে তিনটি ম্যাচ খেলেছিলেন জেমি। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার এ লিগে ৫ বার সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন ম্যাকলারেন। এই বিশ্বকাপারই চলতি মরশুম থেকে জেসন কামিংস, দিমি পেট্রোটসের সঙ্গে সবুজ-মেরুন জার্সি পরে মাঠে নামবেন। মোহনবাগানের সঙ্গে তাঁর ৪ বছরের চুক্তি হয়েছে।

অর্শদীপকে তৈরি হওয়ার বার্তা বোর্ডের অ্যাডিলেডে গালাপি বলেও তাকে দেখা যাবে?

মুম্বই, ২৫ জুলাইঃ বার্তা এসেছে তৈরি হওয়ার। কে বলতে পারে, হঠাৎ করেই টেস্টে খেলার কপাল খুলতে পারে অর্শদীপ সিংয়ের! ভারতীয় বাঁ-হাতি বোলার অর্শদীপকে এখন শুধু সীমিত ওভারের সিরিজে খেলতে দেখা যায়। নির্বাচকরা চাইছেন পঞ্জাবের ছেলে যেন নিজেকে লাল বলের ক্রিকেটের জন্যও তৈরি করেন। বোর্ডের এক সূত্র সম্প্রতি যা জানিয়েছেন, তাতে তাড়াতাড়ি অর্শদীপের টেস্ট ডেবিউ হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে অর্শদীপ সিংকে খেলতে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে সর্বাধিক ১৭টি উইকেট নিয়েছিলেন অর্শদীপ সিং। ভারতের জার্সিতে এখনও অবধি তিনি ৬টি ওডিআই এবং ৫২টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। এ বার বোর্ডের এক কর্তা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ''অর্শদীপ সাদা বলের ক্রিকেটে বল খুব ভালো ভাবে সুইং করিয়েছে। ওকে হয়তো ঘরোয়া ক্রিকেটে কয়েকটা লাল বলের ম্যাচ খেলে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। ৫ সেপ্টেম্বর দলীপ ট্রফি শুরু হবে।

সেখানে ভালো পারফর্ম করলে ওর অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়বে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে জসপ্রীত বুমরার পাশাপাশি অর্শদীপ কিন্তু ভারতের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন।'' ভারতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে অর্শদীপ সিংয়ের। সুতরাং লাল বলে বোলিং তাঁর কাছে নতুন নয়। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের কাউন্টিতে মাল্টি ডে ফর্ম্যাটে খেলেছেন। এ বার দেখার সত্যিই অর্শদীপকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শুধু লাল বলেই নয়, সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে অ্যাডিলেডে গোলাপি বলেও খেলতে দেখা যায় কিনা। শ্রীলঙ্কা সিরিজের পরই ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সিরিজ রয়েছে। সেখানে তাঁকে দেখার সুযোগ ক্ষীণ। তাই সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অর্শদীপকে না নামিয়ে তাঁকে ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখে নিয়ে বিদেশ সফরে খেলানো হতে পারে। বোর্ডের কর্তা আরও বলেন, ''নির্বাচকেরা চান সাদা বলের ক্রিকেটে আরও অন্তত একজন বাঁ-হাতি পেসার থাকুক। তাই খলিল আহমেদকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে খেলানো হয়েছিল এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ফর্ম্যাটের সিরিজেও নেওয়া হয়েছে।''

দ্রাবিড়ের সময় থেকেই সূর্যকে টি-২০ অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল!

মুম্বই, ২৫ জুলাইঃ রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরেই এই ফর্ম্যাট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। রোহিতের জায়গায় জাতীয় টি-২০ দলের অধিনায়ক হিসাবে হার্দিক পান্ডিয়াকেই প্রাথমিক ভাবে প্রত্যাশা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ থাকার কারণে, সূর্য কুমার যাদবকে টি-২০ দলের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়। ড্রেসিংরুমের ভোটও সম্ভবত গিয়েছে হার্দিকের বিপক্ষে। এমনটাই মনে হয়েছে, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের কথায়। তবে নতুন কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে প্রথম সিরিজের আগে সূর্যকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র জলঘোলা হয়েছে এবং হচ্ছেও। এর মাঝেই ভারতের প্রাক্তন বোলিং কোচ পরশ মামব্রে দাবি করেছেন যে, সূর্যকুমারকে অধিনায়কত্বে উন্নীত করার ধারণাটি বিদায়ী প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সময়েই প্রথম বিবেচনা করা হয়েছিল। আর গম্ভীরের নেতৃত্বে নতুন ম্যানেজমেন্ট সুযোগ পেয়েই এটির বাস্তবায়ন করে। মামব্রে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ''প্রথম এবং সর্বাগ্রে, আপনি যখন একজন অধিনায়ককে বাছাই করছেন, তখন আপনি আশা করবেন, সেই অধিনায়ক নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে সব ম্যাচ খেলবে। আমরা, কোচ এবং নির্বাচকেরা সব সময়ে অনুভব করেছি যে, এখানে এমন একজন রয়েছে, যার টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে দীর্ঘ ভবিষ্যত আছে। এবং এই ক্ষেত্রে সূর্যকুমারের স্কিল অতুলনীয়। এই ফর্ম্যাটে ও এই মুহূর্তে অন্যতম সেরা। সূর্য এবং ক্লাসেন তাদের বর্তমান ফর্মের উপর ভিত্তি করে, এখন টি-টোয়েন্টিতে সেরা। ভারতের হয়ে খেলা জেতার ক্ষেত্রে ও যে বিশুদ্ধ প্রভাব ফেলেছে, তা অসাধারণ।''

র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে দুরন্ত অঙ্কিতা ভকত, আর্চারির শেষ আটে ভারতীয় টিম

প্যারিস, ২৫ জুলাইঃ প্যারিসে খাতা খুলে ফেলল ভারত। অলিম্পিকের প্রথম ইভেন্টে নেমে নিরাশ করলেন না ভারতের তিন মেয়ে। আগামিকাল প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধন। তার আগে ভারতের প্রথম ইভেন্ট হিসেবে আর্চারি নিয়ে ছিল আগ্রহ। দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভকত, ভজন কৌররা যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করলেন। দক্ষিণ কোরিয়া, চিন, মেক্সিকো টিম ইভেন্টের শেষ আটে পা রেখেছে। ভারতও কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। তা হলে কি পদকের স্বপ্ন দেখা যায়? আইফেল টাওয়ার এখনও বহু দূর। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে শেষ বার ভারতের মেয়েদের আর্চারি টিম যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এক যুগ পর আবার ভারতের মেয়েরা গিয়েছেন অলিম্পিকে। আসা-যাওয়ার মাঝে আর্চারি থেকে পদক কখনও আসেনি। এ বার খানিকটা হলেও আশা রাখা যায়। তার কারণই হল ভারতের দুই তরুণী। আরও ভালো করে বললে বাংলার মেয়ে। সিঁথি মোড়ের অঙ্কিতা ভকত দুরন্ত পারফর্ম করলেন আর্চারির কোয়ালিফাইং রাউন্ডে। বাঁ-হাতি তিরন্দাজ শুরু থেকেই লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের কারণেই ভারতীয় টিম কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখতে পারল। আর, ভালো খেললেন ভজন কৌর। দীপিকা অবশ্য শুরুটা খারাপ করেছিলেন। ইভেন্টের মাঝপথে নিজেকে খানিকটা ফিরে পান। অঙ্কিতা, ভজনের মতো দীপিকাও যদি সেরাটা দিতে পারেন, তা হলে পদকের স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে। মেয়েদের এই ইভেন্টে ব্যক্তিগত বাছাইও তৈরি হল। অঙ্কিতা যেহেতু শুরু থেকে ভালো পারফর্ম করছিলেন, শেষও করলেন ১১ নম্বরে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে তিনি খানিকটা সুবিধে পাবেন।

শুরুতেই কঠিন প্রতিপক্ষর মুখে পড়তে হবে না। অঙ্কিতা মোট ৬৬৬ পয়েন্ট তুললেন। ৬৫৯ ভজন কৌরের। আর ৬৫৮ দীপিকার। ভজন ও দীপিকা ২২ ও ২৩ নম্বর বাছাই হিসেবে শেষ করলেন। ভারতের মেয়েদের মোট পয়েন্ট ১৯৮৩। ফ্রান্স বা নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে দেখা হতে পারে ভারতের। যদি সেমিফাইনালে ওঠেন অঙ্কিতারা, তা হলে কোরিয়ার মুখে পড়তে হতে পারে। আর্চারির র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডেই বিশ্ব রেকর্ড হয়ে গেল। দক্ষিণ কোরিয়ার লিম সি-হিয়ন শীর্ষবাছাই যেমন হলেন, তেমনই ৬৯৪ পয়েন্ট তুলে বিশ্ব রেকর্ড নাম লিখে ফেললেন নিজের। ২০১৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ারই চেইয়ং কাং ৬৯২ পয়েন্ট তুলে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। লিমের দুরন্ত পারফরম্যান্সের কারণেই দলগতভাবেও অলিম্পিক রেকর্ড করে ফেললেন কোরিয়ানরা। ২০৪৬ পয়েন্ট তোলেন তাঁরা। ভারতের চ্যালেঞ্জ হতে পারেন এই কোরিয়ানরাই।

মোহনবাগান ছেড়ে ইন্টার কাশীতে যোগ দিলেন হাবাস, চাপেই কি সরলেন স্প্যানিশ কোচ

লখনউ, ২৫ জুলাইঃ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস ছাড়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল তাঁর অসুস্থতার কথা। গত মরশুমে আইএসএলের সময় দেখা গিয়েছিল তিনি শেষ কয়েকটি ম্যাচে ডাগআউটে ছিলেন না। পরে বলা হয়, হাবাস অসুস্থ, তাঁর শরীরে রক্ত কম। তিনি বেশি চাপ নিতে পারবেন না। তারপরেও আইএসএলের লিগ-শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। হাবাসের গেম রিডিং বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। এবার তিনি যোগ দিলেন আই লিগের ক্লাব ইন্টার কাশীতে। উত্তরপ্রদেশের এই ক্লাবের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি হয়েছে স্প্যানিশ কোচের। তিনি ঘরোয়া ফুটবলেরও উন্নতি ঘটাবেন। ইন্টার কাশীর সঙ্গে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের চুক্তি হয়েছে। দলের ফুটবলাররা ইউরোপেও খেলতে যাবেন। গত মরশুমেই আই লিগে প্রথম খেলে তারা চারে শেষ করেছিল। এবার তাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া। সেই হিসেবেই হেভিওয়েট কোচকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার বোঝা যাচ্ছে, হাবাস মোহনবাগান ছেড়েছিলেন চাপের কাছে নতিস্বীকার করেই। কারণ কলকাতার দুই প্রধানে কোচিং করা মানে সমর্থক থেকে শুরু করে কর্তাদেরও চাপ থাকে, সেই চাপ নিতে চান না ৬৭ বছরের কোচ। হাবাসের বদলে সবুজ-মেরুনে কোচ হয়ে এসেছেন হোসে মোলিনা। তিনিও হাবাসের মতোই একটা সময় এটিকে মোহনবাগানের কোচ হয়ে আইএসএল জিতেছিলেন। মোলিনা দলের অনুশীলন শুরু করবেন ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবস থেকে। আর হাবাস ডুরান্ড কাপের পরেই দায়িত্ব নেবেন ইন্টার কাশীর। আই লিগের কোচের দায়িত্ব পেয়ে প্রাক্তন মোহনবাগান কোচ বলেছেন, ''উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে প্রতিভার অভাব নেই। আর যে ক্লাব দলটি শুরুতেই চ্যাম্পিয়নের স্বপ্ন দেখছে, সেই দলের দায়িত্ব নিলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হবে।''

১০০ কোটি ইউরো আয়ে রিয়াল মাদ্রিদের নতুন রেকর্ড

মাদ্রিদ, ২৫ জুলাইঃ প্রথম ফুটবল ক্লাব হিসেবে ১০০ কোটি ইউরো রাজস্ব আয়ের রেকর্ড গড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। পরশু রাতে নিজেদের ওয়েবসাইটে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব প্রকাশ করেছে রিয়াল। সেখানেই এ তথ্য জানানো হয়। সর্বশেষ অর্থবছরে সব মিলিয়ে রিয়ালের আয় ১০৭ কোটি ৩০ লাখ ইউরো। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তাদের আয় ছিল ৮৪ কোটি ৩০ লাখ ইউরো। ইউরোপের সফলতম ক্লাবটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমাদের মোট পরিচালন আয় (স্থায়ী সম্পদের নিস্পত্তির আগে) হয়েছে ১.০৭৩ বিলিয়ন ইউরো, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২৩০ মিলিয়ন ইউরো (২৭ শতাংশ) বেশি। এই সময়ের মধ্যে (সান্তিয়াগো বার্নাব্যু) স্টেডিয়াম পুরোপুরি চালু না হওয়া সত্ত্বেও ক্লাব ১ বিলিয়ন ইউরো পরিচালন আয় করতে সফল হয়েছে। যেকোনো ফুটবল ক্লাবের জন্য এটি একটি নজিরবিহীন পরিসংখ্যান।' গত মরসুমে রিয়াল সম্ভাব্য চার শিরোপার তিনটিই জিতেছে। জানুয়ারিতে কোপা দেল রের শেষ ষোলো থেকে কার্লো আনচেলত্তির দল বিদায় নিলেও একই মাসে স্প্যানিশ সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়। এরপর মে মাসে লা লিগা আর জুনে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতে লস ব্লাঙ্কোসরা। মাঠে ভিনিসিয়ুস-ক্রুস-কারভাহালদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ক্লাবের অর্থনীতিতেও। বিবৃতিতে রিয়াল আরও জানিয়েছে, স্পেন সরকারকে কর পরিশোধের পরও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তাদের লাভ ১ কোটি ৬০ লাখ ইউরো, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ৩২ শতাংশ বেশি। মহামারি করোনার আগে এই শতাব্দীতে প্রতিবছরেই লাভের মুখ দেখেছে রিয়াল।

বেশির ভাগ অর্থবছরে আয়ও ছিল উর্ধ্বমুখী। তবে করোনাকালীন দুই অর্থবছরে (২০১৯-২০ ও ২০২০-২১) অন্য ক্লাবগুলোর মতো রিয়ালকেও লোকসান গুনতে হয়। সর্বশেষ তিন অর্থবছরে সেই ক্ষতি ভালোভাবেই কাটিয়ে উঠেছে তারা। পরাশক্তিধর বেশ কয়েকটি ক্লাব যেখানে এখনো মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, সেখানে রিয়ালের এভাবে ঘুরে দাঁড়ানো অবিশ্বাস্যই বলতে হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিপুল পরিমাণ আয়ের পর গত ৩০ জুন পর্যন্ত রিয়ালের মোট সম্পদের মূল্য প্রতিবছর বাড়তে বাড়তে ৫৭ কোটি ৪০ লাখ ইউরোয় পৌঁছেছে। ক্লাবটি আরও জানিয়েছে, সর্বশেষ অর্থবছরে সম্প্রচার ব্যতীত তাদের সব ধরনের ব্যবসায়িক পরিধি বেড়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মার্চেন্ডাইজিং (বিপণন) ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে আয়। বিশেষ করে জার্সির হাতায় বিখ্যাত তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি এইচপির লোগো ব্যবহারবিষয়ক চুক্তির পর ক্লাবের উপার্জন লাফিয়ে বেড়েছে। এ ছাড়া কর রাজস্ব ও সামাজিক নিরাপত্তায় ক্লাবটির অবদান ছিল ২৭ কোটি ৭১ লাখ ইউরো।

নাটকীয় হারে অলিম্পিক অভিযান শুরু আর্জেন্টিনার, ফিফায় নালিশ এএফএ'র

প্যারিস, ২৫ জুলাইঃ নাটকীয়তা-অলিম্পিকে আর্জেন্টিনা-মরক্কোর ম্যাচটাকে বোঝাতে এর চেয়ে উপযুক্ত শব্দ বোধহয় আর হয় না। সেঁত এতিয়েনে আজ ম্যাচের নির্ধারিত সময়ে মরক্কোর বিপক্ষে ২-১ গোলে পিছিয়ে ছিল আর্জেন্টিনা। দলটির সমর্থকেরাও হয়তো তখন হার দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তখনই চমক হয়ে আসে যোগ করা সময়ের ১৫ মিনিট। হ্যাঁ, বিস্ময়কর মনে হলেও এই ম্যাচে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয় ১৫ মিনিট। এই সময়ও গোলের দেখা পায়নি আর্জেন্টিনা। গোলটি তারা পেয়েছে আরও বাড়তি সময়ে, ১৬তম মিনিটে গিয়ে! এই গোলের পর সবাই ধরে নিয়েছিল ম্যাচটা ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। আর্জেন্টিনার গোলের পরই মরক্কোর সমর্থকেরা মাঠে বোতল ছুড়ে মারতে শুরু করেন। এরপর দর্শক মাঠে ঢুকে পড়ায় তখনই স্থগিত করা হয় ম্যাচটি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, ম্যাচ স্থগিত হয়ে যাওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পর খেলোয়াড়েরা আবার মাঠে ফেরেন। আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় গোলটি ভিএআর অফসাইডের কারণে বাতিল করে। খেলোয়াড়েরা ফাঁকা মাঠেই কিছুক্ষণ অনুশীলন করার পর আবার খেলা শুরু হয় এবং আরও ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড খেলা চলে। কিন্তু ম্যাচে আর ফেরা হয়নি আর্জেন্টিনার। ২-১ গোলের হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়। অলিম্পিকে সাধারণত অনূর্ধ্ব-২৩ দল খেললেও কোচ চাইলে এর চেয়ে বেশি বয়সী তিনজনকে দলে রাখতে পারেন। আর্জেন্টিনা দলে তিন সিনিয়রের প্রত্যেককেই আজ সুযোগ দিয়েছেন কোচ হাভিয়ের মাচেরানো। কিন্তু নিকোলাস ওতামেন্দি, হুলিয়ান আলভারেজ ও হেরোনিমো রুয়ি মাঠে নেমেও জেতাতে পারেননি দলকে। প্রথম ম্যাচে কোনোরকমে হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। ম্যাচের শুরুতেই আলভারেজের হাতে বল লাগায় পেনাল্টির দাবি জানিয়েছিল মরক্কো। কিন্তু ভিএআর যাচাইয়ের পর সিদ্ধান্ত যায় আর্জেন্টিনার পক্ষে। এদিন ম্যাচের শুরু থেকে দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয়। প্রথম দিকে অবশ্য আর্জেন্টিনার চেয়ে মরক্কো বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে। তবে ম্যাচের ১২ মিনিটে বিপজ্জনক জায়গায় ফ্রি-কিক আদায় করে নেয় আর্জেন্টিনা। সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি মাচেরানোর দল। ১৬ মিনিটে প্রথমবারের মতো আক্রমণে দেখা যায় আলভারেজকে। তবে সুযোগ তৈরি করেও শেষ পর্যন্ত সেটি কাজে লাগাতে পারেননি ম্যানচেস্টার সিটির এই ফরোয়ার্ড। দুই দল শুরুটা ভালো করলেও পথ হারাতে সময়

লাগেনি। দুই দলেই সমন্বয়ের অভাব ছিল স্পষ্ট। এর মধ্যে ২৭ মিনিটে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ এসেছিল ওতামেন্দির সামনে। সুযোগ হাতছাড়া করেন এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে জমে ওঠা লড়াইয়ে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে এগিয়ে যায় মরক্কো। সম্মিলিত আক্রমণে দারুণ এক ব্যাকহিলে ইলিয়াস আখোমাচ খুঁজে নেন এল খানোসকে। বল পেয়ে এই মিডফিল্ডার বাইলাইন থেকে নিচু ক্রস বাড়ান সুফিয়ান রাহিমির উদ্দেশে। কাছাকাছি জায়গা থেকে লক্ষ্যভেদ করে দলকে এগিয়ে দেন রাহিমি। এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় মরক্কো। বিরতির পরপরই ব্যবধান ২-০ করে মরক্কো। ৪৯ মিনিটে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়া আখোমাচকে ফাউল করেন আর্জেন্টাইন লেফট-ব্যাক হুলিও সোলের। স্পট কিকে গোল করে মরক্কোর হয়ে ব্যবধান ২-০ করেন রাহিমি। দুই গোলে পিছিয়ে পড়লেও ম্যাচে ফিরতে মরিয়া ছিল আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে তৃতীয় গোল আদায় করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কোণঠাসা করে দেওয়ার চেষ্টা করে মরক্কো। ৬২ মিনিটে হ্যাটট্রিকের সুযোগও আসে রাহিমির সামনে। তবে সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি এই ফরোয়ার্ড। মরক্কো তৃতীয় গোল না পেলেও ৬৭ মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচে ফেরে আর্জেন্টিনা। ব্যবধান ২-১ করেন গুলিয়ানো সিমিওনে। ব্যবধান কমানোর পর আর্জেন্টিনার চোখ ছিল সমতায়। কিন্তু নির্ধারিত সময়েও পিছিয়ে থেকে শেষ করে তারা। এরপর যোগ করা ১৫ মিনিটেও আর্জেন্টিনা যখন হার দেখছিল, তখনই গোল করেন নিকোলাস মেদিনা। কিন্তু এই গোলও বাতিল হলে জিতে যায় মরক্কো। বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত করে ছাড়া ম্যাচটি শেষে আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলের কোচ মাচেরানোর মেজাজ চড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর অভিযোগ, খেলোয়াড়েরা মাঠ ছেড়ে জিওফ্রে গুইশার্ড স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুমে যখন বসেছিলেন, আয়োজকেরা তখনো পরবর্তী করণীয় সমন্ধে কিছু জানাতে পারেননি। সংবাদকর্মীদের মাচেরানো বলেছেন, ''কী ঘটেছে, ব্যাখ্যা করতে পারব না। আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ড্রেসিংরুমে বসে ছিলাম, কিন্তু এরপর কী হবে, সেটি তাঁরা বলতে পারেননি।'' মাচেরানো এরপর ধুয়ে দিয়েছেন আয়োজকদের, ''মরক্কো অধিনায়ক (পুনরায়) খেলতে চায়নি। আমরাও চাইনি আর দর্শকেরাও আমাদের তাক করে অনেক কিছু ছুড়ে মেরেছে। আমার জীবনে দেখা এটাই সবচেয়ে বড় সার্কাস। জানি না একটি খেলার মুহূর্ত রিভিউ করতে তারা কেন ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় নিল।'' প্রায় দুই ঘণ্টা বিরতির পর খেলা পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে মাচেরানো বলেছেন, ''মেদিনার গোলে যদি অফসাইড হয়, তবে ম্যাচটি সেভাবেই চালিয়ে যাওয়া যেত। আমার মনে হয় না দেড় ঘণ্টা বিরতি নিয়ে ম্যাচটি আবারও তিন মিনিটের জন্য খেলার প্রয়োজন ছিল।'' আর্জেন্টিনার হয়ে ২০০৪ ও ২০০৮ অলিম্পিক ফুটবলে সোনাজয়ী প্রাক্তন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মাচেরানো আয়োজকদের ধুয়ে দিয়ে আরও বলেছেন, ''এমন ঘটনা পাড়ার টুর্নামেন্টেও ঘটে না। এটা লজ্জার। অলিম্পিকের চেতনার বাইরে এই সংস্থাকে মানসম্মত হতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই মুহূর্তে তারা সেটি হতে পারেনি।'' আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, ''কিছু দর্শক মাঠে ঢোকায় সেঁত এতিয়েনে স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা ও মরক্কোর মধ্যে ফুটবল ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছিল। ম্যাচ এরপর পুনরায় শুরু করে নিরাপদে শেষ করা গেছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্যারিস ২০২৪ এর কারণ এবং সঠিক পদক্ষেপ কী তা বোঝার চেষ্টা করছে।'' লিঁওতে শনিবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ইরাকের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। আগামী মঙ্গলবার গ্রুপ পর্বে ইউক্রেনের বিপক্ষে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে মাচেরানোর দল। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে এ দুটি ম্যাচেই জয় তুলে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ আর্জেন্টিনার জন্য। ম্যাচের পর ফিফা ডিসিপ্লিনারি কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

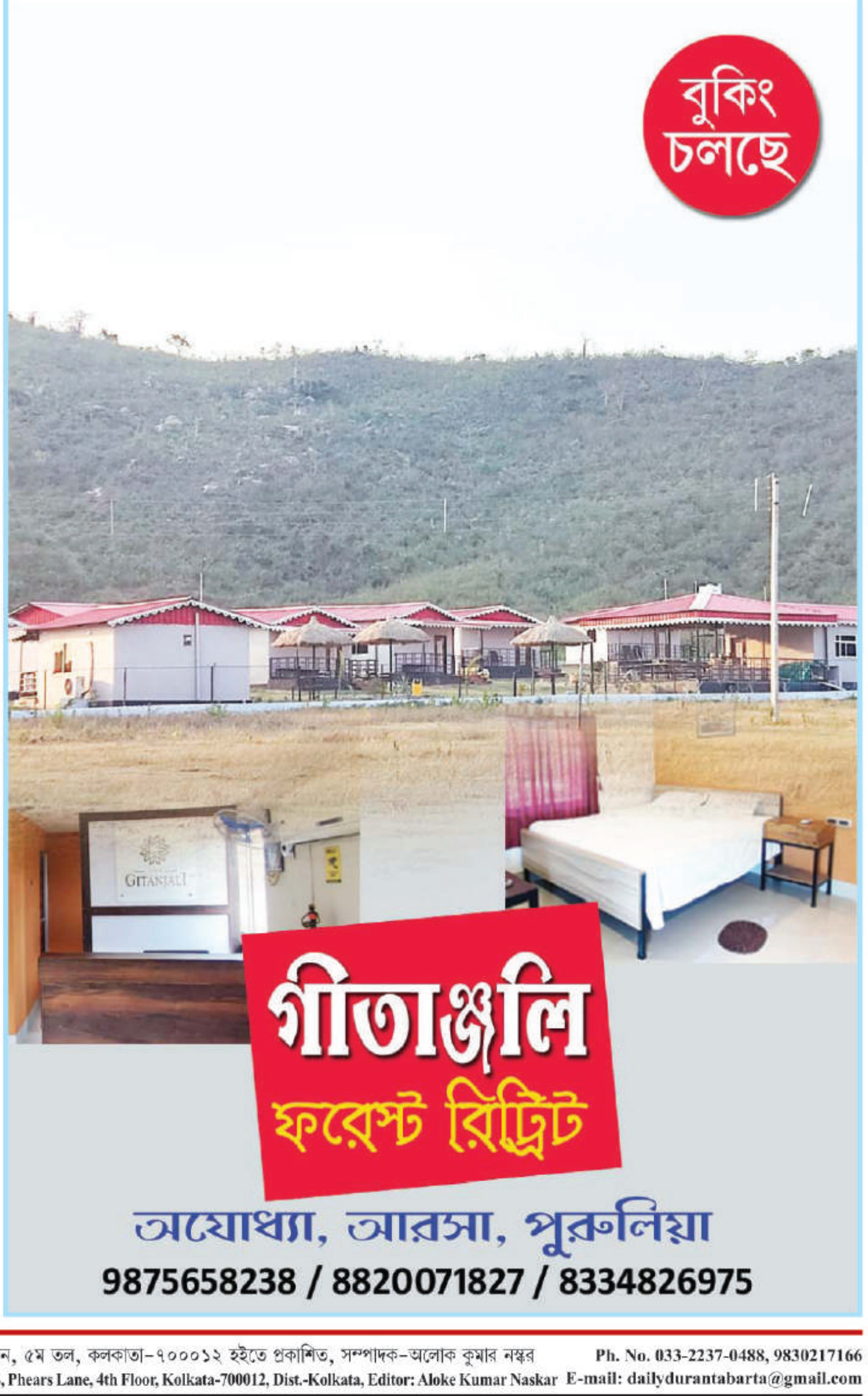

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com